ঝড়ের

যাত্রী

এক

"তোমরা সাবেকভাবে সমাজটিকে রাখ্‌তে চাও যে খাড়া ;—
তা সে হবে কেন !
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া ;—
তা সে হবে কেন !"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

কুয়াশার আবছায়া সরিয়ে ভোরের তাজা রোদ কুসুমপুর গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলে—তরুণ এক শিশু অতিথির মতন।

সোনার সে আলো সবুজ ঘাসের শিশিরে শিশিরে স্নান করছে, গাছের পাতায় পাতায় ঝিলমিল্ ক'রে উঠ্‌ছে, মাঠের ক্ষেতে ক্ষেতে আপনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সরু একটি পায়ে-চলা পথ গাঁয়ের বুকখানি ভেদ ক'রে ঢুকে, হঠাৎ মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবেমাত্র প্রাতঃস্নান শেষ ক'রে জয়দেব মজুমদার সেই পথের মোড়ের উপরে এসে দাঁড়ালেন—সকালের রোদে আপনার শীতার্ত্ত দেহখানি একটু তাতিয়ে নেবার জন্যে।

গাঁয়ের জমিদার চৌধুরীদের বংশে এখন আর পুত্র-সন্তান কেউ বর্ত্তমান নেই—স্বর্গীয় জমিদারের একমাত্র কন্যা সমস্ত বিষয়ের মালিক। জমিদারী দেখা-শুনার ভার আছে এখন জয়দেবের উপরেই। জয়দেব বয়সে যুবক—এবং চৌধুরীদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়; কাজেই আসলে মালিক না হ'লেও, জয়দেবই এখন গ্রামের একরকম হর্ত্তাকর্ত্তা হয়ে উঠেছেন।

জয়দেব দাঁড়িয়ে নিজের মনেই রোদ পোয়াতে লাগ্‌লেন।

এক ঠক্‌ঠকে বুড়ী পোষের সেই হাড়-ভাঙা শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপতে, মাথায় একটা ঝোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে পথ দিয়ে আস্‌ছে। বাহির থেকেই দেখা যাচ্ছে, ঝোড়ার ভিতরে কতকগুলো ফল-মূল আর শাক-সব্জী রয়েছে। বুড়ী চলেছে হাটের দিকে,—এই ফল-মূল আর শাক-সব্জী বেচে তার দিন চলে।

পথটি সরু—পাশাপাশি দুজন সে পথে চল্‌তে পারে না। সেই পথের মোড় আগলে রোদ পোয়াচ্ছেন জয়দেব। তাঁর কাছে এসে বুড়ী থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

মিনতির স্বরে বুড়ী বল্‌লে, "একটু রাস্তা দেবে বাবা?"

জয়দেবের কাণে সে কথা ঢুকেও ঢুক্‌ল না। একটি পায়রার পালোক দিয়ে তিনি নিজের মনেই পরম আয়েসে দুই চোখ স্তিমিত ক'রে কাণ চুল্‌কোতে লাগ্‌লেন।

বুড়ী আবার তার নিবেদন জানালে। জয়দেব নীরবে পালোকটি বাঁ কাণ থেকে বার ক'রে ডান কাণে ঢুকিয়ে দিলেন।

বুড়ীর বয়স হয়েছে ঢের। এই বিষম শীতে মাথায় মস্ত এক বোঝা নিয়ে ভিন্‌-গাঁ থেকে সে হেঁটে আস্‌ছে—বোঝার ভারে তার জরা-কাতর দেহখানি সাম্‌নের দিকে একেবারে দুম্‌ড়ে পড়েছে। পথের উপরে এই অটল বাধা পেয়ে সে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে একধার দিয়ে বাধা পার হয়ে গেল। পথের ধারের ঘাস-জমি দিয়েই সে গিয়েছিল—জয়দেবের গায়ে গা না ঠেকিয়েই।

কিন্তু দু'পা এগুতে না এগুতেই জয়দেব কড়া গলায় ব'লে উঠ্লেন, "তুই কি জাত্ রে মাগী?"

বুড়ী চম্‌কে বললে, "বাগ্‌দী!"

—"কী! আমি ব্রাহ্মণ,—আমার ছায়া মাড়িয়ে তুই—" রাগের চোটে জয়দেবের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না—সবেগে এগিয়ে বুড়ীকে তিনি এক ধাক্কা মারলেন।

সে ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে বুড়ী হুমড়ী খেয়ে একেবারে মাটির উপরে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল,—তার মাথার ঝোড়াটাও পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে ছট্‌কে পড়্‌ল। মাটিতে প'ড়েই বুড়ী হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

পথের ধারের একখানি ·-তোলা বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল—বুড়ীর কান্না বোধ হয় সে শুন্‌তে পেয়েছিল।

যুবক একবার জয়দেব, আর একবার বুড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বুড়ীকে দুই হাতে মাটি থেকে তুলে বসিয়ে বল্‌লে, "কি ক'রে পড়ে গেলে বাছা?"

বুড়ী কিছু বল্‌বার আগেই জয়দেব ব'লে উঠ্‌লেন,

"ত্যাখনা একবার ছোটলোকের আস্পর্দ্ধাটা! আমি ব্রাহ্মণ, এ গাঁয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা, আর ঐ বাগ্দী মাগী কি না আমারি ছায়া মাড়িয়ে চ'লে যায়? পাজী বেটি, হারামজাদা বেটি, দেব এখুনি লাথি মেরে মুখ ভেঙে, তা জানিস্?" রাগে গর্‌গর্ করতে করতে জয়দেব দু'পা এগিয়ে গেলেন—ভয়ে আঁৎকে বুড়ী আবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

ঘৃণায় লজ্জায় মুখ রাঙা ক'রে যুবক বল্‌লে, "থাক্, আর লাথি মার্‌তে হবে না—আপনার ব্রহ্ম-তেজের বহর দেখে আমারি মাথা হেঁট হয়ে যাচ্চে—ছি ছি, ধিক্!"

জয়দেব অবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে যুবকের মুখের দিকে তাকালেন—সে যে মুখের উপরে তাঁকেই ধিক্কার দিতে পারে, এটা বোধ হয় তিনি কল্পনাও কর্‌তে পারেন নি।

ফল-মূল, শাক-শব্জী পথের উপরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, যুবক সেগুলো আবার ঝোড়ার ভিতরে তুলে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌তে লাগল।

কোনক্রমে ক্রোধের আবেগ চেপে জয়দেব বল্‌লেন, "তোমাকে আমি চিনি। তুমি তো ললিত, কল্‌কাতা থেকে নতুন এসেচ?"

ললিত ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আমাকে আপনি চেনেন শুনে ধন্য হলুম। কিন্তু কোন্ ভদ্রতা অনুসারে আপনি আমাকে 'তুমি তুমি' কর্‌চেন?"

—"ওরে বাস্‌রে, বল কি! নমশূদ্রের ছেলে, হাতের জল খেলে জাত যায়, কলকাতায় দু'পাতা ইংরিজী পড়ে মস্ত বাবু ব'নে গেছ দেখ্‌চি যে! এখনো যে তুই-তোকারি কর়্‌নি, এই তোমার ভাগ্যি!"

ঘৃণাভরে ললিত ব'লে উঠ্‌ল, "ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি মশায়ের মত বামুনের ছেলে হয়ে জন্মাই-নি! আমি নমশূদ্র বটে,—কিন্তু গরীব এক বুড়ীর গায়ে হাত তুলি না!"

দাঁতে দাঁত চেপে জয়দেব বললেন, "জানো আমি কে?...তা জান্‌লে আমার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ নিশ্চয়ই তুমি কথা কইতে পার্‌তে না।"

ললিত বললে, "আপনাকে খুব চিনি মশাই, খুব চিনি! আপনি ভগবান হলেও আপনাকে আমি গ্রাহ্য কর্‌তুম না—আজ যা করেচেন, তা অতি জঘন্য কাজ—হাড়ি-চামারও এমন কাজ করে না!"

ততক্ষণে সেখানে গাঁয়ের আরো জনকতক লোক এসে জড়ো হয়েছে। শিবরাম মুখুয্যে এগিয়ে এসে

জয়দেবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন,"কি হয়েছে মজুমদার মশাই, সকাল বেলায় এ কি কাণ্ড !"

জয়দেব দু'কথায় যা ঘটেছিল, খুলে বললেন।

শিবরাম দাঁতে জিভ কেটে বললেন, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! বাগ্দীর মেয়ে, বামুনের ছায়া মাড়ালো! এও দেখ্‌তে হোলো? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত।" ব'লেই তিনি খানিকক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

ললিত বুড়ীকে নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি বড্ড লেগেচে ?"

বুড়ী পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে,"হ্যাঁ বাবা পা'টা মচ্‌কে গেছে বাবা !"

ললিত বল্‌লে, "আচ্ছা, আমার বাড়ীর ভেতরে এস, তোমার পায়ে ওষুধ দিচ্ছি।"

বুড়ী বল্‌লে,"না বাবা,আমাকে যে হাটে যেতে হবে। যা দু-চার পয়সা পাব,তাই যে আমার আজ্‌কের সম্বল।"

ললিত বল্‌লে, "বেশ তো, আমারও তো তরি-তরকারির দরকার, না-হয় তোমার কাছ থেকেই কিছু বেশী ক'রে দু-চার দিনের মত কিনে নেব। ওঠ, মা, ওঠ! ঝোড়াটা আমি নিচ্ছি, তুমি আমার হাতে ভর দিয়ে এস !"

শিবরামকে ডেকে শ্যাম ভট্চায্ টিটকিরি দিয়ে বল্লেন, "ওহে মুকুয্যে, শোনো শোনো! কোথাকার কে এক বাগ্দী মাগী, তাকে আবার আদর ক'রে মা ব'লে ডাকা হচ্ছে! তা হবে না কেন, ওটিও তো বড় যে সে ঘরের সন্তান নয়—একেবারে জাত্-নমশূদ্রের সন্তান! 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে'!"

উপস্থিত সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

ললিত বুড়ীর অবশ দেহ ডান হাতে ধ'রে বল্লে, "ভটচায্ মশাই, আপনার মায়েরি মতন বাগ্দী আর নমশূদ্র মায়েরও দেহে একই স্নেহের রস, একই মানুষের রক্ত বয়ে যাচ্চে—মা-নামে জাতিভেদ নেই!"

শিবরাম ধমক দিয়ে বল্লেন, "থাম্ ছোটলোকের ব্যাটা, থাম্! কাদের সঙ্গে কথা কচ্চিস্ জানিস্? মুখ সাম্লে কথা ক'!"

ললিত তীরের মতন শিবরামের সাম্নে এসে, দুই হাত মুঠো ক'রে বল্লে, "আপনি 'ছোটলোকের ব্যাটা' বললেন কাকে?"

শিবরাম ভয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আম্তা আম্তা ক'রে বল্লেন, "কেন, মার্বি নাকি?"

ললিত বল্লে, "হুঁ, আপনাকে মারাই উচিত, কিন্তু

আপনার মত জীবকে মেরে আমি হাতে গন্ধ করতে চাই না। তবে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে আমার সঙ্গে কথা কইবেন, নইলে অনুতাপ করতে হবে।"

ললিত আবার ফিরে গিয়ে ফল-ফসলের ঝোড়াটা এক হাতে তুলে নিলে। তারপর আর এক হাতে বুড়ীকে ধ'রে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

রাম ভট্‌চায্ শিবরামের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "মুকুয্যে, বড্ড বেঁচে গেছ হে! ঐ ছোটলোকের ব্যাটা তোমার গায়ে হাত তুল্‌লে, এই দুর্জ্জয় শীতে এখুনি তোমাকে স্নান ক'রে মর্‌তে হোতো!"

শিবরাম বল্‌লেন, "ইস্, গায়ে হাত তুল্‌লেই হোলো কি না! আমি তা'হলে অভিশাপ দিতুম!"

যদু সরকার অট্টহাস্য ক'রে বল্‌লেন, "মুকুয্যে, তোমাদের শাপমন্যিতে একালে আর কেউ ভয় পায়না হে! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর থেকে তোমরা ক্রমাগত অভিশাপ বর্ষণ ক'রে আস্‌চ,—এত দিনে রাবণের চিতার আগুনই নিবে যায়, তোমাদের অভিশাপের ঝাঁজ্ আর থাক্‌বে কেন?"

রাম ভট্‌চায্ বল্‌লেন, "তা যা বলেচ! আমাদের

অভিশাপ সফল হ'লে ছোটলোকদের কি আজ এতটা অস্পর্দ্ধা হোতো? তবু কি জানো, রাগ হ'লে শাপ না দিয়ে পারি না,—অনেক কালের অভ্যেস, ছাড়া শক্ত!"

জয়দেব এতক্ষণ বুকের উপরে দুই হাত বেঁধে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একহাট লোকের সাম্‌নে আজ তাঁকে যে অপমানটা হজম কর্‌তে হোলো, তাঁর জীবনে এমনটা এই প্রথম। গ্রামসুদ্ধ লোক তাঁকে মান্য করে, ভয় করে,—তাঁর খোসামুদি করাই অনেকের জীবনের লাভের পেশা। তাঁর মুখের এক-একটি কথা, এ গ্রামের মধ্যে দেবতার আদেশের মতন। আর, একটা অস্পৃশ্য নমশূদ্র কিনা তাঁরই মুখের উপরে যা তা ব'লে বুক ফুলিয়ে গট্ গট্ ক'রে চ'লে গেল।

জয়দেব যে ললিতের উপরে শেষটা আর কোন কথা কইতে পারেন নি, তারও যথেষ্ট কারণ আছে। জয়দেব নিতান্ত অশিক্ষিত নন, কল্‌কাতার কলেজে থেকে কিছুকাল পড়াশুনোও করেছিলেন। সে শিক্ষা তাঁর ব্রাহ্মণত্বের নিষ্ঠা আর গোঁড়া হিঁদুয়ানীর অন্ধতা দূর কর্‌তে না পার্‌লেও, কালেজী সংসর্গের গুণে তাঁর মনের ভিতরে একালের নব্য হাওয়ার আমেজও কিছু

কিছু লেগেছিল। নিজে জোয়ান মদ্দ হয়েও ঐ গরিব-বুড়োকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে গৌরবকর হয় নি, মুখে না স্বীকার করলেও এ সত্যটা তাঁর বুকের ভিতরে বার বার মাথা নাড়া দিয়ে উঠছিল। মনের এই গোপন দুর্ব্বলতাই ললিতের বিরুদ্ধে তাঁকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে দেয় নি।

কিন্তু এ দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের জন্যে। এতক্ষণে তিনি আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বললেন, "মুকুয্যে-মশাই, গ্রামে ছোটলোকের জুলুম দিন-কে-দিন বেড়ে উঠ্‌চে! এর একটা বিহিত করতে হবে তো! আমি এ কখনো সহ্য করব না।"

শিবরাম বল্‌লেন, "ঘোর কলি উপস্থিত! ও ছোটলোকটা যখন আপনাকেই অপমান কর্‌তে পেরেছে, তখন আমরা তো কোন্ ছার! কাল থেকে ও ব্যাটা তো আমাদের মাথায় পা দিয়ে হাঁটবে।"

জয়দেব ভাবতে ভাবতে বললেন, "হুঁ, শীগ্‌গিরই ওর চুলোয় যাবার ব্যবস্থা করব।"

রাম ভট্‌চায্‌ বললেন, "বড়বাবু, আমি ললিতের সব খবরই রাখি। ওর বাপ ছিল বড়ই গো-ব্যাচারি লোক, শান্ত-সুবোধ—ছোটলোকের ঘরে সে-রকম

লোক আর তো কই দেখতে পাই না। আমার সাম্‌নে দশহাত তফাতে ভূঁইয়ের ওপরে জোড়হাতে ব'সে থাক্‌ত, আমি হেসে একটা কথা কইলে যেন বর্ত্তে যেত। ললিতের এক কাকা থাক্‌ত কলকাতায়, শুনেচি কাঠের ব্যবসায় সে বেশ ছ'পয়সা রোজগার করত। সে লোকটা বিয়ে-থা করে-নি, ললিতের বাপ কলেরায় মারা গেলে পর, নিজের ভাইপোকে সঙ্গে ক'রে সে কলকাতায় নিয়ে যায়। সে আজ প্রায় আঠারো-উনিশ বৎসরের কথা। শুনেচি ললিত নাকি কলকাতায় থেকে অনেকগুলো পাশ ক'রে খুব পণ্ডিত না আমার মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম কি হয়েচে। তার কাকাও মারা গেছে, তার টাকাকড়ি সব ললিতই পেয়েচে। আজ মাস-কতক সে এখানে ফিরে এসেচে। ছোটলোকের ছেলে কিনা, একে পেটে কিছু বিদ্যে ঢুকেচে, তার ওপরে হাতে আবার কর্‌করে কাঁচা টাকা! ধরাকে একেবারে সরা দেখচে।"

শিবরাম বল্‌লেন, "ছোটলোকের হাতে টাকা— ঘোর কলি উপস্থিত! একেই বলি বিধাতার অবিচার, ওর জাঁক হবেই তো! কিন্তু বাছাধন, এও জেন— 'অত্যুচ্ছ্রায়ঃ পতনহেতুঃ'—বাড়াবাড়ি করলেই মরবে।"

যদু সরকার বললেন, "কিন্তু ও আপনাদের হাতে মরবে না, এ একেবারে ঠিক কথা। ওকে মারবার জোর আপনাদের কারুর হাতেই নেই। সেদিন আমি স্বচক্ষে দেখলুম, টাকা নিয়ে সুদ দিতে পারছিল না ব'লে হেরো বাগ্দীকে ধ'রে দুটো কাবলী মারপিট করছিল! হঠাৎ ললিত কোথেকে এসে কাবলী দুটোর মুখের ওপরে এমন গোটাকতক ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, মাটির ওপরে প'ড়ে তারা প্রায় অজ্ঞান আর কি! মুকুয্যে, ললিতের সঙ্গে বেশী চালাকি কোরো না বাবা, জাতে ছোট হ'লে কি হয়, ও-লোকটার একসঙ্গে বিদ্যার জোর, গায়ের জোর আর টাকার জোর—এই তিন মস্ত জোরই আছে।"

শিবরাম খাপ্পা হয়ে বললেন, "আরে বাবা, 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্'—ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন, ও-সব জোর টোর আমাদের কাছে খাটবে না বাপু, খাটবে না!"

জয়দেব বললেন, "বাজে কথা যেতে দাও। তোমরা সবাই জানো তো, ললিত আমাদেরই প্রজা। ওর টাকার জোর থাকতে পারে—কিন্তু আমাদের কাছে সে জোর খাটবে না। অমন পঞ্চাশটা ললিতকে আমি

এক মিনিটে কিনে নিতে পারি। আর গায়ের জোরের কথা কি বলছ, পাঁচটা দরোয়ানকে ডাকলেই সে জোর চট্ ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রাম ভট্‌চায্ বললেন, "ঠাণ্ডা করুন বড়বাবু, শীগ্‌গির ঠাণ্ডা করুন! নইলে ও ছোঁড়া সব্বনাশ করবে। ও নিজে তো লেখাপড়া শিখে আর গো-ব্রাহ্মণকে মান্‌চে না, তার ওপরে গাঁয়ের আরো যত-সব ছোটলোককে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করচে। দুদিন পরে আমাদের আর এখানে তিষ্ঠুনোই দায় হয়ে উঠবে। এখন আপনি না রাখলে আমরা সবাই মারা যাই।"

জয়দেব বললেন, "ললিতের নামে প্রায়ই আমি নানান কথা শুনতে পাই। কিন্তু শোনা কথায় এতদিন কাণ পাতি-নি। তবে আজ যখন স্বচক্ষে দেখলুম, ললিত কি-রকম ভয়ানক লোক, আর সে যখন আমাকেই অপমান করতে ভয় পেলে না, তখন তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাকো, ওর বিষ দাঁত দুদিনেই ভেঙে তবে আমি ছাড়ব—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

দুই

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !"

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ব-বিদ্যার বিপুল জঠরও ললিতকে হজম ক'রে ফেলতে পারে নি,—আর পাঁচজন বাঙালীর ছেলের মতন জীর্ণাবশিষ্ট শীর্ণ দেহ নিয়ে ললিত বিদ্যাদেবীর জঠর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসে নি। গ্রাজুয়েট হ'তে গেলেই যে চোখ-ছুটোকে হলদেটে ও কোটরগত ক'রে তুলতে হবে, গাল-ছুটোকে তুবড়ে ফেলতে হবে এবং দেহখানাকে হাড়-ঠক্‌ঠকে, রোগা-লিক্‌লিকে ও হুমড়ে-পড়া ধনুকের মতন ক'রে আনতে হবে,—ললিত মোটেই তা মানত না। মনের সঙ্গে সমানভাবে দেহকেও সে তৈরি ক'রে তুলেছিল। আর আর ব্যায়ামের সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস না ক'রে সে জলগ্রহণ করত না।

কালেজী পড়া সাঙ্গ ক'রে ললিত এক মহাসমস্যায় পড়ল। এখন সে করবে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা দান সে নিঃশেষে গ্রহণ করেছে—সামনে তার জীবনের বহুমুখী পথ খোলা রয়েছে,—এবারে কোন্ পথে তার যাওয়া উচিত?

মাথার উপরেও কেউ নেই, হাতেও অর্থের অভাব নেই,—তার উপরে পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম রক্তস্রোত তার দেহের শিরায় শিরায় উছ্‌লে উঠ্‌ছে। এমন অবস্থায় সাধারণ যুবকরা যে পথে যায়, সে পথে যাবার বাসনা ললিতের মনে একটুও ছিল না।

দেশের কথা ললিতের বড় মনে পড়্‌ত না। শৈশবেই বিধবা মায়ের কোলে চ'ড়ে কাকার সঙ্গে সে কলকাতায় এসেছে এবং দেশ বলতে সে বুঝত এই কলকাতাকেই।

লেখাপড়া সাঙ্গ ক'রে ললিত যখন নিজের কর্ত্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তখন তার মা একদিন বললেন, "বাবা ললিত, পড়াশুনো তো শেষ করলি, আর মিছে কলকাতায় প'ড়ে থেকে কি হবে? চল্, এইবারে আমরা দেশে ফিরে যাই।"

ললিত বললে, "দেশে? তুমি কি সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকৃতে পারবে মা?"

মা ম্লানহাসি হেসে বল্‌লেন,"শোনো একবার ছেলের কথাটা। ওরে বাছা, কুসুমপুরকে আমি কি ভুল্‌তে পারি? সেইখানেই যে আমাদের বাস্তু-ভিটে, সেই ভিটেতেই যে আমাদের সোনার সংসার ছিল! বুড়ো-বয়সে নিজেদের ভিটে ছেড়ে এই বিদেশে কতদিন আর প'ড়ে থাক্‌ব?"

ললিত মায়ের একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বল্‌লে, "তবে তুমি এত দিন কল্‌কাতায় আছ কেন? তোমাকে তো কোনদিনই দেশে যেতে দেখি-নি।"

মা বল্‌লেন, "সাধে কি আর আছি বাবা? আজ তিনি থাক্‌লে কি আমি এখানে আস্‌তুম, না তিনিই আস্‌তে দিতেন? আমার পোড়াকপাল যে পুড়েচে বাবা! তাইতো ঠাকুরপোর সঙ্গে তোকে নিয়ে এখানে এসেছিলুম। আজ ঠাকুরপোও নেই, তোরও পড়াশুনো শেষ হয়েচে, তবে কেন মিছে আর ভিটের মায়া ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে প'ড়ে থাকি? চ' বাবা, দেশে ফিরে যাই, তোর জন্যে একটি টুক্‌টুকে রাঙা বৌ এনে নতুন ক'রে সংসার পাতি!"

ললিত হেসে বল্‌লে, "না গো মা, না! রাঙা বৌয়ের

জন্যে তুমি এত বেশী ব্যস্ত হোয়ো না! তুমি যখন বলচ, তখন দেশে আমি যেতে রাজি আছি। পাড়াগাঁয়ে কখনো থাকি নি, একবার দেখাই যাক না—পাড়াগাঁ কেমন লাগে!”

কুসুমপুরে এসে ললিত প্রথম দৃষ্টিতেই নিজের দেশকে ভালোবেসে ফেললে। সেই রোদে-ধোয়া পথ-ঘাট-মাঠ, সেই পাখী-ডাকা ছায়া-করা ঘন-শ্যাম বন, সেই প্রাণ-নাচানো ধান-দোলানো ক্ষেতের পর ক্ষেত, মৌমাছি আর প্রজাপতির খেলাঘরের মতন সেই সাজানো ফুলের বাগান, দুপুর বেলায় মেঠো সুরে সেই রাখালের বাঁশী, সন্ধ্যাবেলায় নদীর জলে, আকাশের গায়ে সেই রঙের মোহন-মেলা, রাত্রির গভীর মৌন-ব্রতের উপরে সেই রজত-পূর্ণিমার অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ,—এ-সব দৃশ্য ললিতের সহুরে মনকে একেবারে অভিভূত ক'রে দিলে! চোখ থেকে ধুলো আর ধোঁয়ার ঠুলি খুলে ফেলে ললিত এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে,—তাই তো, এমন সোনার দেশ ছেড়ে এত দিন আমি কোন্ নরকে পড়েছিলুম! কবির ভাষায় বার বার সে নিজের মনে মনে বলতে লাগল—'হে আমার দেশের মাটি! নমস্কার, নমস্কার, তোমাকে

নমস্কার, তোমার বিমল আকাশকে নমস্কার, তোমার সুগন্ধ বাতাসকে নমস্কার, তোমার সোনার ধূলাকে নমস্কার, তোমার সজল শ্যামলতাকে নমস্কার। আর কখনো তোমাকে ভুল্‌ব না।'

কিন্তু ললিত তখনো বোঝে-নি যে, প্রকৃতির এই পবিত্র রূপের হাটের মধ্যেও মানুষ তার পাপের পসরা মাথায় নিয়ে ব'সে থাকতে লজ্জিত হয় না। দু দিন যেতে-না-যেতেই এ সত্যটা তার মনকে কঠোর আঘাতে জাগিয়ে তুল্‌লে।

ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান, একমাত্র মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত ক'রে। তাঁর কাছে বামুন আর চণ্ডালে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এই অভেদের মধ্যে মানুষের সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা যে কতখানি জঘন্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, কুসুমপুরে আস্‌বার আগে ললিত তা আন্দাজ করতেও পারে-নি।

জাতিতে সে নমশূদ্র এবং নমশূদ্র যে অস্পৃশ্য জাতি, দু'চার বার কাণাঘুষায় এ কথা শুন্‌লেও, এর প্রমাণ সে কলকাতায় থাকতে কোন দিনই পায়-নি। নমশূদ্র ব'লে তার কোন বন্ধুই তাকে দেখে ঘৃণা জাহির করেন নি। তার বন্ধুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি

সব জাতিরই লোক ছিলেন এবং সকলের সঙ্গেই সে সমান ভাবে মেলামেশা করতে পারত ;—এমন-কি সকলে মিলে একাসনে ব'সে একপাত্রে কতবার সে আহারাদি করেছে এবং এটা যে তার পক্ষে দুর্লভ অধিকার, এমন কথা মনে করবার কোন কারণও সে এতদিন পায়-নি! ললিত জানত, আর পাঁচজনের মতন সেও একজন মানুষ।

কিন্তু কুসুমপুরে এসে দেখলে, সে মানুষ হয়েও মানুষ নয়, সে পশু—না, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট! তার ছায়া মাড়ালেও নাকি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতির পক্ষে মনুষ্যোচিত কাজ করা হয় না!

কুসুমপুরে ও তার চারিপাশের গ্রামগুলিতে নিম্ন-জাতিদের যে অবস্থা সে স্বচক্ষে দর্শন করলে, তার পক্ষে তা কল্পনাতীত। কুসুমপুর গ্রামখানিকে গ্রাম না ব'লে ছোটখাট একটি সহর বললেই চলে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই এমন-সব জাতির লোক, যাদের ছোঁয়া জল পান করলেও ব্রাহ্মণাদির সুরক্ষিত ও প্রাচীন জাতি-গৌরব নাকি ঠিক কর্পূরের মতই উবে যায়! 'নীচ জাত' আখ্যা পেয়ে এরা সর্ব্বদাই তফাতে তফাতে ভয়ে ভয়ে থাকে। এদের ঘৃণিত জীবনে যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট

ছিল, তাও আবার দারিদ্র্যের তাড়না খেয়ে একেবারে পশুত্বেই পরিণত হয়েছে। এদের লেখাপড়া শিখবার সুযোগ নেই, কারণ যাঁরা গুরুমশাই-গিরি করেন, জাতে তাঁরা উঁচু। অতএব ছোটলোককে ছাত্রের পদ দিতে তাঁরা দস্তুরমত নারাজ। ছোটলোকদের কোন ভদ্র কাজ করবারও উপায় নেই;—কেন না, ভদ্র কাজ করতে গেলেও ভদ্রলোকদের সংস্পর্শে আস্‌তে হয়।

ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের বুলি আওড়ে ছোটলোকদের কাণে মন্ত্র দিয়েছেন যে—খবর্দ্দার, সর্ব্বদা আমাদের কাছ থেকে তফাতে তফাতে থাক্‌বি, নইলে আমাদের জাত যাবে। আর আমাদের জাত গেলে তোদের মহাপাপ হবে। সে পাপের ফল, অনন্ত নরক ভোগ!

'ছোটলোক'রাও এই কথা বেদবাক্য ব'লে মেনে নেয়, নিজেদের নীচত্ব নিয়ে তারা সমাজের বাইরে ব'সে থাকে,—কি কর্‌বে, উপায় নেই,—এ যে শাস্ত্রের বিধান! বংশানুক্রমে পশুর মত জীবন যাপন ক'রে ক'রে তারা সেই জীবনেই অভ্যস্ত হয়েছে—শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে থেকেও তারা আর কোন অভাববোধ করে না। তাদের এই অসাড়তাই তাদের মনুষ্যত্বের ধাপে উঠ্‌তে দেয় না।

ললিত নিজের কর্ত্তব্য খুঁজছিল। দেশে এসে সে কর্ত্তব্যকে খুঁজে পেলে,—তার লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। মনুষ্যত্বের এই মারাত্মক অপব্যবহার দেখে তার শিক্ষিত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল,—মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করলে,—'আজ থেকে আমার জীবনের প্রধান ব্রত হোলো, এই-সব অমানুষকে মানুষ করা, উচ্চের স্বার্থ-পর নীচতাকে প্রকাশ ক'রে দেওয়া, সমাজের পরিত্যক্ত শক্তিকে আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা।'

তিন

তুমি নীচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যে জন উপরে আছে তারি ত বিপাক।"

রবীন্দ্রনাথ

'অর্গ্যানে'র সাম্‌নে বসে, স্বরলিপি দেখে মাধবী রবীন্দ্রনাথের নতুন গান অভ্যাস করছিল।......

কুসুমপুরের শেষ-জমিদার ভুবন চৌধুরী যখন মারা যান, মাধবীর বয়স তখন মোটে তিন বছর। বাপের সে একমাত্র সন্তান। ভুবন চৌধুরীর মৃত্যুর পর মাধবী তার মায়ের সঙ্গে কলকাতায় মামার বাড়ীতে যায় এবং সে মানুষ হয় সেখানেই।

মাধবীর মামা ছিলেন নব্য-হিন্দু দলের লোক। কাজেই মাধবীর শিক্ষার ব্যবস্থাও হোলো একেবারে একেলে ধরণেই। কুসুমপুরের রক্ষণশীল জমিদার-পরিবারে যা অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার, মাধবী তাই করলে— অর্থাৎ বেথুন কলেজে প'ড়ে সে প্রশংসার সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলো।

চৌধুরীদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় জয়দেব মজুমদার জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি তদারকের ভার পেয়েছিলেন,-আগেই এ-কথা বলা হয়েছে। হিন্দুর মেয়ে যে বেথুন কলেজে পড়্বে, ম্লেচ্ছ আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে, এটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ প্রবল হ'লেও, মাধরীর মাতুলের কাণে তা কোনদিনই ঢোকে-নি। প্রথম প্রথম এদিকে হতাশ হয়ে, মাধরীর মায়ের কাছে তিনি ঘন-ঘন নালিশ জানাতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নি। মাধরীর মা'ও কিন্তু বরাবরই এক অন্যায় জবাব (জয়দেবের মতে) দিয়ে এসেছেন এবং সে জবাব হচ্ছে এই—"আমার তো আর ছেলে-পুলে কিছুই নেই, কাজেই ঐ এক মেয়েকে দিয়েই আমি ছেলের অভাবও মেটাতে চাই।"

জয়দেব শেষটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌লেন এবং মাধরীও তাঁর বিরক্ত চোখের সাম্‌নে ক্রমে বি-এ পর্য্যন্ত পাস ক'রে ফেল্‌লে। মধ্যে জয়দেব একবার মাধরীর বিবাহের প্রস্তাবও তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। সুতরাং এই অপয়া মেয়েটির জন্যে যে চৌধুরী-বংশের পূর্ব্বপুরুষরা নরকস্থ হবেন, সে-বিষয়ে জয়দেবের আর একটুও সন্দেহ রইল না।

বি-এ পাস করবার পর আজ মাসকতক হোলো, মাধবী কুসুমপুরে এসে নিজের পৈতৃক বাড়ীতে বাস করছে। সে এখন সাবালিকা।

বলা বাহুল্য, জমিদারীর যে-সব কাজে জয়দেব এতদিন নিরঙ্কুশ ছিলেন, মাধবীর আসার পর থেকেই সে-সব ব্যাপারে তাঁর আগেকার স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বিদুষী মাধবী যে জমিদারীর সব কাজই যতটা-সম্ভব নিজেই হাতে-নাতে করবার জন্যে আগ্রহ দেখায়, এটা জয়দেবের মোটেই ভালো লাগ্‌ছিল না। খালি তাই নয়, মাধবী স্পষ্টাস্পষ্টি ব'লে দিয়েছিল, তার মত্‌ না নিয়ে যেন জমিদারীর কোন কাজই করা না হয়।

আগে কুসুমপুরে জয়দেব ছিলেন জমিদার না হয়েও যথার্থ জমিদারেরই মতন। এখন বাইরে তাঁর নাম-ডাক অক্ষুণ্ণ থাক্‌লেও, আসলে তাঁর পদগৌরব যে দেওয়ানের চেয়ে বেশী নয়, এই কঠোর সত্যটা জয়দেব হাড়ে হাড়ে বেশ টের পেয়েছিলেন।

পদে পদে বাধা পেয়ে চ'টে গিয়ে, জয়দেব প্রথমে ভেবেছিলেন, একটা বালিকার দাসত্ব করার চেয়ে, কাজে ইস্তফা দিয়ে মানে মানে স'রে দাঁড়ানোই বুদ্ধিমানের

কাজ। কিন্তু তার পরেই চট্ ক'রে তাঁর মাথায় এক নতুন ফন্দি এসে জুটল। ফলে তাঁর আর কাজ ছাড়া হোলো-না। তিনি স্থির করলেন, 'আগে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাক্, তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে। এত-বড় জমিদারীটা একেবারে হাতছাড়া ক'রে ফেলা কিছু নয়।'... ... ...

'অর্গ্যানে'র চাবি টিপে মাধবী সবে গান ধরেছে—

"ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে—"

এমন-সময়ে জয়দেব পায়ের খড়ম খটাখট্ বাজিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্লেন।

মাধবী গান থামিয়ে ফিরে বস্ল। জয়দেব বল্লেন, "ওকি মাধবী, গান বন্ধ করলে কেন?"

মাধবী মুখ টিপে হেসে বল্লে, "আপনাকে দেখে।"

—"আমাকে দেখে? কেন, আমি কালা, না গান শুনলে আমার গায়ে জ্বর আস্বে?"

—"উঁহু, এ-সব গান আপনার ভালো লাগ্বে কি?"

—"ভালো লাগ্বে না কেন?"

—"এ গান রামপ্রসাদও লেখেন-নি, দাশুরায়ও লেখেন-নি।"

—"নাই বা লিখলেন !"

—"এ গান যাঁর লেখা, তিনি 'এবার কালী তোমায় খাব' ব'লে মা-কালীকে ভয় দেখান-নি !"

—"ছিঃ মাধবী, ভক্ত-সাধকদের ঠাট্টা করলে সুরুচি প্রকাশ পায় না !"

—"না জয়দেব বাবু, আমি কারুকে ঠাট্টা করছি না। কিন্তু গানে ঐ-রকম সব কথা না থাকলে, আপনারাই গান-লিখিয়েকে যা' তা' ব'লে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেন।"

—"আচ্ছা, ঠাট্টা করি কি সাধে ? এই ধর, তুমিই সেদিন গান গাইছিলে—

"গানের সুরের আসনখানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে,
বস্‌বে বারে বারে।"

কিন্তু গানের সুর দিয়ে যে কি আশ্চর্য্য উপায়ে আসন তৈরি ক'রে তা আবার পথে পাতা যায়, পথিকই বা লোকটি কে আর কেনই-বা তিনি ভূমণ্ডলে এত ঠাঁই থাকতে, পথের ধারে গানের সুরের আসনের

ওপরেই বার বার এসে বস্‌বেন, এ-সব কি বুঝে ওঠা শক্ত নয় ?"

—"আমিও তো তাই আপনাকে দেখেই গান থামিয়ে ফেল্‌লুম। ও-সব শক্ত ব্যাপার বুঝবার জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? সুস্থ শরীরকে মিছে ব্যস্ত করা বৈ তো নয়।"

—"তার ওপরে দেখ, ও-সব গানে না আছে তাল, না আছে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী—"

—"হ্যাঁ, এ-সব বাজে গান, আপনাদের না শোনাই ভালো—"

—"না, না, তা কেন! তোমার গলা বড় মিষ্টি, আমার শুন্‌তে ভারি ভালো লাগে।"

—"নিতান্তই শুন্‌বেন তাহ'লে ? আচ্ছা, তবে শুনুন—" এই ব'লে মাধবী আবার 'অর্গান' বাজিয়ে গান ধর্‌লে—

'নীলাম্বর আর বল্‌বে কত,
যে মুখে দাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে দারা-সুত
নুড়ো জ্বেলে দিবে রে!'

কেমন, ভালো লাগ্‌চে তো জয়দেব-বাবু ?"

জয়দেব আহত স্বরে বল্‌লেন, "মাধবী, তুমি আমাকে এতটা সেকেলে ভাবচ কেন বল দেখি? আমি বল্‌চি কি, মানে বোঝা যায় এমন একটা আধুনিক গান গাও।"

মাধবী সকৌতুকে বল্‌লে, "জয়দেব-বাবু, আপনি মাথায় একহাত লম্বা টিকিও রাখবেন, অথচ নিজেকে সেকেলে ব'লে মান্‌তেও রাজি হবেন না! আমাদের একেলে গানের চেয়েও কি এ ব্যাপারটা বেশী দুর্ব্বোধ নয়?"

জয়দেব আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লেন, "কি জানো মাধবী, টিকি রাখাটা হচ্ছে—ওর-নাম-কি—সনাতন প্রথা। ওটা হিন্দুত্বের লক্ষণ।"

—"তবে কি আপনার মতে, হিন্দুধর্ম্ম হচ্ছে টিকি-মাত্র-সার? যাঁহাতক টিকি কাটা, হিন্দু কি তাঁহাতক ম্লেচ্ছ হয়ে পড়ে?"

বেকায়দায় প'ড়ে জয়দেব বল্‌লেন, "থাক্, ও-সব বাজে কথা যেতে দাও, এখন যা বল্‌তে এসেচি শোনো।"

—"বলুন।"

—"দেখ, আমাদের জমিদারীতে ললিত ব'লে

একটা নমশূদ্র বড় হাঙ্গাম বাধিয়েচে। তাকে কিছু শিক্ষা না দিলে আর চল্‌চে না।"

—"সে কি করেচে?"

—"আজ সকালে এক মাগী বাগ্দী আমার গায়ের ওপর দিয়েই চ'লে যায়। তাইতে আমি আর রাগ সামলাতে না পেরে তাকে একটা ধাক্কা মারি। এইতেই ললিত একেবারে মারমুখো হয়ে এসে, আমাকে যা তা অপমান ক'রে গেছে।"

—"স্ত্রীলোকের গায়ে হাত-তোলাটা আপনার মতন লোকের পক্ষে উচিত হয় নি।"

—"এটা দৈবাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাব'লে ললিতের আস্পর্দ্ধাও সহ্য করা চলে না। তাহ'লে আমাদের মান কি ক'রে বজায় থাকে বল? বিশেষ, ললিত আরো নানারকম বাড়াবাড়ি সুরু করেচে। সে এখানকার যত ছোট লোককে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কোমর বেঁধে উঠে-প'ড়ে লেগেচে।"

মাধবী বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "আপনার কথায় আমি অবাক হচ্চি। এতে আর ললিতের অন্যায় কি দেখ্‌লেন? সে তো ভালো কাজই কর্‌চে! আমাদের উচিত বরং তাকে উৎসাহ দেওয়া আর এই সৎ কাজে

সাহায্য করা। দেশে যতই শিক্ষার প্রচার হয়, ততই মঙ্গলের কথা।"

মনে মনে প্রমাদ গুণে জয়দেব বুঝ্‌লেন, তিনি ভুল চাল চেলেছেন—এ যে 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' হয়ে দাঁড়াল! ভুলটা সুধরে নেবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, "আগে আমার কথার সবটা শোনো। ললিত যদি সত্যি-সত্যিই ছোটলোকদের মধ্যে বিদ্যার প্রচারের জন্যেই উৎসুক হোতো, তাহ'লে তো কোনই কথা ছিল না, আর আমরাও তাকে যথাসাধ্য সাহায্যই কর্‌তুম। কিন্তু তা তো নয়! ললিতের মৎলোব বড়ই খারাপ। সে একটা মিছে অছিলা ক'রে ছোটলোকদের কাণে যত সব কুমন্ত্রণা দিচ্চে।"

—"সে আবার কি?"

—"জানোই তো, আমাদের জমিদারীতে নীচ-জাতের প্রজাই বেশী। আমি খবর পেলুম, ললিত তাদের সবাইকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে তোল্‌বার জন্যে চেষ্টা পাচ্চে। এখনি সাবধান না হ'লে প্রজারা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে। তাহ'লে চারিদিকেই মার-পিট, দাঙ্গা বেধে যাবে, আমাদের খাজনা পর্য্যন্ত আর আদায় হবে না।"

মাধবী একটু ভেবে বল্‌লে, "এ তো বড় ভালো কথা নয়। আপনি কি কর্‌তে চান ?"

জয়দেব বললেন, "ললিতকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই।"

—"কি উপায়ে ?"

—"এতদিন জমিদারী চালাচ্চি, একটা উপায় ঠিক করতে আমার বেশী দেরি লাগ্‌বে না। তবে, তোমাকে না জানিয়ে কিছু করলে পাছে তুমি শেষটা রাগ কর, তাই আগে তোমার মত্‌ নিতে এসেচি।"

মাধবী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "বেশ, জমিদারী রক্ষার জন্যে আপনি যা ভালো বোঝেন, করুন। কিন্তু দেখবেন, কারুর ওপরে আমার নামে অন্যায় অত্যাচার যেন না হয়।"

—"না। আমি অন্যায়কে দমন করতেই চাই—তবে সহজে না হয়, ছলে-বলে-কৌশলে।"

চার

"ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই।
তাঁহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে
অবাক হইবে, যেন কোথায় আইলে।"

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

চৌধুরীদের কাছারি-বাড়ীর হল-ঘরে আজ মস্ত-এক আসর বসেছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি সতরঞ্চের উপরে ধব্‌ধবে চাদর পাতা। তারই একধারে একটি মোটা-সোটা তাকিয়ায় পিঠ রেখে ব'সে, জয়দেব আলবোলার নলটি মুখে লাগিয়ে, মাঝে মাঝে ধূমপান করছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা কইছেন। তাঁর সাম্‌নেই আর একধারে দল বেঁধে বসে আছেন, শিবরাম মুখুয্যে, রাম ভট্‌চায্‌ ও যদু সরকার প্রভৃতি আরো অনেকগুলি মাতব্বর লোক। বাইরে উঠানের উপরে জন-কতক দরোয়ান বড় বড় লাঠি হাতে নিয়ে পাইচারি করছে।

শিবরাম দেয়ালের উপরে একটা সেকেলে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "কৈ, প্রায় একঘন্টা তো হ'তে চল্‌ল, এখনো এলনা কেন ?"

জয়দেব খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন, "পাঁড়েকে পাঠিয়েছি ডেকে আন্‌তে, সেও তো ফির্‌ল না ?"

রাম ভট্‌চায্‌ বল্‌লেন, "ব্যাটা বোধহয় ভয় পেয়েচে, সিংহের বিবরে মাথা গলাতে ভর্‌সা কর্‌চে না।"

যদু সরকার বল্‌লেন, "আচ্ছা, যদি সে না আসে তাহ'লে কি করবেন ?"

জয়দেব একটু হেসে বল্‌লেন, "তাহ'লেও বাবাজী নিস্তার পাবেন না। সে ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেচি, কেমন, হে ফটিক ?" ব'লেই তিনি একটি লোকের মুখের দিকে বেশ-একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলেন !

ফটিক একপাশে ব'সে ঢুলতে ঢুলতে একখানা বাংলা দৈনিক কাগজ পড়ছিল। তার বয়স ত্রিশের বেশী হবে না—মুখখানা যেমন অমানুষিকরূপে লম্বাটে, দেহখানাও তেমনি অসাধারণ রকম জীর্ণ-শীর্ণ। মানুষের মুখ যে এত-বেশী লম্বা ও মানুষের দেহ যে এত-বেশী রোগা হয়, তাকে না দেখলে কেউ তা বিশ্বাসই

করতে পারবেন না। এই অপূর্ব্ব মুখচন্দ্রখানি আবার বসন্তের অব্যর্থ লক্ষ্যে একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। ফটিককে গাঁয়ের সকলেই ভয় ক'রে চলত—কারণ এ-কথা কারুরই অজানা ছিল না যে, সে হচ্ছে খোদ বড়বাবু—অর্থাৎ জয়দেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং কোন কাজে তাকে চটিয়ে বড়বাবুকে খুসি করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার বল্‌লেই চলে।

জয়দেব ডাকবামাত্র ফটিক খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্‌লে, "আজ্ঞে, কি বল্‌চেন ?"

জয়দেব বল্‌লেন, "ললতে ব্যাটা যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহ'লে তুমি সেই কাজটা করতে পারবে তো ?"

ফটিক হাতজোড় ক'রে বল্‌লে, "আজ্ঞে, আপনি হুকুম দিলে আমি এখুনি আগুনে ঢুকতে, জলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি। এ তো সামান্য কাজ, এ আর পারব না ?"

জয়দেব খুসি হয়ে বল্‌লেন, "ফটিকই আমার ডান হাত, ও না থাকলে আজ-কালকার দিনে জমিদারী চালানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠ্‌ত। যে দিন-কাল পড়েচে, তাতে কোনদিকেই একটু হাত-পা খেলিয়ে

কাজ করবার যো নেই—কথায় কথায় এখন রেমো-শ্যেমোর মতন জমিদারদেরও আদালতে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হয়! হায় রে, সেকালে কি দিনই ছিল!”—একটি দুঃখের নিশ্বাস ফেলে জয়দেব আলবোলার নলটি মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

রাম ভট্টচায্ বল্লেন, “যা বলেচেন বড়বাবু, যা বলেচেন! যতই দিন যাচ্চে, গতিক ততই খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্চে! এই ধরুন না, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমিই স্বচক্ষে দেখেচি, দিনে-দুপুরে হাটের মাঝে চৌধুরী-বাবুরা অবাধ্য প্রজার মাথা-কে-মাথাই ঘ্যাচ্ ক’রে উড়িয়ে দিলেন, তা নিয়ে তবু কোনই উচ্চবাচ্য হোলো না,—দারোগা একবার নাম-রক্ষার জন্যে তদন্তে এল বটে, কিন্তু বাবুদের সঙ্গে চুপিচুপি দু’চারটে কথা কয়েই আবার লক্ষী-ছেলেটির মত সুড়্সুড়্ ক’রে সোজা চ’লে গেল!”

জয়দেব বল্লেন, “মাথা নেওয়া তো দূরের কথা, একালে আমরা কারুকে মুখেও যদি খুন কর্‌ব ব’লে শাসাই, তাহ’লেও তুচ্ছ একটা পাঁচটাকা মাইনের চৌকিদারের কাছে কিনা আমাদের জবাবদিহি করতে হবে! একালে জমিদারীতে আর সুখ নেই!”

শিবরাম মুখে হতাশাব্যঞ্জক একটা অব্যক্ত-ধ্বনি ক'রে বললেন, "এখন যে ঘোর কলি উপস্থিত।—'তে হি নো দিবসা গতাঃ'!"

জয়দেব বল্লেন, "কাজেই আমাদেরও এখন আটঘাট বেঁধে কাক-পক্ষীকে জানান না দিয়ে, এমনভাবে কাজ হাঁসিল কর্‌তে হয়, যাতে-ক'রে সাপও মরে, লাঠিও না-ভাঙে।"

এমন সময় উঠানের দিকে চেয়ে রাম ভট্‌চায্‌ ব'লে উঠ্‌লেন, "ঐ যে, এসেচে—এসেচে!"

সকলে চেয়ে দেখলেন, পাঁড়ের আগে আগে ললিত উঠান পার হয়ে দালানের উপরে উঠ্‌ছে। তাকিয়াটা বুকের তলায় রেখে, জয়দেব একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ভালো হয়ে বস্‌লেন।

ললিত ঘরের ভিতরে ঢুকে, আগে সকলের মুখের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর জয়দেবের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "আমাকে আপনি ডেকেচেন?"

জয়দেব গম্ভীরস্বরে শুধু বল্‌লেন, "হুঁ।"

ললিত আস্তে আস্তে সতরঞ্চের দিকে এগিয়ে এল,—কিন্তু তখনি শিবরাম ও রাম ভট্‌চায্‌ হাঁ হাঁ ক'রে

উঠ্‌লেন— 'স'রে যাও, স'রে যাও—ওকি, বিছানা ছোঁবে নাকি ?"

ললিত প্রথমটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বোকার মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল ; তারপরেই তার মনে পড়্‌ল, জাতে সে নমশূদ্র এবং সেইজন্যেই তাকে শয্যা স্পর্শ করতে মানা করা হচ্ছে। কিন্তু এ-রকম ব্যবহারে কোন দিনই সে অভ্যস্ত ছিল না, কাজেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে অপমানে তার কাণের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠ্‌ল।

সে তীব্রস্বরে বল্‌লে, "জয়দেব-বাবু, আমি আপনার কাছে এসেচি, সুতরাং ওঁদের কথা সুবুদ্ধির মতই উড়িয়ে দিচ্চি। কিন্তু আপনিও চুপ ক'রে কেন ? আপনারও কি ঐ মত ?"

জয়দেব বল্‌লেন, "এতে আর মতামত কি ললিত ? তুমি নমশূদ্র, কাজেই নমশূদ্রের মতই ব্যবহার করবে।"

ললিত মাথা তুলে বল্‌লে, "আমি মানুষ! আপনাদের মতই মানুষ! মানুষের কাছ থেকে আমি মানুষেরই মত ব্যবহার দাবি করি!"

ঘর-সুদ্ধ সকলেই হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। হাসির হর্‌রা থাম্‌লে পরে জয়দেব বল্‌লেন, "ও-সব

বাজে কথা যেতে দাও। তোমাকে এখন কি জন্তে ডেকে আনা হয়েচে, শোনো।"

ললিত দৃপ্তস্বরে বল্‌লে, "আমি আপনার কোন কথা শুন্‌তে চাই না।"

—"কী!"

—"হ্যাঁ! যতক্ষণ আপনি আমাকে 'তুমি' ছেড়ে ভদ্রোচিত সম্বোধন না করবেন, আর আমাকে বিছানার ওপরেই বস্‌তে না দেবেন, ততক্ষণ আমি আপনার কোন কথা শুন্‌তে প্রস্তুত নই।"

—"জানো, তুমি আমার প্রজা? আমার হুকুম তোমাকে মান্‌তেই হবে!"

"আমি খাজনা দিয়ে আপনার জমিতে আছি—আপনার অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পারি, কিন্তু হুকুম মান্‌তে বাধ্য নই। যাক্, আমার হাতে অনেক কাজ, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর বাজে সময় নষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না।" এই ব'লে ললিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ললিতের অটল স্পর্দ্ধা জয়দেবের আর সহ্য হোলো না, রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি হাঁক্‌লেন—"পাঁড়ে!"

পাঁড়ের নাম শুনেই ললিত থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

পাঁড়ে এসে জয়দেবকে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

জয়দেব বললেন,—"ঐ লোকটাকে কাণ ধ'রে দাঁড় করিয়ে রাখো তো!"

আজ পর্য্যন্ত পাঁড়ে, বাবুর হুকুমে কান ধরেছে অনেক লোকেরই, সুতরাং এবারেও এই সহজ কাজটা করবার জন্যে ডানহাতের লাঠিটা বাঁ হাতে নিয়ে, অসঙ্কোচে বুক ফুলিয়ে সে অগ্রসর হোলো।

ললিত স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পাঁড়ে যেই কাছে এসে তার কাণ ধরবার জন্যে হাত বাড়ালে, সে অমনি বিদ্যুৎ-বেগে ডান হাত বাড়িয়ে তার বা হাত থেকে লাঠিগাছা কেড়ে নিলে। তারপর শান্ত স্বরেই বল্‌লে, "আমার গায়ে যে হাত দিতে সাহস করবে, তার দশা এই রকম হবে"—বল্‌তে বল্‌তে সে সেই তেল-পাকা লোহার-তার-দিয়ে-বাঁধানো, বাঁশের মোটা লাঠিগাছা এক মোচড়ে ঠিক পাঁকাটির মতই ভেঙে, মাটির উপরে আছ্‌ড়ে ফেল্‌লে, তারপর কোন দিকেই না চেয়ে, হন্ হন্ ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বে'রিয়ে গেল!

সকলেই কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপচাপ রইলেন।

তারপর সব-প্রথমে যদু সরকার মুখ খুলে বল্‌লেন,

"আমি জানি, ললিত বড় সোজা ছেলে নয়—গায়ের জোরে চোবে-পাঁড়ের চোদ্দপুরুষও ওকে এঁটে উঠ্‌তে পারবে না!"

শিবরাম বিস্ফারিত চক্ষে বল্‌লেন,—"ঘোর কলি উপস্থিত!"

রাম ভট্‌চায্‌ বল্‌লেন,—"কিন্তু ব্যাটাকে যে কথা বল্‌বার জন্যে ডাকা হয়েছিল, তাব কিছুই বলা হোলো না যে!"

জয়দেব গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন,—"কথায় কিছু হবে না, অন্য উপায় দেখ্‌তে হবে। ফটিক!"

—"আজ্ঞে!"

—"আমার সঙ্গে পাশের ঘরে এস তো!"

জয়দেব চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন, ফটিকও তাঁর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

পাঁচ

"আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন

… … … …

যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে

মন্থর ধর্ম্ম বিলীন হবে।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ললিতের যত্ন, চেষ্টা, অর্থব্যয়ে কুসুমপুর গ্রামের মধ্যে দু'টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দু'টি বিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনো করে,—তাদের সকলেই সোণার বেণে, নমশূদ্র, বাগ্দী, মুচী, চামার, পোদ ও বাউরী প্রভৃতি সমাজিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত 'নিম্ন'জাতীয় লোকের সন্তান। ললিতের কথায় ও উৎসাহে অনেক বয়স্ক লোকও এই দু'টি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। আশপাশের গ্রামগুলিতেও যাতে আরো বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেজন্যেও ললিত যার-পর-নাই চেষ্টা ও পরিশ্রম করছে। সে সহজ ভাষায় নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে বুঝাতে চেয়েছে যে, নিম্ন-

জাতিদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, শিক্ষার অভাব। তারা মূর্খ ব'লেই এমন নির্ব্বোধ। তারা নির্ব্বোধ ব'লেই এমন অসহায় এবং সেইজন্যেই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্রাহ্মণরা তাদের যা ব'লে বুঝিয়েছে, তারা সে সমস্তই নির্ব্বিচারে সত্য ব'লে মেনে নিয়েছে! শিক্ষার গুণে নিম্ন হয় উচ্চ। শিক্ষার আলোক কুসংস্কারকে দূর করে। শিক্ষার বলে অসহায়েরও মনে সাহস আসে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে। বর্ত্তমান যুগে জাতে ছোট হ'লেও কেউ হীন হয় না, কারণ হীনকে উচ্চে তুলতে পারে, একমাত্র শিক্ষা। ভগবানের দেওয়া *মনুষ্যত্বের উপরে সমান দাবি আছে সকলেরই,—তা সে জাতে বামুনই হোক্, আর চামারই হোক্। বিলাতে* মুচীর ছেলেও রাজমন্ত্রী হয়—শিক্ষার মহিমায়। এখানেই বা তা হবে না কেন? ইত্যাদি।

ললিতের যুক্তিপূর্ণ উৎসাহ-বাণীতে নিম্নজাতিদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। যে প্রাণ এতদিন অসাড় হয়ে, সকল রকম অত্যাচার সত্ত্বেও উপস্থিতকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল, জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে তার মধ্যেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হোলো। দেখ্তে দেখ্তে ললিতের প্রথম

বিদ্যালয় ছাত্রে পূর্ণ হয়ে উঠল। তখন সে দ্বিতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করলে।

এই সঙ্গে গ্রামের মধ্যে সে ব্যায়ামাগার স্থাপন করতেও ভুললে না—কারণ পুঁথিতে কেবল মনই শিক্ষিত হয়, দেহকে শিক্ষিত করতে হ'লে, সকলের আগে চাই, ব্যায়াম। দেহ আর মন পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এদের একটিকে ফেলে অন্যটিকে গ্রহণ করলে, মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য, তার ব্যায়ামাগারেও ছাত্রের অভাব হোলো না।

নূতনের দিকে মানুষের স্বাভাবিক একটি ঝোঁক আছে। একবার উপকারিতা বুঝিয়ে দিতে পারলেই মানুষ অসীম আগ্রহে নূতনকে আলিঙ্গন করে। এই আগ্রহই যুগে যুগে সমাজ ও জাতি গঠন ক'রে এসেছে, জীবন-সংগ্রামে মানুষের গলায় যোগ্যতমের প্রাপ্য জয়-মাল্য অর্পণ করেছে, মানুষকে সভ্যতার উচ্চতর ধাপে তুলে দিয়েছে। অনেক বড় কাজ যে পণ্ড হয়, তার আসল কারণ, নেতারা জাতির হৃদয়ে ঠিক ভাবে এই আগ্রহই জাগিয়ে দিতে পারেন না ব'লে। স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা উচিত, এ কথা এতদিন সকল লোকেই

জানত এবং মানত। তবু অন্যান্য নেতার কথা শুনেও দেশের লোক সেদিকে নিশ্চেষ্ট ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কথায় হঠাৎ সারা দেশে এমন অপূর্ব্ব সাড়া জাগল কেন? মহাত্মা গান্ধী দেশের মর্ম্ম-কেন্দ্রে ঠিক মত আগ্রহটি জাগিয়ে তুলেছেন, তাই।

বাংলার তথা ভারতের পতিত, ঘৃণিত মানবতার সঙ্গে আজকাল অনেকে সহানুভূতি জানাচ্ছেন এবং অনেকেই তাকে যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত করবার জন্যে চেষ্টিতও হয়েছেন। কিন্তু সমস্ত জাতির হৃদয়ে আগ্রহ সঞ্চার করবার গুপ্ত-মন্ত্রটি এখনো তাঁরা জানতে পারেন-নি ব'লেই, তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না।

ললিত বোধ হয় এই সত্যটি ধরতে পেরেছিল। ফলে নিম্নজাতিরা একবাক্যে তাকে নেতা ব'লে মেনে নিয়ে, তার আহ্বানে সাড়া দিলে।

কিন্তু এই ব্যাপারে সমাজের উচ্চস্তরের হিন্দুরা যে অত্যন্ত চমকিত হয়ে উঠলেন এবং ললিতকে পরম শত্রুর মতই ঘৃণা করতে লাগলেন, সে-কথা বোধ হয় না বললেও চলে।

আন্দোলনটা যখন বিশেষরূপে জমে উঠেছে, তখন

আচম্বিতে এক কল্পনাতীত বিপদ এসে ললিত ও তার সঙ্গীদের স্তম্ভিত ক'রে দিলে।

সেদিন ললিত কুসুমপুরের পাশের একটি গ্রাম থেকে কতকগুলো দরকারি কাজ সেরে, একটু বেশী রাতেই বাড়ীতে ফিরে এল।

বাড়ীর কাছে এসে, দূর থেকেই সে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে, কে-একটা লোক চোরের মতন তার বৈঠকখ না থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

ললিত চেঁচিয়ে হাঁক্‌লে—"কে?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ছুট্‌তে সুরু কর্‌লে। চোর ভেবে ললিতও তার পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগ্‌ল। খানিক দূরে গিয়েই লোকটাকে সে ধ'রে ফেল্‌লে। লোকটা প্রাণপণে কেবল নিজের মুখ ঢাকবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ললিত তাকে ছাড়লে না, জোর ক'রে চুল টেনে ধ'রে তার মুখখানা তুলে দেখেই বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "একি, ফটিক বাবু!"

ফটিক ঘাড় হেঁট ক'রে বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল।

ললিত বল্‌লে, "আমার বৈঠকখানায় রাত্রে আপনি এসেছিলেন কেন?"

ফটিক মৃদুস্বরে বল্‌লে—"বড়বাবু আপনাকে আবার ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন।"

—"কিন্তু আমাকে দেখে আপনি অমন ছুটে পালাচ্ছিলেন কেন ?"

—"আপনাকে দেখে আমার কেমন ভয় হোলো !"

—"আমাকে দেখে ভয় ?"

—"হ্যাঁ,—আপনার গায়ে যে জোর !"

ললিত হেসে ফটিককে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "যান, জয়দেব-বাবুকে বলুন গিয়ে, যিনি ভদ্র-ব্যবহার জানেন না, ললিত নমশূদ্র হয়েও, তাঁর বাড়ীতে যেতে ঘৃণা বোধ করে !"

ফটিক ছাড়ান্ পেয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। ললিত ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে ফিরে এল যে,—ফটিক তার বৈঠকখানার ভিতরে ঢুক্‌ল কি উপায়ে ? সে কথা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হোলো না ! আর এত রাত্রে তাকে ডাক্‌তে আসাই বা কেন ? তার মনে কেমন একটা খট্‌কা লেগে রইল।

পরদিন ভোরবেলায় উঠেই সে তার কুস্তির আখ্‌ড়ায় চলে গেল। আখ্‌ড়াটি তার বাড়ী থেকে কিছু তফাতে।

কুস্তি-লড়া শেষ ক'রে সে ঘর্ম্মাক্ত গা থেকে মাটি চেঁচে ফেল্‌ছে, এমন সময়ে হরি বাগ্দী ঝড়ের মতন বেগে আখ্‌ড়ার ভিতরে ঢুকে ব'লে উঠ্‌ল, "বাবু, সর্ব্বনাশ!"

ললিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"কেন, কি হয়েচে?"

হরি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "পুলিসের লোকরা আপনাকে ধরতে আস্‌চে।"

ললিত আরো বেশী আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"আমাকে ধর্‌তে আস্‌চে? কেন?"

—"সে অনেক কথা, সব বলবার সময় নেই! তবে এইটুকু শুনে রাখুন, আপনার বাড়ী তল্লাস ক'রে পুলিসের লোকরা বোমা, পিস্তল, টোটা—আরো কি-সব পেয়েচে। তারা এখন আখ্‌ড়ার দিকেই রওনা হয়েচে—আপনাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌চি।"

এতক্ষণে ললিত বুঝতে পার্‌লে, কাল রাত্রে ফটিক চোরের মতন কেন তার বাড়ীর ভিতরে ঢুকেছিল! নিশ্চয়ই এ তার কাজ! আর, তার পিছনে আছেন জয়দেব নিজে। এ-সব তাকে জব্দ করবার ফন্দি!

হরি ব্যগ্রভাবে বল্‌লে,—"এখনো সময় আছে—পালান বাবু, পালান!"

—"কোথায় পালাব?"

—"আপাতত গাঁয়ের আর কারুর বাড়ীতে লুকিয়ে থাকুন গে!"

—"কে আমাকে আশ্রয় দেবে?"

ললিতের সাকৃরেদ্‌রা সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"আমি দেব—আমি দেব!"

—"কিন্তু আমি তো দোষী নই, পালাব কেন?"

হরি বল্‌লে,—"সে-সব পরে ভাববেন। এখন তো পালান—আপনার পায়ে পড়ি, আর দেরি করবেন না।"

একজন একছুটে বাইরেটা দেখে এসে বল্‌লে,—"পুলিশের লোকরা বড়-সড়ক ধরে আসচে।"

ললিতের মন ভীরুর মতন পালাতে রাজি হোলো না, সে স্থির ভাবে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

তার সাকৃরেদ্‌রা বল্‌লে, —"হয় আপনি পালান, নয় আমরা পুলিসের সঙ্গে মারামারি করব! যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব, তৎক্ষণ কেউ আপনার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।"

ললিত বল্‌লে,—"তাতে হিতে বিপরীত হবে।"

সে কথা কেউ কাণে তুল্‌লে না—সকলেই পুলিশকে বাধা দিবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াল।

ললিত তখন বাধ্য হয়ে বল্‌লে,—"বেশ, আমি পালাচ্চি। আমার জন্যে তোমরাও যে বিপদে পড়বে, এ আমি কখনই হ'তে দেব না।"

আখ্‌ড়ার পিছনের একটা দরজা দিয়ে ললিত তখনি বেরিয়ে গেল।

ছয়

"জননী বিদায়! বিদায় জননী!
প্রণতি তোমার পায়!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পুকুরের একপাড়ে একটা বাঁশ-ঝাড় হেলে প'ড়ে, নিজের অন্ধকার ছায়ায় কালো জলকে আরো কালো ক'রে তুলেছে। সেই বাঁশ-ঝাড়ের লুকানো কোলের ভিতরে, বাহিরের দৃষ্টি থেকে আত্ম-গোপন ক'রে, স্তব্ধ-ভাবে ভাবনা-বিভোর হয়ে ব'সে আছে, আমাদের ললিত।

আজ সারা দিনটা এইখানে এম্‌নিভাবে ব'সে ব'সেই সে কাটিয়ে দিয়েছে। কেবল পুলিশের লোকেরা নয়, তার বন্ধুরাও তাকে অনেক খুঁজেছে,—কিন্তু কেউ তাকে আবিষ্কার কর্‌তে পারে-নি। ললিতও বেশ জান্‌ত যে, বন্ধুদের কাছে গেলে এখনি আশ্রয় মিল্‌বে,—কিন্তু তার মত একজন পলাতক আসামীকে আশ্রয় দিয়ে আর কেউ যে বিপদে পড়ে, এমন অন্যায় ইচ্ছা তার মনে একবারও উঁকি মারে নি। তাই সারাদিন স্নানাহারের

ভাবনা ভুলে জড়ের মতন এইখানেই সে চুপচাপ ব'সে আছে।

কিন্তু বন্ধুদের কথায় পালিয়ে এসে সে ভালো কাজ করে-নি, এ-কথাটা তার মনকে বার-বার অসুখী ক'রে তুল্‌ছিল। সে যে নির্দ্দোষ, ধরা দিলে এটা প্রমাণ করা হয়তো সহজ না হ'লেও সম্ভব হ'তে পার্‌ত, কিন্তু পলাতক হ'য়ে নিজের নামে আরোপিত দোষকে সে যেন নিজেই সত্য ব'লে প্রমাণ ক'রে দিলে।

অথচ, পালানো ছাড়া তখন তার অন্য কোন উপায়ও ছিল না। আখ্‌ড়ায় আর দুই-তিন মিনিট থাক্‌লেই তার সাকরেদ্‌দের সঙ্গে পুলিশের মারামারি লেগে যেত, তাতে কত লোক যে খুন-জখম হোতো, কে তা বল্‌তে পারে? তার চেয়ে মিথ্যা দোষে দোষী হওয়াও ভালো।

এখন কি করা উচিত? এ-রকম ক'রে লুকিয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না, একটা কিছু করতেই হবে।

তার সাম্‌নে এখনো দুটি পথ খোলা আছে,—হয় গ্রাম ছেড়ে পালানো, নয় থানায় গিয়ে ধরা দেওয়া।

প্রথম পথে গেলে তার ভবিষ্যতের আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে

নির্ব্বাসিত হয়ে চির-জীবন কোথায় কোন্ দেশে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে মরা, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থাকা, এমন ভয়ানক অবস্থা মনে ক'রেও ললিতের গা শিউরে উঠতে লাগ্‌ল। আর পালিয়েও হয়তো বেশী-দিন সে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি হয়তো একদিন তাকে কোন্ সুযোগে হঠাৎ ধ'রে ফেল্‌বেই—তখন কি হবে? তখন নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত করা যে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে, সেটা একেবারে নিশ্চিত।

তার চেয়ে এখনো ধরা দিলে অল্পে-অল্পেই ফাঁড়া কেটে যেতে পারে। এখনো ধরা দিলে বলা চল্‌বে যে, অনর্থক রক্তপাত নিবারণের জন্যেই কিছুক্ষণ সে আত্ম-গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এখনো নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রে বিচারে খালাস পাবার কতক সম্ভাবনা আছে।

অনেক ভেবে ললিত ঠিক করলে, সে ধরাই দেবে। কিন্তু মায়ের কাতর মুখ মনে ক'রে তারা কান্না পেতে লাগ্‌ল। ছেলের বিপদে না-জানি মা এখন কত দুঃখেই আছেন। কাল একাদশী গেছে, আজও নিশ্চয়ই অনাহারে তাঁর দিন কেটেছে! এতক্ষণে চোখের জলে

নিশ্চয়ই তাঁর বুকের কাপড় ভিজে সঁ্যাৎসেতে হয়ে উঠেছে!

ললিত বুঝ্লে, ধরা দেওয়ার আগে মাকে একবার দেখা দিয়ে যাওয়াই উচিত। সকল কথা বুঝিয়ে বল্লে তিনি হয়তো কতকটা সান্ত্বনা পাবেন।

মন স্থির ক'রে সে উঠে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে শুক্নো পাতার উপরে একটা দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। ললিতের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্ল—সচমকে সে চেয়ে দেখ্লে, বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে ঘনীভূত অন্ধকারের মত কি-একটা জীব তাড়ৎ-গতিতে বেরিয়ে গেল,—বোধ হয় শৃগাল!

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ললিত নিজের মনে মনেই বল্লে—'এখন' ধরা না দিলে এম্নি ভয়ে ভয়ে নিজের ছায়াকেও পর ভেবে, দিনের পর দিন কাটাতে হবে। তার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ঢের বেশী সুখের!···না, না, আর দেরি নয়, মাকে একবার দেখা দিয়েই একছুটে আমি থানায় গিয়ে হাজির হব!"

হেঁট হয়ে বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর থেকে সে বেরিয়ে এল। সেদিন চাঁদ উঠবে না। অন্ধকারে গাছের পাতার মর্ম্মরানি শুনে ললিতের মনে হ'তে লাগল, শীতের

কন্‌কনে ছোঁয়া লেগে কাতর রাতের কালো বুক থেকে যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ ফুটে বেরুচ্ছে !

কোনদিকে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া জনপ্রাণীর সাড়া নেই। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ললিত তাড়াতাড়ি পথ চল্‌তে লাগল।

খানিক পরেই সে বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। অন্য দিন দূর থেকেই সে বাড়ীর জান্‌লায় জান্‌লায় আলো দেখতে পেত—সে আলো যেন প্রিয়জনের মতন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাত—কিন্তু আজ সব অন্ধকার ! আজ যে কেন তার বাড়ীতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নি, সে কথা বুঝতে ললিতের বিলম্ব হোলো না। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে, একটি মাতৃহৃদয়ের ব্যথার অশ্রুতে এই নিবিড় তিমির সকলের অগোচরে ভিজে উঠেছে !

সে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে। তার আর বাড়ীর মাঝখানকার ব্যবধান যখন হাত-পনেরোর বেশী নয়,—তখন আচম্বিতে পাশের আম-বাগান থেকে একটা চোরা-লণ্ঠনের আলোক-রেখা ফুটে উঠল,—তার পরেই সেটা একেবার তার মুখের উপরে এসে পড়ল !

ললিতের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা আগুনের প্রবাহ

রয়ে গেল, সে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারলে না।... ...

হঠাৎ অনেকগুলো হাত এসে ললিতকে যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেল্‌লে, তখন সে বুঝতে পারলে, এরা তাকে ধরবার জন্যেই এখানে এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল!

ললিত শত্রুদের হাত ছাড়াবার জন্যে কোন রকম চেষ্টা করলে না, স্থির স্বরে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করলে, "কে তোমরা?"

—"তোমার স্যাঙাত!"—এই ব'লেই একজন লোক একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে ফেল্‌লে।

ললিত দেখলে চারজন দারোয়ান তাকে ধ'রে আছে, আর তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন ধ'রে আছে, ফটিকচাঁদ!

ললিত একটু হেসে বল্‌লে, "কে, ফটিকবাবু? আজও আপনি আবার আমাকে খুঁজতে এসেছেন?"

ফটিকও একগাল হেসে বল্‌লে, "তা এসেছি বৈকি! তোমার বিরহে এতক্ষণ আমরা ত্রিভুবন যে শূন্য দেখ্‌ছিলুম!"

ললিত বল্‌লে, "শুনে সুখী হলুম। কিন্তু এই শীতের

রাতে আপনাদের এতটা কষ্ট করবার কোনই দরকার ছিল না,—আমি নিজেই ধরা দিতে আস্‌ছিলুম।"

ফটিক অট্টহাস্য ক'রে বল্‌লে, "সোনার চাঁদ রে আমার! ধরা দিতে আস্‌ছিলে বুঝি নিজের বাড়ীর দিকেই?"

ললিত বল্‌লে, "ফটিকবাবু, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক কবতে চাই না। কিন্তু আপনি আমাকে নিয়ে কি করতে চান, সেটা খুলে বলুন দেখি!"

—"তোমাকে পুলিসে দেব।"

—"বেশ, কিন্তু একবার আমাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিন।"

—"হুঁ, গাতে ছোট হ'লেও বুদ্ধিতে তুমি ছোট নও দেখছি! তোমাকে দেখে সে মাগী চীৎকার জুড়ে দিক্, আর তাই শুনে তোমার চ্যালা-চামুণ্ডারা এসে গোলমাল বাধাক্—কেমন, তুমি এই চাও তো?"

—"ফটিকবাবু, আপনার কাছে বলাই বাহুল্য যে, আমি নির্দ্দোষী। কাল রাতে আমার বৈঠকখানায় লুকিয়ে ঢুকে কে যে বোমা, রিভলভার আর টোটা রেখে গিয়েছিল, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু সে কথা নিয়েও আমি আজ আপনাকে

লজ্জা দিতে চাই না। আমি অনেক অপমান, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আপনি আমার কত-বড় বন্ধু, তাও আমি জানি, কিন্তু তবু আপনার কাছেই আমি মিনতি জানাচ্ছি, একবার আমার মাকে দেখতে দিন —ঈশ্বরের নাম নিয়ে বল্‌চি, আমি পালাবার চেষ্টা করব না!"

ফটিক বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "পাঁড়ে, চোবে, তোরা সব সঙের মত দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন—চ', ব্যাটাকে টেনে নিয়ে চ'!"

ললিতের দুই চক্ষে আগুনের শিখা ফুটে উঠল। দৃঢ়স্বরে সে বল্‌লে, "মায়ের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি যাব না,—কিছুতেই যাব না!"

ফটিক কর্কশ স্বরে বল্‌লে, "তোর বিদায় নেওয়ার নিকুচি করেচে। চল্ বল্‌চি থানায়!"

দরোয়ানরা ললিতকে ধ'রে এক ধাক্কা মারলে, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই ললিত হঠাৎ এক পাক সবেগে ঘুরে গিয়ে দরোয়ানদের কবল থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ক'রে নিলে!

পাঁড়ে তাড়াতাড়ি আবার তাকে ধরতে গেল, কিন্তু ললিতের অব্যর্থ ঘুসি তীরের মত বেগে তার চিবুকের

উপরে গিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়ে-জী একেবারে ছয়হাত জমি মেপে মাটির উপরে লম্বা হলেন, আর একজন দরোয়ানও মুষ্টিযুদ্ধের "Cross-buttock" নামে বিখ্যাত প্যাঁচের মহিমায় শূন্যে এক চমৎকার ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে প'ড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল।

মিনিটখানেক পরে বাকি তুইজন দরোয়ানও ধরাশায়ী হোলো দেখে, ফটিক্‌ও চট্‌পট্‌ পালাতে গেল। কিন্তু ললিত এক লাফে তার সাম্‌নে গিয়ে পড়্‌ল।

ফটিক তুইহাত জোড় ক'রে আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"আমাকে খুন কোরো না, আমাকে খুন কোরো না!"

ললিত ঘৃণাভরে বল্‌লে, "অমানুষ, জানোয়ার কোথাকার। কেন, আমি তো এখন পালাচ্চি না, তবে তুই পালাচ্চিস্‌ কেন?"

ফটিক একেবারে কেঁদে ফেলে বল্‌লে, "আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি এমন কাজ করব না!"

ললিত এক ঝাঁকানি মেরে ফটিকের সর্ব্বাঙ্গ নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "যাও, থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এস-গে যাও! আমি পালাব না,—বাড়ীর ভেতরেই আছি, যখন খুসি এসে ধ'রে নিয়ে যেও।"

সাত

"ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
কোন অতিথি, ফিরিয়ে দেবনারে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সেলায়ের কলের সামনে একখানি চেয়ারে ব'সে মাধবী জামা তৈরি করছিল।

জয়দেব তার কাছ থেকে প্রজাদের আসল অবস্থা সাবধানে গোপন ক'রে রাখ্তেন। মাধবী ক্রমে ক্রমে এ সত্যটা বুঝতে পারছিল। কারণ মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে গিয়ে সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তার প্রজাদের অবস্থা বড় ভালো নয়।—এই হাড়-ভাঙা শীতেও সে গরিব প্রজাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে পথে-ঘাটে ল্যাংটো হয়ে বেড়াতে দেখেছে এবং সে দৃশ্য তার মনকে উতলা ক'রে তুলেছে।

তারপর থেকে ছুটি পেলেই মাধবী নিজের হাতে ছোট ছোট জামা ও ইজের সেলাই কর্তে বস্ত। বেড়াতে বেরিয়ে পথে নগ্ন শিশু দেখ্লেই এই জামা ইজের-গুলি সে নিজের হাতে তাদের পরিয়ে দিয়ে আস্ত।

কেনা পোষাক বিলিয়ে তার মন ততটা খুসি হোতো না, —তাই সে নিজের হাতেই পোষাক তৈরি করত।

বলা বাহুল্য, তার এই দানকে জয়দেব বাজে খরচ ব'লেই মনে করতেন। তিনি বল্‌তেন, "মাধবী, যাদের ছেলে-মেয়ে তারাই যখন দেখ্‌চেনা, তখন ওদের জন্যে তোমার অত মাথা-ব্যথা কেন?"

মাধবী বল্‌ত, "আহা, ওদের বাপ-মা নিশ্চয়ই গরিব, নইলে ছেলে-মেয়ের অমন হাল দেখেও হাত গুটিয়ে থাকে?"

জয়দেব বল্‌তেন, "তুমি বোঝোনা মাধবী, জমিদারকে খাজ্‌না ফাঁকি দেবার ফিকিরেই ওরা বাইরে গরিব সেজে থাকে।"

মাধবী একটু বিরক্ত স্বরে বল্‌ত, "জয়দেব-বাবু, আপনাব চোখের ওপরে বোধ হয় মিথ্যার প্রলেপ প'ড়ে গেছে, সারা দুনিয়াটাকেই তাই আপনি ভুল দেখ্‌তে সুরু করেচেন। মানুষকে এতটা নীচু ভাবেন কেন? আপনার তুচ্ছ খাজ্‌না ফাঁকি দেবার জন্যে বাপ-মা নিজের ছেলে-মেয়ের ওপরে এমন অত্যাচার করবে? ছিঃ!"

"মাধবী, তুমি এদের চেন না, তাই এ-কথা বল্‌চ!"

"না জয়দেব-বাবু, আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তাদের ঘর-বাড়ী পড়ো-পড়ো, গোয়ালের গরুগুলো হাড়-জির-জিরে, তাদের নিজেদের চেহারাও রোগে আর অনাহারে মড়ার মত ; পরনের কাপড়-চোপড়ও ছেঁড়া-খোড়া ন্যাকড়ার মত। তারা গরিব—বড়ই গরিব !"

জয়দেব শেষটা আর বাক্যব্যয় না ক'রে চ'লে যেতেন। তিনি জান্‌তেন, প্রজাদের দুঃখে জমিদারের মনে সহানুভূতি জন্মালে জমিদারী চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। মাধবী আজ জামা-ইজের দান করছে, কাল খাজ্‌না মাফ করবে, পরশু জলাভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করবে বা পথ-ঘাট তৈরি ক'রে দেবে! জয়দেব বুঝলেন, স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতায় সুযোগ পেয়ে কুসুমপুরের জমিদারীতে শীঘ্রই দুষ্ট শনি মহা-সমারোহে প্রবেশ করবে !··· ···

সেদিন জামা-সেলাই শেষ ক'রে মাধবী খানিকক্ষণ ব'সে ব'সে একখানি বই পড়্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ দ্রুত পদধ্বনি শুনে মাধবী বই থেকে মুখ তুল্‌লে। দাসী হরিদাসী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "ওগো দিদিবাবু, সেই ডাকাতটা ধরা পড়েচে !"

মাধবী বল্‌লে, "ডাকাত আবার কোত্থেকে এল ?"

—"সেই যে গো, তার নাম ললিত না কি, যার বাড়ীতে বন্দুক পাওয়া গেচে।"

—"কি ক'রে ধরা পড়ল ?"

—"ধরা কি আর সহজে পড়েচে বাছা ? আমাদের ফটিক বাবু আগে চারজন দরোয়ান নিয়ে তাকে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ ছাতুখোর খোট্টাগুলো ললিতে-ডাকাতের সঙ্গে পারবে কেন ? সে একাই একশো, মারের চোটে তাদের কাল ঘাম ছুটিয়ে দিয়েচে গো, কাল ঘাম ছুটিয়ে দিয়েচে! পাঁড়েজীর তিন-তিনটে দাঁত ভেঙে গেচে, চোবের এখনো জ্ঞান হয়-নি। ফটিক বাবু ছুটতে ছুট্‌তে বাড়ীতে এসে খবর দিতে, বড়বাবু একরাজ্যি লোক-লস্কর নিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে ললিতে-ডাকাতকে ধ'রে এনেচেন!"

—"ললিত এখন কোথায় ?"

—"কাছারি-বাড়ীতে। এখনি তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।"

এই ললিতের বাহুবল ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথাই অতিরঞ্জিত হয়ে মাধবীর কাণে এসে ঢুকেছিল, অবশ্য সে-সব কাহিনী শুন্‌লে ললিতকে একটি আস্ত

শয়তান ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, তবু তাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে মাধবীর মনে অত্যন্ত কৌতূহল হোলো। সে তখনি বই মুড়ে উঠে, একখানা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাছারী-বাড়ীতে তখন বিষম গোলমাল হচ্ছে, চারিদিকে লোকজন ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। মাধবী দেখলে, রোয়াকের উপরে চোবের বিশাল দেহ সত্য সত্যই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে, সকলে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তার একটু তফাতে ব'সেই পাঁড়ে তার তিনটি ভগ্ন-দন্তের শোকে হাহাকার করছে। যে একলাই চার-পাঁচজন লোককে এত সহজে কাবু করতে পারে, না-জানি তার চেহারা কেমন, এই কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী বড় হল-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সেখানেও লোকের খুব ভিড়। মাধবী প্রথমেই শুনলে, ভিড়ের ভিতর থেকে কে-একজন তীব্র স্বরে বলছে, "জয়দেববাবু, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে আপনার পাপের শাস্তিও আছে। আপনি কোন্ মুখে আমাকে পাপী ব'লে চোখ রাঙাচ্ছেন? আমি কি জানিনা, আমাকে গ্রাম থেকে তাড়াবার জন্যে,আপনারই পরামর্শে

ঐ ফটিক লুকিয়ে আমার বাড়ীতে বোমা আর রিভলভার রেখে এসেছিল? আমার একমাত্র দোষ, নিম্নজাতিকে আমি মানুষ ব'লে মনে করি। এই দোষেই আপনারা আমাকে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে ডাকাত ব'লে খাড়া করতে চান,—নইলে যে আপনাদের স্বার্থে বাধা পড়ে। ছি, ছি,—ধিক্! আপনি কিনা নিজেকে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিতে চ ন? এই কি ব্রাহ্মণত্বের নমুনা? ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি,—আমি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাই-নি।"

মাধবী অবাক হয়ে ভাবতে লাগ্‌ল,এ তো অপরাধীর মত কথা নয়।

এমন সময় জয়দেবের গলা শোনা গেল। তিনি বল্‌লেন, "চুপ কর্! এখনি জুতো মেরে মুখ ভেঙে দেব জানিস্!"

মাধবী পিছন থেকে বল্‌লে, "আপনারা সাম্‌নে থেকে একটু স'রে দাঁড়ান, আমি ভেতরে যাব।"

এতক্ষণ কেউ তাকে দেখ্‌তে পায়নি, এখন তাকে দেখেই সকলে তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে দু-পাশে স'রে দাঁড়াল।

মাধবী দেখলে, ঘরের এককোণে একটি সুগঠন,

গৌরবর্ণ যুবকের দেহ মেঝের উপর প'ড়ে আছে, তার হাত-পা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। দু-পাশে দুজন দরোয়ান বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জয়দেব বল্‌লেন, "একি মাধবী, তুমি এখানে কেন?"

—"আপনারা কাকে ধরেচেন তাই দেখতে এসেচি" —ব'লে বন্দীর মুখখানা ভালো ক'রে দেখবার জন্যে মাধবী সাম্‌নের দিকে এগিয়ে গেল।

জয়দেব বল্‌লেন, "মাধবী, ও বদমাইস লোকটার বেশী কাছে যেও না,—ওকে বিশ্বাস নেই!...ওকি, ওকি, কি হোলো তোমার?" বল্‌তে বল্‌তে জয়দেব তাড়াতাড়ি মাধবীকে ধ'রে ফেল্‌লেন!

বন্দীর মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়েই মাধবীর মাথাটা ঘুরে গেল,—জয়দেব তাকে না ধরলে সে নিশ্চয়ই ট'লে প'ড়ে যেত!

ললিতের মুখও যেন কেমনধারা হয়ে গেল! বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাধবীর দিকে চেয়ে সে ব'লে উঠ্‌ল—"আপনি?... ...এখানে?... ...আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?"

প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে মাধবী জয়দেবের দিকে ফিরে বল্‌লে, "এ আপনি কাকে ধরেচেন?"

জয়দেব কিছুই না বুঝতে পেরে বললেন, "কেন, ললিতকে!"

—"কিছু ভ্রম হয়-নি তো?"

—"ভ্রম! ভ্রম আবার কিসের? ও আমাদের প্রজা, ওকে আমি চিনি না?"

—"এখনি ওঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিন!"

জয়দেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়ে প্রায়-বদ্ধ স্বরে বললেন, "মাধবী, তুমি বল কি—ওকে—"

বাধা দিয়ে অধীর ভাবে মাটিতে পদাঘাত ক'রে মাধবী ব'লে উঠ্ল, "কোন কথা নয়! আমার হুকুম—এখনি ললিতবাবুর বাঁধন খুলে দিন!... ...কী! এখনো সবাই হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে? আচ্ছা, আমিই তবে খুলে দিচ্চি!" এই ব'লে মাধবী তখনি ললিতের দেহের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়্ল।

আট

"মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন"

—রবীন্দ্রনাথ

সিম্‌লার একটি সরু গলির ভিতরে ছিল, ললিতদের কল্‌কাতার বাসাবাড়ী। একদিন কলেজ থেকে সে বাড়ী ফিরছে।

নিজেদের বাসার গলির ভিতরে ঢুকেই সে দেখলে, তার আগে আগে একটি মহিলা যাচ্ছেন। মহিলাটির সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় ছিলনা বটে, তবু সে তাঁকে ভালোরকমেই চিন্‌ত। এই গলিটিরই অপর প্রান্তে বড় রাস্তার উপরেই তাঁদের বাড়ী। পথ দিয়ে আসতে-যেতে ললিত অনেক বারই তাঁকে দেখেছে। তাঁদের বাড়ী থেকে রোজ সন্ধ্যার সময়ে মেয়ে-গলায় মিষ্ট গান শোনা যেত। ললিত অনুমানে বুঝত, সেই মহিলাটিই গান গাইছেন। অনেক দিন লোভ সাম্‌লাতে না-পেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে সঙ্গীত-সুধা পান করত।... ...

হঠাৎ গলির অন্য প্রান্তে একটা আর্ত্তনাদ উঠ্‌ল, ললিত চম্‌কে মুখ তুলে দেখ্‌লে, খানিক তফাতে একটা ষাঁড়, একটি লোককে মাটিতে ফেলে শিং নেড়ে তিন চার বার গুঁতিয়ে দিলে, তারপর একটা বিকট চীৎকার ক'রে ছুটে আস্‌তে লাগল।

…… ললিতের সাম্‌নেই সেই মহিলাটি! তিনিও ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লেন!… …

ললিত এখন কি করবে? ভাব্‌বার সময় নেই! আর এক পলক পরেই ষাঁড়টা মহিলাটির উপরে এসে পড়বে।

ললিত একলাফে মহিলাটিকে পেরিয়ে ষাঁড়ের সাম্‌নে গিয়ে পড়ল! তারপর বিদ্যুতের মতন ক্ষিপ্রগতিতে দুইহাতে প্রাণপণে তার দুই শিং চেপে ধর্‌লে।

ষাঁড়টা যত মাথা তোলবার চেষ্টা করে, ললিত তার মাথাটাকে মাটির দিকে ততই চেপে রাখতে লাগ্‌ল!

গলি একেবারে লোকে-লোকারণ্য! সকলে শ্বাসরোধ ক'রে ষাঁড়ে-মানুষের এই অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল! এতগুলো লোকের

ভিতরে কারুর কিন্তু এমন ভরসা হোলো না, যে, দু'পা এগিয়ে এসে ললিতকে সাহায্য করে!

ললিত বেশ বুঝ্‌লে, ষাঁড়ের শিং ছাড়লে সে নিজেও এখন বাঁচ্‌বে না। দুই হাতে শিং ধ'রে ষাঁড়ের মাথা চেপে সমান ভাবেই সে দাঁড়িয়ে রইল,—তার মুখখানা রাঙা-টক্‌টকে হয়ে উঠল,—দেহও এমন ফুলে উঠল যে, জামার বোতামগুলো পট্‌ পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে গেল!

ষাঁড়টা গর্জ্জন ক'রে এক-একবার মাথা-ঝাঁকানি দেয়, আর ললিতের মনে হয়, তার হাতের মাংসপেশী-গুলো যেন ছিঁড়ে কুচিকুচি হয়ে যাচ্ছে! সে বুঝ্‌লে এমন ক'রে আর বেশীক্ষণ চলবে না—তার প্রবল শক্তিও ধীরে ধীরে কমে আসছে!

ললিত যাতনায় মুখ বিকৃত ক'রে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "তোমরা সবাই এসে ষাঁড়টাকে ধর!"

জনপ্রাণীও এগিয়ে এলনা—সকলে পাথরের মতন অচল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল!

ষাঁড়টা আবার এক বিষম ঝট্‌কান মেরে মাথাটা উপরে তুল্‌লে—সকলেই বুঝ্‌লে, ললিতের আর রক্ষা নেই!

ললিত দেখ্‌লে, ষাঁড়ের দুই চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটে বেরুচ্ছে,—তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়ে গেল! শরীরের সমস্ত শক্তি এক ক'রে ষাঁড়ের শিং ধ'রে আবার সে এক হ্যাঁচ্‌কা মার্‌লে—ষাঁড়ের মাথাটা আবার মাটির উপরে এসে পড়্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে তার বৃহৎ দেহটাও পথের উপরে সটান লম্বা হয়ে গেল! তারপরেই সে অত্যন্ত একটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—সকলে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে, ষাঁড়ের দুটো শিঙের গোড়া থেকেই ঝলকে ঝলকে রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে তার মুণ্ডটাকে রক্তাক্ত ক'রে তুল্‌লে!

কিন্তু ললিতও আর দাঁড়াতে পারলে না, দুই চোখ মুদে সেও ষাঁড়ের শিং ছেড়ে দিয়ে ধপাস্‌ ক'রে মাটির উপরে এলিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

রক্তাক্ত মাথা নিয়ে ষাঁড়টা আবার দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—গলির ভিতরে জড়ো হয়ে যারা এতক্ষণ মজা দেখছিল, তারা কলরব করতে করতে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ষাঁড়টা কিন্তু ললিতের দিকে আর ফিরেও দেখ্‌লে না—যে পথে এসেছিল সেইদিকেই আবার এক লম্বা

দৌড় মার্‌লে—তার লড়ায়ের সাধ একেবারে মিটে গিয়েছিল।

সেই মহিলাটি এতক্ষণ পাশের একটা বাড়ীর উঁচু রোয়াকের উপরে উঠে, হতভম্বের মত আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন।

এখন তিনি নেমে আস্তে আস্তে ললিতের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কোমল, মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে ?"

ললিত হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ তুলে বল্‌লে, "কষ্ট হচ্চে বৈকি, আমার আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।"

—"আসুন, আমার বাড়ী খুব কাছে, আপনাকে সেখানে ধ'রে নিয়ে যাই, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন চলুন।"

—"আপনার দয়াকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমার জন্যে আপনি ভাববেন না—আমারও বাসা এই গলির ভেতরেই !"

মহিলাটি কৃতজ্ঞ স্বরে বল্‌লেন, "আপনি না থাক্‌লে আমার দশা আজ কি হোতো !"

ললিত দুই হাতে দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "যা হয়-নি, তার জন্যে ভেবে মিছে মন-খারাপ করচেন কেন ?"

—"আমার জন্যে আর একটু হ'লেই যে আপনার প্রাণ যেতে বসেছিল !"

ততক্ষণে রাস্তার লোকগুলো আবার সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। ললিত তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চৈস্বরে মহিলাটিকে বল্‌লে, "এই কাপুরুষগুলো এবার দেখ্‌তে এসেচে, ষাঁড়টা আমাকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলেচে কি না! এই হচ্চে আমাদের বাঙালী জাতের খাঁটি নমুনা! এই জাতই আবার স্বাধীনতা আর স্বরাজ চায়,—হায়রে কপাল !"

ভিড়ের ভিতর থেকে কে-একজন টিট্‌কিরি দিয়ে ব'লে উঠল, "বাবা, ষাঁড়টাকে আমরা ধরলে তোমার রোম্যান্সের হিরোইনটিকে আজ কি আর পেতে? আমাদের ওপরে ঝাল ঝেড়োনা চাঁদ, বরং আমাদের ধন্যবাদ দাও।"

ললিত ঘৃণাভরে বললে, "এই অভদ্রগুলোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে যত-সব ছাই কথা শুনে কোন লাভ নেই,—আপনি বাড়ী যান !"

মহিলাটি বল্‌লেন, "এই গলির কত নম্বরের বাড়ীতে আপনি থাকেন ?"

ললিত চ'লে যেতে যেতে বল্‌লে,—"পনেরো।"

চারিদিকের গা-টেপাটেপি ও ফুস্‌-ফুস্‌ গুজ্‌-গুজ্‌ কথার ভিতর দিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে মহিলাটি চ'লে গেলেন—কপোল দুটির উপরে লজ্জার গাঢ় রং নিয়ে।… …

ললিত কুসুমপুরে আস্‌বার মাস-কতক আগে এই ঘটনাটি ঘটে।

তারপর মহিলাটির সঙ্গে ললিতের কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁর বাড়ীর লোকেরাও ললিতের শক্তি ও সাহসিকতার কাহিনী শুনে তাকে বীরের মতন অভ্যর্থনা করেছেন। তাঁদের বাড়ীতে ললিতের একদিন নিমন্ত্রণও হোলো—সেদিন রাত্রে ললিত কেবল উদর পরিতৃপ্ত করলে না—সেই সঙ্গে গীতরসধারায় তার শ্রবণ-মনও অতৃপ্ত রইল না।

কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার আগেই মাকে নিয়ে ললিত কুসুমপুরে চ'লে আসে।

সেই মহিলাই যে কুসুমপুরের জমিদার কন্যা মাধবী, সে-কথা ললিত জান্‌তে পারে-নি।

নয়

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

—রবীন্দ্রনাথ

চকিতের মধ্যে ললিতের মনের পটে কে যেন বিদ্যুতের তুলিকায় সেই ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্রখানি এঁকে দিলে।

মাধবী যখন ললিতের হাতের আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলে, সে তখন ধীরে ধীরে উঠে চুপ ক'রে বসে রইল।

মাধবী অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে, "ললিত-বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি যে আপনাকেই এখানে দেখ্‌ব, ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহ করি-নি।"

ললিত গম্ভীর স্বরে বললে, "আপনি আমাকে চিন্‌তে পারলেন ব'লেই দয়া ক'রে আমার বাঁধন খুলে দিলেন—এ জন্যে কিন্তু আমার কোন আনন্দই হচ্চে না। আমাকে ক্ষমা করুন,—এ মুক্তি আমি চাই না!"

মাধবী বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "কেন ললিতবাবু, আপনি এ-কথা বল্‌চেন কেন?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ললিত ব'লে উঠল, "আপনাদের অত্যাচারে আমার মতন কত ললিত এই দেশে কষ্ট পাচ্চে, কে তাদের দুঃখে সমবেদনা দ্যাখায়? তাদের আপনি চেনেন না, তাদের যন্ত্রণাও তাই অনন্ত! একলা আমাকে মুক্তি দিলে আপনাদের পাপ কিছুমাত্র কম্‌বে না—আমার এ মুক্তি তুচ্ছ—তুচ্ছ, আমার হাতের দড়ী আবার হাতে বেঁধে দিন;—"এই ব'লে ললিত তার হাত-দুখানা মাধবীর দিকে এগিয়ে দিলে।

মাধবী বল্‌লে, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না!"

ললিত বল্‌লে, "বুঝতে পারচেন না? আশ্চর্য্য!"

—"না ললিতবাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন! আমি এখানকার কিছুই জানিনা। জমিদারী আমার

বটে, কিন্তু আমি নতুন এখানে এসেচি। আমার কর্ম্মচারীরা আমাকে যেটুকু বলেন, আমি কেবল ততটুকুই জানি।"

—"বুঝেচি। কিন্তু তা বল্‌লে তো চল্‌বে না,—আপনার নাম নিয়েই যখন অত্যাচার চল্‌চে, তখন এর জন্যে দায়ী হতে হবে তো আপনাকেই। কি দোষ করেচি আমরা?—আমরা মানুষ-জন্ম পেয়ে মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে চাই, নর-সমাজে আর সকলকার মতই স্বাধীন হ'তে চাই, পায়ের ধুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে চাই,—কিন্তু মনুষ্যত্বের এ অধিকার থেকে কোন্ অধিকারে আপনারা আমাদের বঞ্চিত করবেন? নীচজাতি—নীচজাতি! কেন, নীচজাতি কি মানুষ নয়? তাদের গায়ের রক্ত কি বামুন-কায়েতের গায়ের রক্তের চেয়ে কম রাঙা? তাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর কি বামুনের ঈশ্বরের চেয়ে ছোট? বলুন আপনি,—নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন!"

মাধবী ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, "ললিতবাবু, এ-কথা আমাকে ব'লে তো কোন লাভ নেই—এ ভেদ তো আমি সৃষ্টি করি-নি!"

ললিত বল্লে, "না, তা করেন নি। কিন্তু আপনারা মাঝে এসে মধ্যস্থতা করেন কেন?"

—"না, এখনো আমি তা করি নি। আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, তাতে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন ভগবান, কিন্তু জাত সৃষ্টি করেছে মানুষ নিজে।"

—"হ্যাঁ, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। খালি কি তাই? যে হতভাগ্য সেই স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তার মনকে দমাবার জন্যে কত চক্রান্ত, কত পাপের আয়োজন! যুক্তি দিয়ে কেউ আমাকে হারাতে পারলে না,—আমাকে হারাবার জন্যে আপনারা আমার বাড়ীতে বোমা, টোটা, রিভলভার ফেলে এসেছেন! আমরা কিন্তু আর হার মানব না! যুগের পর যুগ ধ'রে আপনাদের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে আমরা হার মেনে এসেছি—কিন্তু আর আমরা স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করব না! আপনারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারেন—কিন্তু দেশে আজ আমার মত লক্ষ লক্ষ ললিত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আমি স'রে গেলে তারা এসে উচ্চের কাল্পনিক উচ্চতাগর্ব্ব দুদিনেই ভূমিসাৎ ক'রে দেবে!"

মাধবী বললে, "ললিতবাবু, কে আপনাকে জেলে পাঠাবে? আপনার বিরুদ্ধে যে একটা কুৎসিত চক্রান্ত হয়েচে, আমি তা বেশ বুঝতে পারচি। এ ব্যাপারে যে দোষী, আমি তাকে শাস্তি দেব। এখন আপনি স্বাধীন—অনায়াসে বাড়ী ফিরে যেতে পারেন!"

জয়দেব এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ললিত ও মাধবীর কথাবার্ত্তা শুনছিলেন, এখন তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "মাধবী, ললিত দোষী কি নির্দ্দোষী, যতক্ষণ না সেটা প্রমাণ হয়, ততক্ষণ তুমি তো ওকে ছেড়ে দিতে পার না!"

মাধবী হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তীব্র স্বরে বললে, "কেন?"

—"কারণ, এ মামলার ভার পুলিস এখন নিজে হাতে ক'রে নিয়েচে। এখন আমরা যদি ললিতকে ছেড়ে দিই, তবে সেজন্যে পুলিসের কাছে আমাদেরকেই জবাব-দিহি করতে হবে।"

মাধবী বিরক্তভাবে বললে, "কিন্তু এজন্যে আসলে দায়ী তো আপনিই!"

—"আমি!"

—"হ্যাঁ,—আপনার পরামর্শেই যে এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েচে, আমি তা বেশ বুঝতে পারচি।"

জয়দেব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন,"তোমার এ 'বুঝতে পারা'র কোন মূল্য নেই মাধবী। ললিত যে সত্যিই দোষী নয়, তার কোন প্রমাণ না পেয়েই আমাকে দোষ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।"

—"আমি ললিতবাবুকে আপনার চেয়ে ঢের বেশী চিনি। আমি দিনকে রাত বলতে রাজি আছি, তবু ললিতবাবু যে ডাকাত, এ কথা মানতে প্রস্তুত নই।"

—"তোমার বিশ্বাসেই তো ললিত নির্দ্দোষ ব'লে ছাড়ান পেতে পারে না। আর ললিতকে আমরা তো ধরিনি, আমরা পুলিসের আদেশ পালন করেচি মাত্র।"

—"তাহ'লে আপনি কি করতে চান?"

—"ললিতকে থানায় পাঠিয়ে দিতে চাই। তারপর সত্যিই যদি তার কোন দোষ না থাকে, তবে বিচারে সে নিশ্চয়ই খালাস পাবে।"

—"জয়দেববাবু, বিচারে সব সময়ে সত্যিই কি নির্দ্দোষীরা খালাস পেয়ে থাকে?"

—"দেখ মাধবী,ও-সব বাজে কথা নিয়ে এখন তর্কের

সময় নয়। তর্ক আমার সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু তর্কে পুলিস ভুলবে না। তুমি বালিকা, তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যদি তবু নিজের খেয়ালেই চলতে চাও, চল ;—তবে শেষটা যেন আমাকে দুষো না।”

কি যে করবে, মাধবী তা ঠিক করতে পারলে না ;—সে নীরবে মাথা নামিয়ে ভাবতে লাগ্‌ল।

ললিত বল্‌লে, “আমি আপনাকে বিপদে ফেলে মুক্ত হ'তে চাই না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি নিজে পুলিসের হাতে ধরা দেব।”

মাধবী বল্‌লে, “কিন্তু আপনাকে ধরিয়ে দিলে আমার যে মহাপাপ হবে!”

ললিত বল্‌লে, “আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন, অথচ পুলিসের গোয়েন্দা আমার পিছনে পিছনে ঘুরবে, তাদের ভয়ে আমাকে সর্ব্বদাই লুকিয়ে থাক্‌তে হবে, এ মুক্তির অর্থ তো আমি কিছুই বুঝচি না!···আপনার কাছ থেকে আমি বিদায় চাইচি··· ···জয়দেববাবু, আমি নিজেই থানায় যাব, না আপনার লোকেরা আমাকে নিয়ে যাবে?”

জয়দেব মহা-উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লেন, “আমার

লোকেরা প্রস্তুত আছে, আমি এখনি তাদের ডাক্‌চি ! হরি সিং, হরি সিং !"

মাধবী মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক ও নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

হরি সিং দরোয়ান তখনি "হুজুর" ব'লে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াল।

জয়দেব ললিতকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "এর হাত দুটো ভালো ক'রে বেঁধে ফেল তো !"

মাধবী ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "জয়দেববাবু, এ আপনার কি অন্যায় হুকুম ! কেন, হাত বাঁধবে কিসের জন্যে ?"

জয়দেব ঠোঁটের ডগায় অল্প-একটু চেষ্টার হাসি এনে বল্‌লেন, "মাধবী, যে কাজের যা দস্তুর !"

মাধবী আরো জ্বলে উঠে বল্‌লে, "আপনার দস্তুর আপনার নিজের কাছে রেখে দিন ! ললিতবাবু যখন নিজের খুসিতেই থানায় যেতে চাইচেন, তখন তাঁকে আবার এ-ভাবে অপমান করা কেন ? না, এ আমি কখনই হতে দেব না !"

জয়দেব বেগতিক বুঝে সুর ফিরিয়ে বল্‌লেন, "বেশ, বেশ, তুমি যখন আপত্তি করচ, তখন তোমার কথাই থাকুক। হরি সিং, তুমি আরো জন-কতক দরোয়ান নিয়ে বাবুকে থানায় রেখে এস।...ললিত, দেখ তোমাকে

আমরা কতটা বিশ্বাস করছি, এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা যদি নষ্ট কর, তাহলে তুমিই কিন্তু ঠক্‌বে!"

ললিত হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "ব্যাঙের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চোখে! আমাকে আপনি যে কতখানি বিশ্বাস করচেন, তা আমিও জানি, আপনিও মনে মনে জানেন! তবে মিছে এ ভণ্ডামি কেন?......যাক্, আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।" এই ব'লে মাধবীর দিকে ফিরে, দুই হাত তুলে তাকে প্রণাম ক'রে বললে, "আজ তবে আসি, আপনার দয়া জীবনে আমি ভুল্‌ব না। যদি খালাস পাই, তবে শীঘ্রই আবার দেখা হবে!"

মাধবী বিষণ্ণ মুখে ললিতকে নমস্কার ক'রে অস্ফুট স্বরে কি বললে, তার কিছুই বোঝা গেল না।

ব্রাহ্মণ জমিদারের মেয়ে মাধবী, সে কিনা একটা তুচ্ছ নমশূদ্র প্রজার প্রণাম ফিরিয়ে দিলে! অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জয়দেব কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনি আবার আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে, বুদ্ধিমানের মত মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন।

ললিত অগ্রসর হয়ে বল্‌লে, "আমি থানায় চল্‌লুম, কে যাবে আমার সঙ্গে এস!"

ঠিক সেই সময় ফটিক মড়ার মত সাদা মুখে ঘরের ভিতরে ছুটে এসে ব'লে উঠ্‌ল, "বড়বাবু, বিষম বিপদ!"

জয়দেব বল্‌লেন, "অ্যাঁ, বিপদ আবার কিসের?"

ফটিক ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে, "জমিদারির সমস্ত ছোট লোক প্রজা ক্ষেপে উঠেচে। তারা সবাই লাঠি-সড়কি নিয়ে দলে দলে কাছারি-বাড়ীর দিকে ছুটে আস্‌চে,—ললিতকে উদ্ধার করবার জন্যে!"

"বল কি! কত লোক আস্‌চে?"

"কাতারে কাতারে, গুণে ওঠা যায় না!"

বাহির থেকে বাস্তবিকই একটা মহা গোলোযোগ শোনা গেল।

জয়দেব চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, "হরি সিং, এখনি ফটক বন্ধ ক'রে দাও-গে! দরোয়ানরা সবাই বন্দুক লাঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি চারিদিক আগ্‌লে দাঁড়াক্! মাধবী, যাও যাও—শীগগির অন্দরে চ'লে যাও!"

দশ

"ভাঙন-মুখো ভেল্কী তাদের, কেবল কি ভাঙচুর!
বেরিয়ে গেছে মৃত্যু-নেশায় মত্ত মাতালে,—
ঘূর্ণি হাওয়ায় ছুটিয়ে ঘোড়া মর্ত্যে-পাতালে।
উজাড় ক'রে কুষ্ঠা-কুণোয় মগজ-ভরা ভাঁড়
(ওরে) বনমানুষের হাড়!"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাছারি-বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকটা ভালো ক'রে বন্ধ হ'তে না হ'তেই, একটা উচ্ছ্বসিত জন-তরঙ্গ এসে তার উপরে ভেঙে পড়্‌ল।

তার পরেই অসংখ্য কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল, "আমরা ললিত-বাবুকে চাই!"—"ভালোয় ভালোয় ফটক খোলো, নইলে ভেঙে ফেল্‌ব!"—"কোথায় ললিতবাবু, এনে দাও তাঁকে!"—ইত্যাদি!

জনতা ক্রমেই পুরু হয়ে উঠ্‌ল—অনেকের হাতেই বড় বড় মশাল জ্বল্‌ছিল, সেই আলোতে যতদূর চোখ চলে—খালি দেখা যাচ্ছে, আলোর উপরে কালো কালো ছায়া ফেলে লোকের পর লোক! অনেকের হাতেই মস্ত মস্ত বাঁশের লাঠি,—কারুর কারুর হাতে সড়্‌কি

আর তরোয়ালও অন্ধকারের আগুন-জিভের মতন জল্‌ জল্‌ ক'রে উঠছে! অনুমানে যতটুকু বোঝা যায়,—অন্তত সাতশো-আটশো লোক আজ কাছারি-বাড়ীর ফটকের সাম্‌নে এসে জড়ো হয়েছে!

জমিদার-বাড়ীতেও যত দরোয়ান আর চাকর ছিল, জয়দেবের হুকুমে সকলেই দেউড়ীর কাছে এসে হাজির হোলো। দরোয়ানরাও লাঠি তরোয়াল বা বন্দুক নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল।

গয়াচরণ দাস ছিল গ্রামবাসীদের অগ্রণী। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরাতে ও মাথায় একটা টক্‌টকে লাল পাগ্‌ড়ী জড়ানোতে তার মিশ্‌মিশে কালো বিপুল চেহারাকে দেখাচ্ছিল, অনেকটা যেন দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মত।

গয়াচরণ তার হাতের বাঁশের লাঠিটা মাটির উপরে ঠুকে, বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে বল্‌লে, "কৈ, এখনো যে বড় ফটক খুললে না!"

ফটকের ভিতরে, নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কটিক বল্লে, "কে হে বাপু তুমি?"

গয়াচরণ বল্‌লে, "ইস্‌, বাবু কি চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছ? আমাকে চিনতে পারছ না আজ? আমি

গয়াচরণ,—কালকেই যে আমার কাছ থেকে তুমি নেশার খরচ আদায় ক'রে এনেচ!"

ফটিক বল্‌লে, "এখানে কি করতে এসেচ শুনি!"

গয়াচরণ হো হো ক'রে হেসে বল্‌লে, "তোমার চাঁদমুখে চুম্‌কুড়ি দিতে আসি-নি,—বুঝ্‌লে বামুনের পো?"

ফটিক চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে, "দেখ, ও-সব ঠাট্টা-তামাসা রাখো, কি চাও পষ্টাপষ্টি ব'লে ফেল!"

—"ফটকটা একবার খুলে দিয়ে দেখনা, আমরা কি চাই?"

—"বুঝেচি, তোমরা ডাকাতি করতে এসেচ!"

—"হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! ডাকাতি করতেই এসেচি বটে! ওরে বাম্‌না, আমরা যদি ডাকাত হতুম, আজ তাহ'লে জমিদার-বাড়ীর এই ভিটেতে জোড়া জোড়া ঘুঘু চ'রে বেড়াত,—বুঝ্‌লি? আমরা ডাকাত, না তোরা ডাকাত? জন্ম-এস্তক তো দেখচি, তোরাই আমাদের বুকে বসে দাড়ি ওপ্‌ড়াচ্চিস, আমাদের ধরে আন্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনচিস্‌, আমাদের একবেলার মুখের গ্রাস, তাও কেড়ে খাচ্চিস। আমরা ছোটলোক তাই ডাকাত, আর তোরা ভদ্দরলোক, তাই সাধুর বাচ্চা, না?"

পিছন থেকে জন-কতক লোক উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল—"ফটক খোলো, ফটক খোলো!"

ফটিক বল্‌লে, "ভারি আব্দার যে! ফটক খুল্‌বে! কেন, ফটক খুল্‌ব কেন?"

—"আমরা ললিতবাবুকে নিয়ে যেতে এসেচি।"

—"যা, যা! ললিত এখানে নেই, থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে!"

—"মিথ্যে কথা! ললিতবাবুকে এইখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েচে, আমরা খুঁজে বার করব!"

—"ফটক-টটক খুলব না, তোদের যা কর্‌তে হয় কর্!"

—"ভাঙ্, ভাঙ্ তবে ফটক!"—বল্‌তে বল্‌তে সবাই হুঙ্কার দিয়ে ফটকের উপরে হুড়মুড় ক'রে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল! ধাক্কার পর ধাক্কায় ফটকের লোহার রেলিং গুলো ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌ল!

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মাধবী নীরবে, স্থিরভাবে এই দৃশ্য দেখছিল!

জয়দেব বল্‌লেন, "মাধবী, যাও—যাও, আর দেরি কোরোনা! এখনি যে ব্যাপার হবে, তা দেখলে তুমি হয়ত ভয়েই মারা যাবে! এখন এখানে স্ত্রীলোকের

থাকা উচিত নয়। ও জানোয়ারগুলোকে আমি এখনি চিট্ বানিয়ে দিচ্ছি।"

ললিত বল্‌লে, "কারুকে কিছু করতে হবে না, আমি বাইরে বেরিয়ে গেলেই ওরা শান্ত হবে।"—এই বলে ললিত তাড়াতাড়ি দরজার দিকে অগ্রসর হোলো।

মাধবী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—"আপনি কোথা যাবেন? ঐখানে দাঁড়ান!"

তার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ললিত থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাধবী বল্‌লে, "আপনি বন্দী। আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি না।"

ললিত আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "আমি তো পালাচ্চি না,—ওদের ঠাণ্ডা করে আমি নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দেব।"

মাধবী অবজ্ঞা ভরে বললে, "ওরা ঠাণ্ডা হবে কি গরম হবে, তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কোনই দরকার দেখি না!"

—"কিন্তু ওদের ঠাণ্ডা না করলে আপনার যে বিপদ হ'তে পারে।"

মাধবী ঘাড় বেঁকিয়ে তীক্ষ্নস্বরে বললে, "কতকগুলো

ডাকাতের ভয়ে কাবু হয়ে পড়্‌ব, এমন হীন বংশে আমার জন্ম হয় নি!"

ললিত ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, "ওরা ডাকাত নয়, ওরা আপনারই দীন-হীন প্রজা। ওরা মূর্খ, ভেবে কোন কাজ করতে পারে না, ক্ষণিক উত্তেজনাতেই অধীর হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার পরেই আবার পায়ের তলায় আপনারই ছায়ার মতন পড়ে থাক্‌বে, তখন হাজার লাথি মারলেও ওদের মুখে হয়ত রা ফুটবে না। মূর্খতার জন্যেই ওরা আজ মানুষ হয়েও মানুষের আসনে বঞ্চিত হয়ে আছে—ওরা দয়ার পাত্র!"

মাধবী ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লে, "ওরা দীনহীন, ওরা দয়ার পাত্র! হুঁ, অস্ত্র নিয়ে ওরা আমার দয়া ভিক্ষা করতেই এসেচে বটে! চমৎকার যুক্তি!"

ললিত বল্‌লে, "বল্‌লুম তো, ওরা মূর্খ,—ভেবে-চিন্তে কোন কাজ করতে পারে না!"

—"হ্যাঁ, ওরা মূর্খ তো বটেই, তার ওপরে ওরা সত্যিই ডাকাত!"

—"ডাকাত! প্রজাশক্তি যে কুম্ভকর্ণের মত,—সে জাগ্‌লে যে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা,—সে কথা আমি জানি। কিন্তু আজ যারা আপনার দরজার সাম্‌নে এসে

দাঁড়িয়েচে, তারা বিদ্রোহীও নয়, ডাকাতও নয়। ওরা কেবল আমাকেই দাবি করতে এসেচে! আমাকে পেলেই ওরা এখনি ফিরে যাবে।"

মাধবী ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু ওদের দাবি আমি মেটাব না,—কিছুতেই না। ওরা যদি ভালোমানুষের মত, আমার প্রজার মত এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইত, তা'হলে আমিও হাসিমুখে ওদের খুসি করতুম। কিন্তু ওরা যখন গরম হয়ে দাবি করতে এসেচে, তখন আমিও নরম হব না! ওরা কি ভেবেচে, ওদের চোখ-রাঙানিকে আমি ভয় করব?... ...আজ বুঝ্‌চি, জয়দেব বাবুই ওদের ঠিক চিনেচেন, ওদের বাইরেটা দেখে যে দয়া করবে, সে মস্ত ভুল করবে।"

জয়দেব পুলকিত হয়ে আর একটু স'রে এসে দাঁড়ালেন।

ললিত বল্‌লে, "বেশ, আপনি দয়া করবেন না। ওদের ভেতরে যখন সাড়া জেগেচে, তখন আপনি দয়া না করলেও ওরা বাঁচ্‌বে।"

জয়দেব মুখ ভেংচে বল্‌লেন, "বাঁচবে! হেঃ, পিপড়ের পাখা উঠ্‌চে—ওরা মরবেই মরবে।"

মাধবী বল্‌লে, "আপনার চ্যালাদের যে নমুনা

দেখচি তাতে এখন আমার সন্দেহ হচ্চে, আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেচে, হয়ত তা একেবারে মিথ্যা না হ'লেও হ'তে পারে।"

—"অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আমিও ডাকাত?"

—"হ'তে পারে।"

ললিত একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, "আমারও কি সন্দেহ হচ্চে জানেন?"

—"বলতে পারেন।"

—"হয়ত লেখাপড়া শিখলেও সব সময়ে নারীর মনের সংকীর্ণতা দূর হয় না।" এই ব'লে ললিত মাধবীর দিকে পিছন ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

উপেক্ষায় ও বাক্য-বাণে আহত হয়ে মাধবীর মুখখানা রাগের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

জয়দেব দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লেন, "ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা আর তো সহ্য করা চলে না।"

আচম্বিতে বাইরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হোলো —সঙ্গে সঙ্গে কার আর্ত্তনাদ!

ললিত চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল—তার মুখ মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। তারপরেই সে দরজার দিকে অগ্রসর হোলো।

জয়দেব ছুটে গিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "কোথা যাও?"

—"বাইরে। আপনি কি ভাবচেন, আমি ঘরের ভেতর চুপচাপ ব'সে এই নরহত্যা দেখব?"

—"হুঁ,—চুপ ক'রে দাঁড়াও, নইলে—"

—"নইলে? নইলে কি?"

—"নইলে আজ আমি নিজে তোমাকে বাধা দেব।"

—"বাধা দিতে পারবেন?"

—"পারি কি না পারি দেখ না। আমিও কিছু কিছু ব্যায়াম-চর্চ্চা ক'রে থাকি, আর বলবান ব'লে আমারও কিছু কিছু খ্যাতি আছে। তোমাকে আমি পালাতে দেব না!"

—"আসুন, বাধা দিন।"—ললিত সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মাধবীর চোখের সাম্‌নে নিজের বাহাদুরিটা দেখাবার জন্যে জয়দেব বেগে ললিতকে ধরতে গেলেন। ললিত তখনি চট্ ক'রে বাঁ হাত দিয়ে জয়দেবের ডান হাত ধ'রে এক হ্যাঁচ্‌কা মারলে। সেই টানে জয়দেবের দেহ যেই সামনের দিকে ঝুঁকে এল, ললিতও তখনি তাঁর

পেটের তলায় হেঁট হয়ে পড়ে ডানহাত দিয়ে তাঁর ডান উরু জড়িয়ে ধরলে। তারপর চোখের পলক না পাল্টাতে আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘাড় ও কাঁধের চাড়ায় আর হাতের টানে জয়দেবের দেহটা শূন্যে অত্যন্ত অনায়াসে একপাল্টা উল্টে গিয়ে, ধড়াস্ ক'রে মেঝের উপরে এসে অবতীর্ণ হোলো। ললিত কলকাতায় যে সাহেবের কাছে মুষ্টি-যুদ্ধ শিক্ষা করেছিল, তারই কাছে এই বিলাতী কুস্তির অব্যর্থ প্যাঁচটি শিখে নিয়েছিল।

মেঝের উপরে প'ড়ে জয়দেব আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন।

বাইরে উপর-উপরি আবার দু'বার বন্দুকের শব্দ হোলো।

ললিত আর দাঁড়ালে না, দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

এগারো

"ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়!
লক লক শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধূ ধূ খোরে যায়,
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে।
—বিহারীলাল চক্রবর্তী

বাইরে এসেই ললিত দেখলে ফটিক কাছারিবাড়ীর সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বলছে, "হরিসিং! আবার বন্দুক ছোঁড়ো।" এই বলেই সে নিজে একটা রিভলভার তুলে, ফটকের বাইরের জনতার দিকে টিপ করলে।

পিছন থেকে ললিত ঝড়ের মত গিয়ে ফটিকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একটানে তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলে। তারপরে কেউ জানবার আগেই, তেম্নি অতর্কিত ভাবেই ললিত ছুটে গিয়ে হরি সিঙের বন্দুকও কেড়ে নিলে।

কিন্তু আর দুজন দরোয়ান তাকে দেখতে পেয়ে, তখনি তার দিকেই বন্দুক ফিরিয়ে তাকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিলে।

ললিত হেসে বল্‌লে, "বাবা ছাতুখোর, দেখতেই পাচ্ছ, আমারও হাতে রিভলভার রয়েচে। তোমরা আমার দিকে বন্দুক ফেরাও, তাতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু বন্দুক যদি অন্য কোন দিকে ফেরাও, তা-হ'লে আমিও তোমাদের ছেড়ে কথা কইব না।"

ফটিক তফাৎ থেকে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "হরি সিং, লল্‌তের হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে আনো তো! গোলমাল করলে ওকে গুলি ক'রে কুকুরের মত মেরে ফেল্‌বে!"

এদিকে ললিতের অবস্থা দেখে বাইরের জন-তরঙ্গ দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। জন-কতক লোক আর থাকতে না পেরে, কি উপায়ে কাছারি বাড়ীর পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে এসে পড়্‌ল। তাই দেখে দরোয়ানরা সবাই ললিতকে ফেলে সেই দিকে ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে আরো অনেক লোক প্রাচীর পার হয়ে ভিতরে এসে অবতীর্ণ হোলো। দরোয়ানদের মধ্যে যে দু-চার জনের হাতে বন্দুক ছিল, তারা দু-এক বার বন্দুক ছুঁড়্‌লে বটে, কিন্তু কারুর কোন অনিষ্ট হবার আগেই লাঠির চোটে তাদের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়্‌ল।

কয়েকজন লোক ছুটে গিয়ে ফটক খুলে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙা বন্যা-স্রোতের মত সেই বিপুল জনতা হুঙ্কার করতে করতে ভিতরে এসে ঢুকল।

ব্যাপার গুরুতর দেখে দরোয়ান ও চাকর-বাকররা যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। ফটিকও উর্দ্ধ-শ্বাসে কাছারি-বাড়ীর ভিতরে দৌড় মারতে দেরি করলে না!

গয়াচরণ চেঁচিয়ে হাঁকলে, "ঐ ফটকে-ব্যাটা পালাল—ঐ ব্যাটাই বন্দুক ছুঁড়তে হুকুম দিয়েছিল! ধর্ ধর্—ওকে ছাড়া হবে না!"

আর আর সকলেও ফটিকের উপরেই সব-চেয়ে বেশী চটে ছিল—গয়া-চরণের কথা শেষ হবার আগেই সকলে "মার্ মার্" ক'রে কাছারি-বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

ললিত প্রাণপণে সকলকে থামাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু সেই ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত জনতা তখন তার কথায় কর্ণপাতও করলে না! এখনি কি-একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে বুঝে ললিত হতাশ মুখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কাছারি-বাড়ীর সামনের রোয়াকের উপরে উঠতে না উঠতেই সেই প্রচণ্ড জন-স্রোত যেন আচম্বিতে প্রবল এক ধাক্কা খেয়ে স্তম্ভিত ও নিশ্চল হয়ে পড়ল!

ললিত দূর থেকেই অবাক হয়ে দেখ্‌লে, রোয়াকের উপরে এসে একখানি জীবন্ত দেবী-প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়াল—মাধবী !

মাধবীর দুই চক্ষু অচপল বিদ্যুৎ-শিখার মত জ্বলছিল, —তার ভাব-ভঙ্গি গর্ব্বিত—তাতে এতটুকু ভয়ের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাচ্ছিল না।

তার সেই আকস্মিক আবির্ভাবে চারিদিককার হট্টগোল ন একেবারে বোবা হয়ে গেল। সকলেই বিচিত্র বিস্ময়ে মাধবীর মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

সব-আগে কথা কইলে মাধবী। তার গলার আওয়াজ যেন ছুরির ধারালো ফলা'র মতন সেই বিস্মিত নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে দিলে। সে বললে, "কী চাও তোমরা ?"

গয়াচরণ এগিয়ে এসে মাধবীর পায়ে একটা গড় ক'রে জোড়-হাতে বল্‌লে, "মা, আমরা এসেছিলুম ললিতবাবুকে নিয়ে যেতে।"

—"ললিতবাবুকে তোমরা পাবে না। তিনি পুলিসের হুকুমে ধরা পড়েচেন"

—"বিনি-দোষে পুলিশ কেন তাঁকে ধরবে মা ?"

—"সে কথা তোমরা পুলিসকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর —এটা জমিদার-বাড়ী। কার হুকুমে তোমরা এখানে মারামারি করতে এসেচ? তোমাদের এতটা বুকের পাটা হয়েচে যে, আমার গাড়ীর ভেতরেও তোমরা "মার্ মার্" ক'রে ঢুকতে চাইচ? আমার প্রজা হয়ে আমারি ওপরে অত্যাচার? জানো, এর ফল কি হবে?"

—"মা, আপনি আমাদের মা, এমন কথা বল্‌বেন না! আপনার ওপরে আমরা অত্যাচার কর্‌ব? এ কথা শুন্‌লেও যে নরকে পচে মর্‌তে হবে!"

—"হুঁ, চমৎকার ছেলে তোমরা। লাঠি, সড়কি, তরোয়াল নিয়ে মাকে আদর করতে এসেচ! আমাকে মা ব'লে ডাকতে তোমাদের লজ্জা করচে না?"

—"মা, আমরা বুঝতে পারিনি, আমাদের ক্ষমা করুন।"

—"হ্যাঁ, আমি তোমাদের ক্ষমা কর্‌তে পারি,—যদি এখনি সকলে এখান থেকে চ'লে যাও!"

—"কিন্তু মা—"

—"আর একটাও কথা নয়! তোমরা সত্যই যদি আমাকে মা বলে মানো, তাহ'লে আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িও না!… …যাও,…এখনো গেলে না?"

গয়াচরণ বোকার মতন মাথা হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে ফটকের দিকে অগ্রসর হোলো,—আর তাঁর পিছনে পিছনে,—একটু আগেই যার মধ্যে রক্ত-পিপাসার নিষ্ঠুর উন্মত্ততা জেগে উঠেছিল—সেই বৃহৎ জনতা অত্যন্ত শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে কাছারী-বাড়ীর বাইরে, রাত্রের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

আঙিনার ভিতরে দাঁড়িয়ে রইল একলা ললিত,—আর সোপানের উপরে মাধবী! চারিদিকে আর কেউ নেই।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ললিত আস্তে আস্তে মুখ তুলে মাধবীর দিকে তাকিয়ে গাঢ় স্বরে বল্লে, "দেবী, আমার প্রণাম নাও!" এই ব'লে একটা প্রণাম ক'রেই দ্রুতপদে সে চ'লে গেল।

মাধবী তাকে বাধা দেবার একটুও চেষ্টা করলে না। খানিক গিয়ে ললিত নিজেই থানার পথ ধরলে।

বারো

"দাও করতালি জয় জয় ধ্বনি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ !"

—হেমচন্দ্র

কিছু ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না, মাধবীর বুকের ভিতরে দিন-রাত খালি হাহাকারের নীরব অভিনয় চল্‌ছে !

কেন তার মুখ শুক্‌নো, চোখ সজল না হ'লেও ছলছল, ভাব-ভঙ্গি মন-মরা ?—এ কথা সে কারুকে খুলে বলে নি,—তার নিজের বাড়ীতে সে মরমের কোন মরমীকে খুঁজে পেলে না। তার অগাধ সম্পত্তি, অতুল মান-সম্ভ্রম, সকলেই তার মন যোগাতে ব্যস্ত, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় সমস্তই সে পেয়েছে, তবু যে কত-বড় অভাবের মধ্যে দিন-রাত সে বাস করছে, মাধবী আজ তা প্রথম বুঝতে পারলে ·· ···বন্ধু কোথায়, বন্ধু কোথায়, —এ দুঃসময়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার, দুটো সৎপরামর্শ দেবার একজন বন্ধু কোথায় ?

কিন্তু সে যে অন্যায় করেছে, তাতে আর কোনই

সন্দেহ নেই। ললিত একদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও তার প্রাণ রক্ষা করেছে,—প্রতিদানে মাধবী তাকে কি দিয়েছে?—অপমান, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা! নিজের একটা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে সে তাকে কারাগারের পথে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

আজ ললিতের মামলার রায় বেরুবে,—জয়দেব সদর থেকে খবর পাঠিয়েছেন, আজই তিনি ফিরে এসে মাধবীকে সকল কথা জানাবেন। তাঁর আস্‌বার সময় হয়েছে, মাধবী সাগ্রহে তাঁর অপেক্ষা করছে।

ললিতের যে কারাদণ্ড হবে, এ একরকম নিশ্চিত। যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে এর চেয়ে ঢের সামান্য দোষেও লোকে হাতকড়া পরতে বাধ্য হচ্ছে। ললিতের বাড়ী খানাতল্লাস ক'রে বোমা, টোটা, রিভলভার পাওয়া গেছে। পুলিসের ভয়ে সে দোষীর মতই পালিয়েছিল। তারই দলের লোকরা জমিদার-বাড়ী আক্রমণ করতেও পিছপাও হয় নি। এ সমস্ত প্রমাণ নিশ্চয়ই ললিতের পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সত্যই কি ললিত অপরাধী? মাধবী রাগের মাথায় ললিতকে ডাকাত বলতেও লজ্জিত হয় নি বটে,

কিন্তু তবু তার প্রাণ এতে কিছুতেই সায় দিতে চাইছে না। সে যে মস্ত একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের নায়ক কে? ললিত তো সেদিন স্পষ্টই ব'লেছিল যে, জয়দেবই তাকে এই ফাঁদে ফেলেছেন। সত্যিই কি তাই?

মাধবী ভাবছে, এমন সময়ে দাসী এসে খবর দিলে, জয়দেববাবু সদর থেকে ফিরেছেন।

মাধবী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসেই দেখে, জয়দেব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন।

জয়দেবের মুখ শুক্‌নো, ভাব-ভঙ্গিও কেমন যেন হতাশ ও শ্রান্ত!

মাধবী আগ্রহ-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হোলো জয়দেববাবু?"

—"ললিত খালাস পেয়েচে!" এই ব'লে জয়দেব বারান্দার রেলিং ধ'রে দাঁড়ালেন।

মাধবীর বুকের ভিতর থেকে একটা পরম আশ্বস্তির নিশ্বাস উঠ্‌ল। এতক্ষণ তার মনের মধ্যে যে অনুতাপের আগুন জ্বল্‌ছিল, জয়দেবের এই তিনটিমাত্র

কথায় তখনি তা নিবে গেল ! কিন্তু মনের আনন্দ বাইরে গোপন ক'রে সে বল্লে, "সব কথা আমাকে খুলে বলুন।"

জয়দেব তিক্ত স্বরে বল্লেন, "বলব আর কি ছাই, ঐ ব্যাটা গয়াচরণই সব পণ্ড ক'রে দিলে !"

—"গয়াচরণ কে ?"

—"সেই-যে সেদিন যে সর্দ্দার হয়ে তোমার বাড়ী লুঠ্ তে এসেছিল। পুলিস তাকেও ধরেচে কিনা !"

—"পুলিস তাকে ধরেচে ! কেন ?"

—"আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি করতে এসেছিল ব'লে।"

—"কৈ, এ-খবর তো আমি শুনিনি।"

—"ভারি তো লোক গয়াচরণ, তার খবর আবার তোমাকে দেব কি ?"

—"বুঝেচি, আমাকে লুকিয়ে গয়াচরণকে আপনিই ধরিয়ে দিয়েচেন ! কিন্তু সে তো মন্দ লোক নয়,—আমি হুকুম দেবা-মাত্রই সমস্ত লোকজন নিয়ে তখনি সে চ'লে গেল ! তাদের অভিযোগ শুনব ব'লে আমি আশ্বাস দিয়েছিলুম,—এখন সে হয়তো ভাবচে, আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েচি !"

—"সে কি ভাবচে না-ভাবচে, তা নিয়ে তুমি মিছে কেন মাথা ঘামাচ্চ মাধবী ?"

—"কারণ তাকে ধরিয়ে দিয়ে আপনি আমারই মুখ পুড়িয়ে দিয়েচেন।"

—"না, আমি তাকে ধরিয়ে দিই নি।"

—"আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করি না।"

জয়দেবের মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। একটু গলা চড়িয়ে আহত কণ্ঠে তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাও ?... ...গয়াচরণকে ধরিয়ে দেবার জন্যে আমার সাহায্যের কোন দরকার হয় নি, সে প্রকাশ্যে কাছারি-বাড়ী লুঠতে এসেছিল, তুমি কি ভাবচ পুলিস সেদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল ?"

মাধবী বল্‌লে, "যাক্, আপনার সঙ্গে আমি কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। এখন আদালতে কি হোলো বলুন।"

—"ললিত কোনরকমেই ছাড়ান পেত না। কিন্তু গয়াচরণ সব ফাঁসিয়ে দিলে। সে হাকিমকে বল্‌লে, বোমা-রিভলভারের কথা ললিত কিছুই জানত না, সে নিজেই ললিতের বাড়াতে ঐ জিনিষগুলো

একটা পোট্‌লায় বেঁধে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিল।”

মাধবী বল্‌লে, “এত বড় কথা স্বীকার করতে গয়াচরণ ভয় পেলে না?”

—“না। উল্টে হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করলেন, এ জিনিষগুলো নিয়ে সে কি করত, সে স্পষ্টই বললে, ডাকাতি।”

মাধবী একটু চুপ ক’রে থেকে বল্‌লে, “জয়দেব-বাবু, আপনিও কি সত্যিই মনে করেন যে, গয়াচরণই ঐ জিনিষগুলো ললিতবাবুর বাড়ীতে ফেলে এসেছিল?”

—“না। ললিতকে বাঁচাবার জন্যে গয়াচরণ মিথ্যে কথা বলেচে।”

—“তাহলে কি আপনার মতে, ললিতবাবু সত্যিই অপরাধী?”

—“নিশ্চয়।”

—“কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি নির্দ্দোষ।”

—“সে নির্দ্দোষ হ’লে তার বাড়ীতে ঐ জিনিষগুলো পাওয়া গেল কি ক’রে?”

—“এ প্রশ্নের উত্তর আপনি আমার কাছে খুঁজ্‌চেন

কেন ? আপনি ইচ্ছা করলে নিজেই এর উত্তর দিতে পারেন।"

জয়দেব চকিত দৃষ্টিতে মাধবীর মুখের দিকে চাইলেন ; তার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি ? সে কি তাঁকেই সন্দেহ করেছে ?

কিন্তু মাধবী আর একটিও কথা কইলে না,—জয়দেবের মনে সন্দেহ-দোলা দুলিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল,—সঙ্গে সঙ্গে দরজাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ... ...

তারপরেই দূরে একটা গোলমাল উঠল—যেন অনেক লোক এক সঙ্গে চীৎকার করছে। মাধবী ভাবলে, প্রজারা কি আবার ক্ষেপে উঠেছে ? তাড়াতাড়ি সে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখা গেল, গাঁয়ের বড় সড়কটি যে মাঠে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই মাঠের উপর দিয়ে কাতারে কাতারে লোকের পরে লোক আস্‌ছে—তার জমিদারিতে যে এত লোক থাকৃতে পারে, মাধবী আজকের আগে কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে নি। সেদিনের রাত্রির চেয়েও এ জনতা ঢের বেশী !

মাধবীর বুকটা দুপ্‌ দুপ্‌ ক'রে উঠল—কেন এরা এক

সঙ্গে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে এমন ভাবে ছুটে আস্‌ছে? তাদের সর্দ্দার গয়াচরণ পুলিসের হাতে পড়েছে, তাই কি আবার এই বিদ্রোহ? এতগুলো লোক যদি মরিয়া হ'য়ে ওঠে, তাহলে জমিদার-বাড়ীর একখানা ইট পর্য্যন্ত যে অটুট থাক্‌বে না।

জনতা ক্রমে কাছে এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল, কোলাহল ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগ্‌ল। মাধবী হতাশ ভাবে জান্‌লা ধ'রেই বসে পড়ল। সে বুঝ্‌লে, আজ তার কথায় এরা কেউই আর ঠাণ্ডা হবে না, সেদিন তার কথা দৈব-বাণীর মত সকলেই মাথা পেতে নিয়েছিল বটে,—কিন্তু আজ সে সকলের কাছেই বিশ্বাস হারিয়েছে।

সেইখানে ব'সে ব'সেই মাধবী শুন্‌তে পেলে, কাছারি-বাড়ীতেও লোকজনের হৈ চৈ উঠল এবং ফটকটাও সশব্দে একটা সুদীর্ঘ কর্কশ আর্ত্তনাদ তুলে বন্ধ হয়ে গেল

চারিদিকে যেন আসন্ন মরণের সিংহনাদ জাগিয়ে জনতা জমিদার-বাড়ীর কাছে এসে পড়্‌ল। আচম্বিতে পল্লী কাঁপিয়ে শাঁখের পর শাঁখ বেজে উঠ্‌ল, জনতার ভিতর থেকেও ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

ঐ তো ঠিক বিদ্রোহের কোলাহলের মত শোনাচ্ছে না!—একটু বিস্মিত হয়ে মাধবী আবার উঠে দাঁড়াল। দেখ্‌লে, বিপুল উল্লাসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, লাফাতে লাফাতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লোকের পর লোক চ'লে যাচ্ছে—সকলেরই মুখে খালি হাসি। কিসের এ আনন্দ?

মাধবীর জিজ্ঞাসু চোখ পর-মুহূর্ত্তেই উত্তর পেলে! জন-কতক লোক একজনকে দেবতার মত কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে তার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে,—সূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি স্বর্গের আশীর্ব্বাদের মত তাঁর মুখের উপরে এসে পড়েছে!

মাধবীর মুখ দিয়ে তার অজান্তেই বেরিয়ে গেল, "ললিতবাবু, ললিতবাবু!"

আজ্‌কে বিদ্রোহের বজ্র-কণ্ঠ আবার মুখর হয়ে ওঠেনি,—আজ্‌কের এ জনতা ভক্তের জনতা,—আজ্‌কের এ আনন্দ মিলনের আনন্দ,—গরিবের স্যাঙাত, নির্য্যাতিতের জাঁতের ঠাকুর আবার যে ঘরে ফিরে এসেছেন!

তেরো

"হেথা তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি !"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মাধবী আজ সকালে ললিতের একখানি চিঠি পেয়েছে। তা এই :—

"খালি সমাজ নয়,—কারাগারও আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এ দুঃসংবাদ আপনারা শুনেছেন বোধ হয়। অবশ্য কারাগার যাতে আমাকে সাদরে গ্রহণ করে, সেজন্যে আপনাদের পক্ষ থেকে যে বিশেষ চেষ্টার কোনই অভাব হয় নি, সে কথা না মানলে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। হায়, তবু আপনাদের সার্টিফিকেট টিকল না। কিন্তু কি করব, এতে আমার কোন দোষ নেই।

বল্‌তে পারেন মাধবী দেবী, জগতে যাঁরা পরকে ভালবাসতে গেছেন, কেন তাঁরা আপনাদের নিগ্রহের অনুগ্রহ লাভ করেছেন? বুদ্ধকে আপনারা আয়োজ দিতে চাননি, খৃষ্টকে তো ক্রুশে চড়িয়ে ইহলোক থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছেন! আমি অবশ্য বুদ্ধও নই, খৃষ্টও নই এবং আমার একগালে যে একটা চড় মার্‌বে, আমি তার দুগালে অন্তত দুটো চপেটাঘাত না ক'রেও ছাড়্‌ব না,—তবু যেখানেই সুযোগ পাই সেখানেই মহাজনের উপদেশ পালনের জন্যে, মানুষকে ভালো-বাস্‌বার জন্যে আমি কিছু কিছু চেষ্টা করি। কিন্তু এই যৎসামান্য চেষ্টা দেখেই আপনারা আমার উপরে এতটা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন কেন?

অথচ নেপোলিয়ন, সেকেন্দর, তৈমুর আর কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে তো কোনদিনই আপনারা দাঁড়াতে সাহস করেন নি! তাঁরা যখনি পা তুলেছেন, আপনারা তখনি বুক পেতে দিয়েছেন! আপনাদের এতখানি বাধ্যতার কারণ কি? কারণ—তাঁরা আপনাদের ভালোবাসেন নি! তাঁরা যদি প্রেম দিতে আসতেন, তা'হলে আপনারাও নিশ্চয় কলসীর কাণা ছুঁড়ে মারতেন।

আপনারা যে ঈশ্বর-ভক্ত, তাও কেবল ভয়ের ঠেলায়। স্রধু প্রেমিক হ'লে ভগবানও নিশ্চয় দুনিয়ার সিংহাসনে টিক্‌তে পারতেন না। ভগবানকে না মানলে পঙ্গু হতে হয়, কাঙাল হতে হয়, দুঃখ-শোক পেতে হয়, নরকে যেতে হয়,—এই ভয়েই আপনাদের অধিকাংশ ভগবানের গোলাম।

আপনারা নিজেদের কল্পনাতেও যে-সব দেব-দেবী গড়েছেন, তাঁদেরও প্রেমিক ক'রে গড়তে পারেন নি। তাঁরা আপনাদের পুজো পাচ্ছেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, ভীষণ মূর্ত্তি ধ'রে, কিংবা রকম-বেরকমের অস্ত্র উঁচিয়ে, কিংবা বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক জীবাণু পোষ মানিয়ে।

আজ কাল পদে পদে ঠেকে ঠেকে আমারও তাই মনে হচ্ছে, বুদ্ধ, খৃষ্ট, আর চৈতন্যের শিষ্যত্ব ছেড়ে তৈমুর, নাদির আর কালাপাহাড়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করব নাকি? ভাগ্যে খৃষ্টের মতন মহম্মদও প্রেমিক ছিলেন না,—তাই তিনি অন্তিমে শান্তি থেকে বঞ্চিত হন নি। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেমের মন্ত্র শেখাতে বেরিয়েছিলেন বটে,—কিন্তু শাণিত তরবারি কোষমুক্ত না করলে লোকে হয়ত তাঁকেও নস্যাৎ ক'রে দিত।

আমরা—নিম্ন-জাতিরা আজ যে বিদ্রোহী হয়েছি, এ-কথা সত্য। কিন্তু এ বিদ্রোহ এখনও নিরাপদ রয়েছে আপনাদের পক্ষে। আপনাদের কাল্পনিক উচ্চতা-গর্ব্বকে সুধু ছুয়ো ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু যেমন ক'রে যুগ যুগ ধ'রে আপনারা আমাদের ছু পায়ে থেঁৎলে আস্ছেন, আমরা এখনো আপনাদেরও ঠিক তেম্নি ভাবে জব্দ করবার জন্যে ক্ষেপে উঠি নি। আমরা নিজেদের শক্তি জানি। জানি, ভারত জুড়ে আমাদের সংখ্যা আপনাদের চেয়ে ঢের বেশী। জানি, আপনারা দশ হাত তুললে আমার বিশ হাত তুলতে পারব। এ-সব জেনে-শুনেও এখনো আমরা আপনাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু এখনো সময় থাক্‌তে আপনারা যদি আমাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে না দেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই জান্‌বেন, অদূর-ভবিষ্যতেই আমাদের বিদ্রোহের মধ্যে কালাপাহাড়ের আত্মা জেগে উঠ্‌বে।

আপনাদের "উচ্চতা-গর্ব্ব'কে 'কাল্পনিক' বল্‌লুম ব'লে আপনারা হয়ত রাগ করবেন। কিন্তু সত্যিই কি তা নয়? জয়দেববাবু নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে সদর্পে প্রচার করছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ

কোথায়? আমাদের ঐ গয়াচরণ দাস,—জাতে যে নাকি অস্পৃশ্য, কিন্তু কাজে যে পরের জন্যে অনায়াসে হাস্তে হাস্তে স্বেচ্ছায় জেলে গেল,—সে কি জয়দেব-বাবুর চেয়েও বড় ব্রাহ্মণ নয়? আমরা তো এই চাই! যার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, সেইই ব্রাহ্মণ! আমরা ব্রাহ্মণকে পূজো থেকে যেমন বঞ্চিত করতে চাইনা, তেমনি এও চাইনা যে, ব্রাহ্মণত্ব কোন জাতি-বিশেষের চিরকেলে সম্পত্তি হয়ে থাকুক। আমরা ভবিষ্যতের এমন একদিনের অপেক্ষায় আছি,—যে-দিন সব জাতির মধ্য থেকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ আত্মপ্রকাশ ক'রে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করবে; যে-দিন জয়দেবকে লোকে ব্রাহ্মণ ব'লে মান্‌বে না, কিন্তু গয়াচরণকে আদর্শ ব্রাহ্মণ ব'লে মাথায় তুলে নেবে।

গয়াচরণের মনুষ্যত্ব স্মরণ ক'রে আমার বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আমি জানি, আমারই মত সে নির্দ্দোষ। তবু তাকে জেলে যেতে হোলো। কারণ আমার ঘাড়ের কল্পিত অপরাধ সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু আমার সব চেষ্টা সে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে।

আজ আমি আরো ভালো ক'রে বুঝছি যে, যে জাতের মধ্যে গয়াচরণের মতন লোক জন্মায়, সে জাতকে যে নিম্ন বলবে তার মহাপাপ হবে। না, আমরা নিম্ন জাতি নই। আমাদের জাতে গয়াচরণের মত আরো কত মানুষ আছে, তা কে জানে? সময় হ'লেই তারা দলে দলে সামনে এসে দাঁড়াবে। তাদের আত্মদানে আমাদের 'নিম্নত্ব' নিশ্চয়ই অতীতের প্রবাদে পরিণত হবে।

এমন-সব উপকরণও আপনারা জাতীয় উন্নতিতে কাজে লাগাতে পারছেন না। ভারতের মধ্যে আমরাই 'অধিকাংশ', আপনারা তো 'অল্পাংশ'! 'অধিকাংশ'কে বর্জ্জন ক'রে 'অল্পাংশ' কখনই অগ্রসর হ'তে পারে না। আমাদের দেশের সব কাজই যে পণ্ড হয়ে যাচ্ছে, 'অধিকাংশ'কে বর্জ্জন করাই কি তার প্রধান কারণ নয়? আজ যদি এই কোটি কোটি মানবের কপালে নিম্নত্বের ঘৃণ্য ছাপ মারা না থাকৃত, আজ যদি উচ্চের অবিচারে তারা শিক্ষা ও মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হয়ে না রইত, আজ যদি সব জাতি এক হয়ে এক পথে চলতে পারৃত, তাহ'লে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের জন্যে কারুকে কি অরণ্যে রোদন করৃতে হোতো? জাতি

বন্ধু হয়ে সমগ্রকে নিয়ে—সম্প্রদায়কে নিয়ে নয়। আমাদের ত্যাগ ক'রে আপনারাই আধ-মরা হয়ে আছেন।

আপনাকে এই চিঠি লিখছি কেন, তা জানেন? যা হবার তা হয়ে গেছে,—আমরা অনেক অবিচার অনেক অত্যাচার সয়েছি—এবারকার নির্যাতনও আমরা ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার কি-রকম হবে? আপনার কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাব, না বাধা পাব? আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছিনা, কিন্তু এটা ঠিক জানবেন, ভবিষ্যতে আমাদের বাধা দিলে আপনার পক্ষে ভালো না হ'লেও হ'তে পারে। আপনি আমার বন্ধু, সেই জন্যেই আগে থাকতে আপনার মত্ জানা উচিত মনে করি। ইতি ললিত।

চোদ্দ

"স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব !
সেই দেখি বদন, সুধার খনি !
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী !"

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ললিত খেতে বসেছে, মা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছেলের খাওয়া দেখ্‌ছেন।

ললিত যেই বাঁ-হাতে জলের গেলাসটি ধ'রে পান করতে যাবে, মা অমনি হাঁ হাঁ ক'রে উঠে বল্‌লেন, "তোর এ-সব খৃষ্টানি আচার আমার বাড়ীতে চল্‌বে না ললিত !"

—"কৈ, কি আবার দোষ করলুম ?"

—"ডান-হাতে তো খাচ্চিস্, আবার বাঁ-হাত এঁটো ক'রে জল খাওয়া কেন ?"

ললিত গেলাসে চুমুক দিয়ে, গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাতখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাকে দেখিয়ে বল্‌লে,

"কৈ, হাতে তো একটুও শক্‌ড়ি লাগে-নি মা?"—এই ব'লে দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে বাঁ-হাতখানা নিজের মাথায় ও গায়ে একবার বুলিয়ে নিলে।

মা রেগে তিনটে হয়ে বল্‌লেন, "দেখ একবার ছেলের রকমখানা! হ্যাঁরে ললিত, বল্‌লে কি বাড়াতে হয়? দু-হাত তো এঁটো করলিই, আবার সর্ব্বাঙ্গে শক্‌ড়ি মাখালি? রোস্‌, আজ তোকে নাইয়ে তবে ছাড়্‌ব!"

ললিত বললে, "হ্যাঁ, বয়ে গেছে,—এই শীতে আবার আমি নাইচি! আচ্ছা মা, এই ডাল-ঝোল-ভাত-মাখা হাতে গেলাস ধরলে গেলাসটা কি-রকম নোংরা দেখ্‌তে হোতো বল দেখি? সে গেলাসে আর কি জল খেতে ইচ্ছে হোতো? আর হাতে যদি সত্যি-সত্যিই শক্‌ড়ি লাগ্‌ত, তাহ'লেও বা কথা ছিল! তোমাদের ও-সব বাজে শুচিবাই একালে আর আমরা মান্‌চি না মা!"

মা মুখ ভার ক'রে বল্‌লেন, "না মানিস্‌ আমার বাড়ী থেকে বিদেয় হ'!"

—"রও, আগে দুধটা খাই, তবে তো বিদেয় হব!"—এই ব'লে ললিত সাম্‌নের দিকে হুমড়ি খেয়ে

প'ড়ে, তফাৎ থেকে বাঁ-হাত বাড়িয়ে দুধের বাটিটা টেনে নিলে।

মা চটে বলে উঠ্‌লেন, "ওর নাম আবার কি হোলো? তুই কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্‌ড়ি ছড়াতে চাস? এঁটো-হাতে ওখান থেকে বাটি নিলি কেন? এখুনি মাড়িয়ে ফেল্‌ব—দে' ওখানে দুটো ভাত ছড়িয়ে!"

ললিত বল্‌লে. "হ্যাঁ, ভাত ছড়িয়ে দিলে ওখানটা শক্‌ড়ি হয়ে যাবে বটে,—কিন্তু এখন তো ওখানে কিছুই লাগে-নি মা!"

—"থাম্ থাম্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না। যাই, একটু গোবর-ছড়া দিয়ে ওখানটা শুদ্ধ ক'রে নি!"

ললিত বল্‌লে, "মা, তোমাদের বুদ্ধির পায়ে নমস্কার। আমার বাঁ-হাত পরিস্কার, আর সেই হাতেই ওখান থেকে বাটিটা আমি টেনে নিয়েছি, ওখানটায় একটুও শক্‌ড়ি লেগে নেই। কিন্তু গোবর-ছড়ার মতন একটা নোংরা জিনিষ দিয়ে ওখানটা তুমি শুদ্ধ করতে পারবে না তো মা, বরং তাতে ও-জায়গাটা অপরিষ্কার ক'রে তোলাই হবে। তাহ'লে তোমাদের পেটের ওপরেও দিন-রাত গোবর মেখে থাকা উচিত—কারণ পেটের ও-পিঠে সত্যি সত্যিই শক্‌ড়ি আছে। তুমি যদি

গোবর নিয়ে আসো, তাহ'লে এখনি আমি তোমার সারা গায়ে আমার এই বাঁ-হাতখানা বুলিয়ে দেব—তা কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখ্‌চি !"

মা ভয়ে ভয়ে ললিতের নাগালের বাইরে স'রে গিয়ে বললেন, "ছি ছি, বুড়োবয়সে তোর জন্যে জাত-ধর্ম্ম সব খোয়াতে হবে দেখ্‌চি !"

ললিত বল্‌লে, "মা, বামুন-কায়েতরা যাদের ছায়া মাড়ালেও নাইতে যায়, তুমি হ'চ্চ সেই নমশূদ্র জাতের মেয়ে। ভারি তো তোমার জাত, তার আবার বিচার ! ও-সব গোবর ছড়িয়ে আর গরুর মুত্‌ খেয়ে বামুন-কায়েতরাই জাত্‌ বাঁচাবার চেষ্টা করুক,—আমরা খামোকা ও-সব ছাই জিনিষ ঘেঁটে মরি কেন ?"

এমন সময়ে ঝি এসে খবর দিলে "ওগো দাদাবাবু, একটা মেয়েমানুষ তোমাকে ডাকতে এসেচে !"

—"মেয়েমানুষ আবার কে আমাকে ডাকতে এল ?"

ঝি বল্‌লে, "দেখবে এস না,—পাদ্‌রিদের গির্জ্জে থেকে এক মাগী খিষ্টানী এসেচে ! পায়ে জুতো, চোখে চশমা,—তুমি যেন তাকে ছুঁয়ে ফেলোনা দাদাবাবু,—তাহ'লে তোমাকে নাইতে হবে।"

—"তোর মনেও ঐ ছুঁয়ে-ফেলে-নাইবার ভয় আছে বুঝি? নাঃ—বামুন-কায়েতদেরই বা স্বধু দোষ দি কেন, এটা দেখ্‌চি বাঙালী জাতিরই বিশেষত্ব।"—ব'লে সে আস্তে আস্তে আসন থেকে উঠে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অবাক হয়ে এই ভাবতে ভাবতে যে, ক্রীশ্চানদের মেয়ে তাকে আবার বাড়ী বয়ে ডাকতে এসেছে কেন? এ গাঁয়ে পাদ্‌রীদের একটা আস্তানা আছে বটে, কিন্তু সেখানকার কারুর সঙ্গেই তো তার কোন পরিচয় নেই!

কিন্তু নীচে নেমে সে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সদর দরজার কাছে গিয়ে সে যাকে দেখ্‌লে, তাকে দেখবার কল্পনা তার স্বপ্নেও কোনদিন সম্ভব হয় নি!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী!

ললিত অবাক হয়ে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তাকে যে অভ্যর্থনা আর প্রণাম করা উচিত, এটা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল।

মাধবী নিজের পাপ্‌ড়ির মতন পাত্‌লা ঠোঁট দুখানিকে মৃদু-হাসিতে রঞ্জিত ক'রে বল্‌লে, "ললিত-বাবু, নমস্কার। আমাকে দেখে ও-রকম হয়ে গেলেন

কেন? আমাকে কি একটা উড়ো আপদ ব'লে মনে করচেন?"

ললিত অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার শ্রদ্ধার আর আনন্দের প্রণাম নিন। মাধবী দেবী, আপনি যে নমশূদ্রের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন, এত বড় দুরাকাঙ্ক্ষা কোন দিন আমি করতে পারিনি। আপনাকে দেখে আমি বিরক্ত হইনি, বিস্মিত হয়েচি।"

মাধবী একটু আহত স্বরে বললে, "নমশূদ্রের বাড়ীতে আমি এসেচি, এটাতে তো আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ললিতবাবু! নমশূদ্রের মনুষ্যত্বকে আমি তো কোনদিন ব্রাহ্মণের মনুষ্যত্বের চেয়ে খাটো বলে মনে করিনি। কিন্তু সে কথা যাক্। আমি কেন এসেচি জানেন?"

ললিত বললে, "আজ্ঞা করুন।"

মাধবী ললিতের চোখের উপরে চোখ রেখে বললে, "আমি এসেচি আপনার চিঠির জবাব দিতে।"

ললিত বললে, "আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আমার বাড়ীতে আপনার আসার দরুণ গাঁয়ে একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠতে পারে।"

মাধবী তাচ্ছীল্যের স্বরে বললে, "তাতে আমার কোনই ক্ষতি নেই। কলকাতাতে আমি জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা পেয়েছি, তাতে অন্তঃপুরে কোনদিনই বন্দী হয়ে থাকি-নি, বরাবরই বাইরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।"

ললিত বললে "কিন্তু এখানে আপনি এখন রাণীর মতন। আদব-কায়দা তো বজায় রাখতে হবেই, তার ওপরে সহরে আর পল্লীগ্রামে তফাৎ আছে,—"

মাধবী বাধা দিয়ে বললে, "ও সব আদব-কায়দা টায়দা আমার সহ্য হবে না। আমি স্বাধীন, আমি যা-খুসি তাই করব।"

—"লোকের কুৎসার ভয় যদি না রাখেন, তাহলে আপনার স্বাধীনতা কেউ সঙ্কুচিত করতে পারবে না।"

—"বাঙালীর মেয়ে বলতে একটা যে ভীতু, দুর্ব্বল, অমানুষ জীব বোঝায়, আমি ঠিক সে-রকমের জীব নই ললিতবাবু।"

"আপনার সামান্য যে পরিচয় পেয়েছি, তাতেই এ সত্যটি আমি অনুভব করেছি। দেশে এখন আপনার মতনই মেয়ের সংখ্যা বাড়া দরকার হয়ে উঠেচে। খালি পুরুষের চেষ্টাতে তো দেশ জাগবে না, অন্তঃপুরেও

জাগরণের চেষ্টা না ফুটলে দেশের আধখানা যে রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকবে!"

মাধবী বললে, "ললিতবাবু, আপনার বাড়ীতে আমি আত্মপ্রশংসা আদায় করতে আসিনি। আমি যা করতে এসেছি, শুনুন। সব-আগে আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

—"ক্ষমা চাওয়া উচিত? কেন?"

—"সেদিন আপনাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন নানা কারণে রাগের মাথায় আপনাকে যে সব অন্যায় কথা বলেছিলুম, তার জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি দোষ স্বীকার করচি, আপনিও আমাকে ক্ষমা করুন।"—এই বলে মাধবী তার দুই হাত জোড় করলে।

ললিত ব্যস্ত হয়ে সঙ্কুচিত স্বরে বললে, "না, না, সেদিন আপনি আমাকে কি বলেছিলেন, তার কিছুই আর আমার মনে নেই!"

—"আপনার মনে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে। সে অন্যায় ব্যবহারের জন্যে আমি যে কি লজ্জা পেয়েছি, তা আর বলবার নয়। বলুন, আমাকে ক্ষমা করলেন?"

—"অগত্যা। তা নইলে এই ক্ষমা-করার দায় থেকে আপনি তো আমাকে রেহাই দেবেন না।"

—"তারপর আর এক কথা শুনুন ললিত বাবু। আপনার চিঠি প'ড়ে বুঝেচি, আপনি মনে করেচেন যে, আপনাকে যারা মিথ্যা চক্রান্ত ক'রে জেলে পাঠাতে চেয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমারও যোগ আছে। আপনার এ সন্দেহ আমাকে ব্যথা দিয়েচে—"

ললিত তাড়াতাড়ি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে ব'লে উঠল, "মিছামিছি আপনাকে ব্যথা দিয়েচি ব'লে আমি দুঃখিত। আপনিও আমাকে মাপ করুন।"

মাধবী হেসে বললে, "আপনি যত সহজে আমাকে মাপ্ করলেন, আমি কিন্তু তত সহজে আপনাকে মাপ্ করতে পারব না।"

—"মাপ না করেন, শাস্তি দিন।"

—"বেশ, আপনার ওপরে এই শাস্তি রইল যে, ভবিষ্যতে দেশের লোকের মঙ্গলের জন্যে আপনি যে-সব কাজ করবেন, তাতে আমাকেও আপনার সহকারী-রূপে নিতে হবে। কেমন, রাজি আছেন? না, স্ত্রীলোক ব'লে আমাকে অবহেলা করবেন?"

"সমাজে যারা নীচে প'ড়ে আছে, আমি তাদের মানুষের যোগ্য আসনে তুলতে চাই। আপনি কি সে কাজে আমার সাহায্য করবেন?"

—"কেন করব না?"

ললিত অত্যন্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠল, "মাধবী দেবী, আপনি যদি সাহায্য করেন তাহ'লে নিশ্চয়ই আমরা সফল হব।"

—"আশা করি, আপনার পত্রের উত্তর আমি দিয়েচি। তাহ'লে আজ বিদায় হচ্ছি—নমস্কার"—এই ব'লেই মাধবী মাঠের পথ ধ'রে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোলো।

ললিত নিষ্পলক নেত্রে সেই অপূর্ব্ব নারীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বাংলা দেশে যে এমন মেয়ে জন্মাতে পারে, এ ধারণা কখনো সে করতে পারে-নি! কেমন সহজে, সপ্রতিভ ও স্বাভাবিক ভাবে নিজের বক্তব্য মাধবী গুছিয়ে ব'লে গেল, এ কথা ভাবতে ভাবতে তার বিস্ময় ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

তারপর দূরের ধান-ক্ষেতের ডান পাশের আম-বাগানের আড়ালে, শ্বেতবসনা মাধবীর মূর্ত্তি যখন

অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন ললিতের হঠাৎ মনে পড়ল যে,—জমিদার-কন্যা মাধবী নিজে যেচে তার বাড়ীতে এসে হাজির হলেন, আর সে কিনা তাঁকে একবারও বাড়ীর ভিতরে এসে বস্‌তে অনুরোধ করলে না, দরজার সাম্‌নে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁকে বিদায় ক'রে দিলে! নিজের অভদ্রতায় ললিত নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল এবং দুঃখিত স্বরে বার বার মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—'ছি ছি, ধিক্‌ আমাকে, ধিক্‌ আমাকে!'

পনেরো

"স্ত্রীদের শিক্ষার নামে আদের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা,
গোল্লায় দিচ্ছে হিন্দু ধর্ম্ম—সনাতনী প্রথা।
"স্ত্রীদের স্বাধীনতা" ? সে কি রকম কথা ?
তাঁরা কি সব যাবেন চ'লে, যথা ইচ্ছা তথা ?"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জয়দেব কিছুতেই ফটিকের কথায় বিশ্বাস করছিলেন না, ফটিক যতবার বলে "আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি," জয়দেবও ততবারই বলেন, "না, এ হ'তে পারে না, তুমি ভুল দেখেচ !"

শেষটা, তার শ্যেন-দৃষ্টি যে অভ্রান্ত, এটা প্রমাণিত করবার আশা ফটিক যখন নিতান্ত নাচার হয়ে ছেড়ে দিলে, তখন হঠাৎ শিবরাম মুখুয্যে ও রাম ভট্চায এসে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন।

শিবরাম ঘরে ঢুকেই বললেন, "ঘোর কলি উপস্থিত বড়বাবু, ঘোর কলি উপস্থিত। দেশের রাণী,

সৎব্রাহ্মণের কন্যা, বয়সে যুবতী, তিনি কিনা একা-একা ঐ নমশূদ্রের বেটা ললিতের বাড়ীতে গিয়ে হাজির।—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!"

রাম ভট্‌চায্‌ মুখখানা যথাসাধ্য হাঁড়ির মতন ক'রে তুলে বল্‌লেন, "না বড়বাবু, আর তো এদেশে থাকা চলে না! দেশের রাণী যদি এমন কাজ করেন, তাহ'লে আমাদের ঘরের মেয়েরাও যে বিগ্‌ড়ে যাবে। আপনারা বড় লোক, সব মানিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু গরিবের ঘরে এ-রকম স্বেচ্ছাচার সুরু হলে যে সর্ব্বনাশ হবে।"

জয়দেব গম্ভীর ভাবে ফটিকের মুখের দিকে তাকালেন।

ফটিক বল্‌লে, "শুনলেন তো? ফটিকচাঁদের চোখ মিথ্যা দেখে না।"

—"হুঁ্যা" ব'লে জয়দেব মাথা নামিয়ে, আরো বেশী গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

রাম ভট্‌চায্‌ বললেন, "এর তো একটা উপায় করতে হবে বড়বাবু! নইলে ধর্ম্ম যায়, সমাজ যায়, আমরা যাই!"

শিবরাম বল্‌লেন, "হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো

মহদাশ্রয়ঃ—তাইতো আমরা মহতের আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেচি।”

জয়দেব বললেন, “আপনারা কি স্বচক্ষে দেখেচেন ?”

শিবরাম বললেন, “না, আমরা স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এটা স্বচক্ষে দেখারও অধিক! কারণ এক হাট লোকের সাম্‌নে ব্যাপারটা ঘটেচে। ঘোর কলি উপস্থিত!”

জয়দেব আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “মাধবীর সঙ্গে ললিতের কি কথাবার্ত্তা হয়েচে, আপনারা কেউ তা জানেন ?”

শিববাম বললেন, “দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! তাদের কথা শুন্‌তে গিয়ে কে মাথা দেবে বলুন ?”

জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আচ্ছা, আপনারা এখন যান, ভবিষ্যতে যাতে এমন ব্যাপার আর না হয়, আমি তার উপায় কর্‌চি।”—এই ব'লে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে মাধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

মাধবী একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চুপ ক'রে চোখ মুদে শুয়েছিল। জয়দেবের পায়ের শব্দে চোখ মেলে বললে, “আসুন।”

জয়দেব একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সাম্‌নে বস্‌লেন।

মাধবী বল্‌লে, "জয়দেববাবু, আপনার মুখ এমন শুক্‌নো কেন? কোন অসুখ করেচে?"

—"না, অসুখ করে-নি, তবে মনটা বড়ই খারাপ।"

—"মন খারাপ? কেন, মনের ওপরে কোন অত্যাচার করেচেন বুঝি?"

—"না, ঠাট্টা নয় মাধবী! আজ বড়ই একটা দুঃসংবাদ শুন্‌লুম।"

—"আপনার মন যখন খারাপ হয়েচে, খবরটা তখন নিশ্চয়ই গুরুতর। আমার জমিদারী কেউ নিলামের ডাকে কিনে নেয় নি তো?"

জয়দেব একটু বিরক্ত স্বরে বললেন, "না মাধবী, না!"

—"শুনে আশ্বস্ত হলুম। জমিদারীটা বিকিয়ে গেলে সত্যি-সত্যিই আমি দুঃখিত হতুম জয়দেববাবু!"

—"মাধবী, এ কৌতুকের সময় নয়।"

—"তবে কি করব বলুন? একটা সময়োপযোগী করুণ গান গাইব কি?"

—"না।"

—"তাও নয়? তাহলে আমি নাচার। তবে আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।"

—"বল। তোমার কাছে আমি প্রাণ দিতে পারি।"

—"উঁহু, অতবড় শক্ত অনুরোধ আমি করতে চাই না। আপনি প্রাণ দিলে আমার জমিদারী দেখবে কে?"

—"তবে কি অনুরোধ, খুলে বল।"

—"আমার সামনে আপনি মুখ অমন গম্ভীর করে থাকবেন না। গম্ভীর মুখ আমার ধাতে বরদাস্ত হয় না। এই আমার অনুরোধ।"

—"মাধবী, আবার তুমি ঠাট্টা কচ্ছ?"

—"জয়দেববাবু, আমি ঠাট্টা করচি বলে আপনি খালি রেগেই উঠ্‌চেন। কিন্তু কি হয়েচে যদি তা খুলে বলেন, তাহ'লে আপনার মত আমারও মন নিশ্চয় খারাপ হয়ে যাবে, আর আমিও তাহলে নিশ্চয়ই আর ঠাট্টা করবার সুযোগ পাব না।"

জয়দেব মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "যা শুনেচি, তা এখনো আমার বিশ্বাস হচ্চে না, তবে—"

—"তবে, আমার মুখে শুনলে আপনার বিশ্বাস

হবে তো? হ্যাঁ, আমি আজ ললিতবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। কেমন, এই খবর শুনেই তো আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে? এটা আমি অনেকক্ষণই বুঝতে পেরেছি।”

জয়দেব রীতিমত বোকা ব'নে থতমত খেয়ে বললেন, “এতক্ষণ তা বুঝেও আমার সঙ্গে তুমি পরিহাস করছিলে?”

মাধবী চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে জোর-গলায় বললে, “হ্যাঁ, তা করছিলুম। কারণ এমন একটা তুচ্ছ খবরে আপনার মত বিচক্ষণ লোকের মন খারাপ হয়ে যাওয়া আমি ঠাট্টার বিষয় বলে মনে করি!”

—“কিন্তু মাধবী—”

—“থামুন। আমি ললিত বাবুর বাড়ীতে আজ গিয়েছিলুম, দরকার হ'লে আবার যাব। কিন্তু তাই নিয়ে আমার কাণে আপনারা যদি উপদেশ বৃষ্টি করতে উদ্যত হন, তবে তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না,—এ আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি। জয়দেববাবু, এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন,—অন্য কথা নিয়ে আলোচনা করুন।”

ষোলো

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য প্রভু! হয় না স্থাপিত,—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

—নবীনচন্দ্র সেন

বাগানের এক টেরে, সবুজ ঘাসের উপরে একখানি গালিচা পেতে ব'সে, মাধবী আর ললিত আলোচনায় ডুবে রয়েছে।

ওদিকে পশ্চিমের অগ্নি-পুরীতে, নীরবে বিদায়-বাঁশী বাজিয়ে ক্লান্ত রবি ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে,—কেবল মাত্র শেষ-বেলার গুটিকতক পলাতক কিরণ-রেখা, চপল শিশুর মতন আকাশ-আঙিনায় খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

মাধবী বলছিল, "ললিতবাবু, আমি জাতিভেদের সমর্থন করি না। কিন্তু তবু, এটা কি আপনার মনে

হয় না যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভেতরেও অনেকখানি সত্য, অনেকখানি শক্তির পরিচয় আছে?"

ললিত বল্‌লে, "আমি তো সে-কথা অস্বীকার করি না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েচে মানুষের মঙ্গলের জন্যেই, আর তার গুণে দেশের যে ভালোও হয় নি, এমন কথাই বা কে বলচে? কিন্তু এইটুকু ভালোই যে সম্পূর্ণ ভালো, এমন কথা আমি মনে করি না।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ মানুষ সাধু উদ্দেশ্য নিয়েও অনেক সময়ে হিতে-বিপরীত ক'রে ফেলে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফলে অল্পের উত্থান আর বহু'র পতন হয়েচে। বর্ণধর্ম্ম না থাক্‌লে ভারতে হয়ত ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, মধু, বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথের সংখ্যা বাড়ত। যে শক্তি ঐ সব প্রতিভা-ধরের সৃষ্টি করেচে, সে শক্তি এখন পর্য্যন্ত অল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েচে, তাই অল্পের মধ্যেই শক্তিরবিকাশ দেখা যাচ্চে। কিন্তু এই শক্তি বহু'র মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, প্রতিভার সংখ্যাও কি বহু হওয়া স্বাভাবিক নয়?"

—"তাই কি ঠিক ললিতবাবু? ধরুন, নদীর শক্তির কথা। নদীর শক্তি যখন অল্পের মধ্যেই বদ্ধ থাকে,

তখন তার বেগও হ'ত প্রখর, কিন্তু অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লে, সে শক্তির বিপুলতা কি কমে যায় না ?"

—"মাধবী দেবী, উপমা হচ্ছে কবির সম্পত্তি, যুক্তি আর উপমা এক নয় ! তাই তর্ক বা আলোচনার সময়ে উপমা দিয়ে প্রতিপক্ষকে কেবল ধাঁধা খাইয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সত্যের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না।"

—"আমার উপমা যে লাগ্‌সৈ হয় নি, আপনি তা প্রমাণ করুন।"

—"আপনার উপমা লাগ্-সৈ হয়েচে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সার্থকতা ঐ পর্য্যন্ত। আমাদের কথা হচ্ছে মানুষের মন, জাতির মন নিয়ে। এর সঙ্গে নদীর জলের তুলনা চলে কি ? শক্তি সমস্ত জাতির মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও দুর্ব্বল হয় না,—কারণ প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে সদ্ব্যবহার ক'রে সেই শক্তির প্রবলতা আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু জল বা নদীর তরঙ্গের এ বিশেষত্ব নেই, ছড়িয়ে-পড়া শক্তিকে দ্বিগুণ ক'রে তোলবার উপায় সে জানে না।"

মাধবী কোন জবাব না দিয়ে, আকাশের সেইখানে

চেয়ে রইল, যেখানে গোধূলির বর্ণ-তুলি মেঘে মেঘে আসন্ন সান্ধ্য স্বপনের রং মাখিয়ে যাচ্ছে।

ললিত নিজের মনেই ব'লে চলল, "দেখুন, জগতে আজ সব-চেয়ে দুর্দ্দশা এই ভারতের। ভারতবাসী আজ যত নীচুতে আছে, তত নীচুতে আর কোন সভ্য জাতি নেই। এর কারণ কি? আমরা আজ পর্য্যন্ত "নেশন" গড়তে পারলুম না। এখন যে-ভাবে দিন চলছে, তা বদলাতে না পারলে, আমাদের দ্বারা কখনো "নেশন" গড়া সম্ভবও হবে না। যে বিপুল দেশে প্রতি ক্রোশের মধ্যেই এক একটি নতুন জাতির সৃষ্টি হয়েছে, নতুন ভাষার গড়ন হয়েছে, নতুন সামাজিক বিধি তৈরি হয়েছে, সেখানে কি করে জাতীয়তার জন্ম হবে?"

—"কিন্তু হিন্দু-আমলে ভারতও তো কম উন্নত হয় নি!"

—"যে উন্নতি বিদেশীর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, তাকে তো বিশেষ লোভনীয় ব'লে মনে হচ্ছে না! ঘরোয়া যুদ্ধ জিতে সেকালের ভারতে কোন কোন হিন্দু রাজা সাময়িক প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু বিদেশী শত্রুর কবল থেকে তাঁরা স্বদেশ রক্ষা করতে পারেন নি! হিন্দু, ভাইয়ের সঙ্গে ল'ড়ে কুরু-

ক্ষেত্রে জিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণিপথে সে দাঁড়াতে পারলে না। কারণ কি? ঘরোয়া ঝগড়া, জাতীয়তার অভাব।"

—"কিন্তু ইউরোপেও তো প্রতি রাজ্যের ইতিহাসে ঘরোয়া বিবাদের অগুন্তি গল্প পড়া যায়! ঘরোয়া বিবাদ নেই, এমন দেশ দেখাতে পারেন কি?"

—"ভারত আর ইউরোপের ঘরোয়া বিবাদে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। গ্রীস একসময়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল—আর সেই-সব রাজ্যের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া-ঝাটির অন্ত ছিল না। কিন্তু যখনি ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস এসে হেলেনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলেন, তখনি গ্রীসের সমস্ত খণ্ডরাজ্যের রাজারা রেষারেষি ভুলে, এক হয়ে ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। মুসলমানদের তাড়াবার জন্যে ইউরোপের সমস্ত দেশের রাজারা এক-কণ্ঠে 'ক্রুসেড' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই সেদিও দেখুন, স্বাধীনতা যাবার ভয়ে আইরিসরা জাতীয় অভিমান ভুলে চিরশত্রু ইংরেজদেরও সঙ্গে মিলতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে নি। ভারতে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়। বহিঃশত্রু এলে ভারতের রাজারা ঘরোয়া বিবাদ

ভুলে একসঙ্গে দাঁড়াতে পারেন নি। আমার বিশ্বাস এর একমাত্র কারণ জাতীয়তার অভাব।"

মাধবী ধীরে ধীরে বল্‌লে, "ললিতবাবু, আপনার কথা আমার মনে লাগচে। কিন্তু এই জাতীয়তা আস্‌বে কি উপায়ে, আপনি তা নিয়ে কিছু চিন্তা করচেন কি?"

ললিত বল্‌লে, "নিশ্চয়। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য, জাতিভেদ ভুলে দেওয়া। হিন্দুমাত্রই একজাতি,—দেশভেদ থাকুক, ভাষাভেদ থাকুক—উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে—যেখানে যত হিন্দু আছে সকলেই একজাতির লোক,—কে শূদ্র, কে বৈশ্য, কে ক্ষত্রিয়, কে ব্রাহ্মণ সে বিচার একেবারে ভুলতে হবে—পূর্ব্বের বর পশ্চিম থেকে বধূ আনবে, উত্তরের জল দক্ষিণে অচল হবে না, সকলেই সমান শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী হবে,—এই হোলো গিয়ে জাতীয়তা সৃষ্টির গোড়ার কথা।—জাতীয়তার ভিত্তি হচ্চে স্বজাতির প্রতি মমতায়। একে যদি অন্যকে ছোট-নজরে দেখে, তবে সে মমতা আস্‌বে কোত্থেকে?"

—"কিন্তু এটা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব করতে গেলে, হিন্দুর সমস্ত জীবন-ধারা বদ্‌লে দিতে হবে যে!"

—"তা দিতে হবে বৈকি! তা না দিতে পারলে একালের হাওয়ায় কিছুতেই আমরা টিকৃতে পারব না। ভারতে একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের অমন বিপুল প্রচার যখন সম্ভব হয়েছিল, তখন এটাই বা সম্ভব হবে না কেন?"

—"এতবড় একাকার ঘটাতে গেলে সময় চাই। ততদিন আমরা বাঁচ্‌ব কি?"

—"না বাঁচি, দুর্ভাগ্য। তা ব'লে হাত গুটিয়ে আর ব'সে থাকা তো চলে না! দেখুন, ইউরোপে জাতি-হিসাবে সবাই এক। তারা সবাই খৃষ্টান। তাদের শক্তির কাছে তাই আমরা পাল্লা দিতে পারছি না। মুসলমানরা যে আজও জীবন্ত জাতি, ইউরোপের বিষম চাপেও তারা যে মাথা তুলে আছে, এরও একমাত্র কারণ, জাতি-হিসাবে তাদের মধ্যে ভেদ নেই। আমাদেরও এম্‌নি হ'তে হবে—হিন্দু-মাত্রই এক,—এই একত্বের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য থাকবে না। এই পথই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ।"

সতেরো

"হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার !"

—রবীন্দ্রনাথ

—"অজিত, তোমার মন-গড়া জাতীয়তার একমাত্র পথে তুমি একলাই যাত্রী হ'তে পারো, তাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু এই ভাবের বিষ তুমি মাধবীর মনের ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করচ কেন ?"

ললিত নিজের মনেই কথা কয়ে যাচ্ছিল এবং মাধবীও একাগ্রভাবে তার কথা শুনছিল,—এর-মধ্যে জয়দেব যে কখন্ তাদের কাছে এসে ব'সেছেন, তারা কেউ তা টের পায়-নি।

জয়দেবের বিরক্ত কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ললিত আর মাধবী দুজনেই ফিরে তাকালে।

জয়দেব আবার বল্‌লেন, "ললিত, তুমি ভদ্রতার গর্ব্ব কর, কিন্তু এটা কি তোমার উচিত হচ্চে ? মাধবীর রুচি তুমি বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা করচ কেন ? লেকচার্

দিতে চাও, নিজের জাতির ভেতরে গিয়ে যত খুসি লেকচার দাও, কিন্তু এখানে কেন? মাধবী কখনো তোমার শিষ্য হবে না।"

ললিত মৃদু হেসে বল্‌লে, "জয়দেববাবু, গুরুগিরির ব্যবসা তো আপনাদের বামুন-জাতেরই একচেটে, আমি বামুনও নই, কারুকে শিষ্য করতেও চাই না। মাধবী-দেবী আমার শিষ্য নন—আমি তাঁর বন্ধু।"

জয়দেব রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন, "না, তুমি হ'চ্চ মাধবীর প্রজা। মেয়ে-পুরুষে বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করি না।"

ললিত তেম্‌নি হাসি-মুখেই বল্‌লে, "আপনি না স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু মাধবীদেবী নিজে বোধ হয় তা স্বীকার করবেন। কি বলেন আপনি?"—এই ব'লে সে মাধবীর দিকে ফিরে চাইলে।

মাধবী সকৌতুকে হেসে উঠে বল্‌লে, "নিশ্চয়! আপনি আমার বন্ধু, আমি আপনার বন্ধু!"

"শুন্‌লেন তো জয়দেব-বাবু? ভবিষ্যতে আর আমাদের বন্ধুত্বে যেন সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। ... মাধবীদেবী, এখন আমি আসি—প্রণাম!" এই ব'লে ললিত উঠে, সেখান থেকে চলে গেল।

রুদ্ধ আক্রোশে ঠোঁটের উপরে দাঁত চেপে, জয়দেব

চুপ ক'রে খানিকক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর বল্লেন, "আচ্ছা মাধবী, একটা সামান্য প্রজার কাছে আমাকে এমন ভাবে অপমান করা কি তোমার উচিত হোলো ?"

মাধবী আবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বল্লে, "শোনেন কেন জয়দেব-বাবু, আমাদের কথা আপনিও সুবুদ্ধির মত হেসেই উড়িয়ে দিন না।"

জয়দেব আরও বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "তোমাদের মতন অত সহজে আমার হাসি আসে না মাধবী।"

—"আমাদের মতন হাস্তে শিখুন জয়দেব-বাবু, হাস্তে শিখুন। হাস্তে যাদের কষ্ট হয়, দুনিয়ায় তারা কিছুতেই সুখ পায় না।"

জয়দেব রাগে আর কোন কথা কইলেন না—গোঁ হয়ে ব'সে রইলেন।

তখন অন্ধকারের প্রলেপে পশ্চিমের রঙিন আলোর সমারোহ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল।

মাধবী বল্লে, "উঃ বড্ড শীত কর্‌চে! আর বাইরে থাকা পোষালো না জয়দেব-বাবু, আমি উঠ্‌লুম।"

—"যেওনা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

—"বেশ তো, কথা-টথা পরে হবে-অখন। আপনি

এখন রেগেচেন, খানিকটা বাইরের হাওয়ায় ব'সে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নিন্‌না! ততক্ষণে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে, আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আমি একটু গরম হবার চেষ্টা করিগে।"

—"না মাধবী, বিশেষ দরকারি কথা!"

—"আঃ, কি জ্বালাতনে পড়লুম গা! দিন-রাত খালি দরকারি কথা আর দরকারি কথা! এত দরকারি কথা নিয়ে আমার দরকার নেই বাপু, এর চেয়ে জমিদারী বিক্রী ক'রে ফেলে, সব ঝঞ্ঝাট একেবারে চুকিয়ে দেওয়া ভালো!"

—"মাধবী, দয়া ক'রে একটু বোসো!"

—"আমি না-হয় দয়া ক'রে একটু বস্‌চি, কিন্তু আপনাকেও দয়া ক'রে কথাটা সংক্ষেপে সারতে হবে!"

—"মাধবী, আমার কাছ থেকে তুমি এত তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা কর্‌চ কেন? এতক্ষণ তো ললিতের কাছে তুমি স্থির হয়ে ব'সেছিলে?"

—"তার কারণ তখন শীত কর্‌ছিল না,—কিন্তু এখন কর্‌চে!"

—"দেখ মাধবী, ললিতের এত ঘন ঘন এখানে

আলাপআলোচনাটা ভালো দেখাচ্ছে না। এতে আমাদের মানহানি হয়।"

—"আমাদের মান এত ঠুন্‌কো নয় জয়দেব-বাবু!"

—"না মাধবী, তুমি এমন হাল্‌কা ভাবে আমার কথা উড়িয়ে দিও না। আরো মনে রেখ, ললিত বয়সে যুবক, আর তুমিও বয়সে বালিকা নও।"

—"জয়দেব-বাবু, আপনিও তো বয়সে ললিত বাবুর চেয়ে খুব বেশী বড় নন! তাহ'লে আপনার সঙ্গেও তো মেলামেশা করা উচিত নয়!"

জয়দেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি এতক্ষণ যে-কথা বল্‌তে চাইছিলেন, মাধবীর এই কথায় যেন তার খেই পেলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন,—"আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমার কোন ভয় নেই।"

—"কেন?"

—"কেন? কারণ আমি তোমার স্বজাতি, আর—"

—"বলুন, থামলেন কেন? 'আর' কি?"

—"আর, তুমি তোমার বাবার মত জান না বোধ হয়?"

—"না। বাবার কোন মত জানবার সুযোগ আমার হয়-নি। আশা করি, আপনি জানেন।"

—"হ্যাঁ, শোনো বলি। আমি তোমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর কুলীনের সন্তান। তোমার বাবার মত ছিল, কুলীনের সন্তান ছাড়া আর কারুকে তিনি জামাই করবেন না। আমার হাতেই তিনি তোমাকে সম্প্রদান করবেন ব'লে স্থির করেছিলেন। তাঁর আগ্রহ আর চেষ্টাতেই কলকাতায় আমি লেখা-পড়া শিখতে যাই। তারপর থেকেই আমি একরকম তোমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েচি বললেই চলে।"

মাধবী বেশ সহজ স্বরেই বললে, "এটাই যে আমার বাবার মত, তার প্রমাণ কি ?"

—"অনেক প্রমাণ আছে। আমি সাক্ষী ডাকতে পারি।"

—"দরকার নেই। কারণ, আমার বিশ্বাস, বাবা আজ বেঁচে থাকলে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করতেন।"

জয়দেব আহত স্বরে বললেন, "মাধবী, আমি গর্ব্ব করতে চাইনা। তবে, বিদ্যায় চেহারায় আর কুল-মর্য্যাদায় তুমি কি আমাকে অপাত্র বলতে চাও ?"

মাধবী মুখে কাপড় দিয়ে কোনরকমে হাসি ঢেকে

বললে, "না, আমি আপনার রূপ-গুণ নিয়ে নির্দয় সমালোচনা করতে চাই না।"

—"তবে তোমার বাবার অমত্ হোতো কিসে?"

—"সে-কথা নাই বা শুনলেন?"

—"না মাধবী, না! অনেকদিন থেকেই এই কথাগুলি তোমাকে বলব বলব মনে করচি। আজ যখন সুযোগ পেয়েচি, তখন তোমাকে সব কথাই খুলে বলতে হবে।"

—"আমার বাবা এ বিবাহে মত্ দিতেন না, কারণ, আমি আপনাকে ভালোবাসি না।"

জয়দেব দমে গিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "হিন্দুর সংসারে কন্যার মতে কোন কাজ হয় না।"

মাধবী শান্ত ভাবেই বললে, "বাবা আজ বেঁচে থাকলে তাইই হয়তো হোতো। কিন্তু তিনি যখন পরলোকে, তখন আমার মত্ই সকলকে গ্রাহ্য করতে হবে।"

—"মাধবী, ভালো ক'রে ভেবে দেখ। তুমি লেখাপড়া শিখেচ, তোমার বিচার করবার ক্ষমতা আছে।"

—"লেখাপড়া শিখেছি ব'লেই তো আমি আমার নিজের মতে চলতে চাই।"

—"নিজের মতে চল্‌বে ব'লে তুমি কি তোমার স্বর্গগত পিতারও কথার অবাধ্য হবে?"

—"কি করব বলুন, আমি তো আত্মহত্যা করতে পারি না!"

মাধবীর কথায় জয়দেবের আত্মসম্মানে আবার আঘাত লাগ্‌ল। দুঃখিত স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, "মাধবী, মাধবী! বার বার কেন তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিচ্চ? আমার কি দোষ তুমি দেখেচ? আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি প্রাণপণে তোমার জমিদারী রক্ষার চেষ্টা করি। আমি—"

মাধবী বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আপনার কোন গুণই আমি অস্বীকার কর্‌চি না। আপনার পরিচয় তো আমি জানি, নতুন ক'রে জানবার আর দরকার কি?"

—"মাধবী, আমাকে স্বামী-রূপে গ্রহণ কর্‌লে তুমি বোধ হয় ঠক্‌বে না।"

—"সে হয় না জয়দেব-বাবু! যুক্তিতে সব সময়ে মানুষের মন বোঝে না।"

জয়দেব গম্ভীর ভাবে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

অনেক দূরে একটা বাঁশঝাড়ের পিছন থেকে, কুয়াসার ভিতর দিয়ে চাঁদের ঝাপ্‌সা মুখ জেগে উঠছিল, মাধবী অল্পক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। আচম্বিতে একটা দম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়া আসতেই শিউরে উঠে সে বল্‌লে, "জয়দেব-বাবু, বড় শীত কর্‌চে, আমি পালাই।"

জয়দেব তাড়াতাড়ি মৌনব্রত ভেঙে বল্‌লেন, "যেও না মাধবী, যেও না—যেও না।"

—"কেন, আপনার দরকারি কথা কি অফুরন্ত? তা হ'লে আজ্‌কের মত ওটা ক্রমপ্রকাশ্য কর্‌লেই ভালো হয় না কি?"

—"মাধবী, আমার দুঃখ নিয়ে কোন্ প্রাণে তুমি হাসি-ঠাট্টা কর্‌চ?"

—"ক্ষমা দিন জয়দেব-বাবু, ক্ষমা দিন। আপনার ভাব-ভঙ্গি ক্রমেই থিয়েটারি ঢঙের হয়ে উঠচে!"

—"আমি তোমাকে ভালোবাসি মাধবী,—আমার জীবনের চেয়েও ভালোবাসি।"

—"ভুল ক'রেচেন, আজ থেকে আর ভালো-বাসবেন না!"

—"এমন ক'রে আমার সোনার স্বপন ভেঙে দিও না! আমি বরাবর জানি তুমি ছাড়া আর কেউ আমার স্ত্রী হবে না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমার বুকের দরজায় কেবল তোমার মুখই উঁকি মারত। আমার এত দিনের আশাকে ভিখারী ক'রে তুমি কোথায় যাবে মাধবী?"

—"আপাতত বাড়ীর ভেতরে। বড় শীত!"

—"তোমার শীত করচে, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জলন্ত চিতার জ্বালা বয়ে যাচ্চে! আমার ওপর দয়া কর—নইলে আমি আত্মঘাতী হব!"

—"আর নয় জয়দেব-বাবু, এখনো আপনার মুখবন্ধ না করলে যবনিকা পতনের সময়ও উৎরে যাবে!"

—"মাধবী, তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করচ না?"

মাধবী হঠাৎ উচ্চস্বরে তীব্র ভাষায় ব'লে উঠল, "না, না, না! আপনি যা বলচেন, তা অসম্ভব! কেন আপনি বার বার আমাকে বিরক্ত করচেন?"

—এই ব'লেই সে দাঁড়িয়ে উঠে, দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে গেল।

মাধবীর এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত ও

অভিভূত হয়ে জয়দেব নিশ্চলের মত বসে রইলেন।... ...খানিক পরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঠিক যেন দুটো আগুনের শিখা ফুটে উঠল।... ...সেই দুটো জলন্ত চোখ ক্ষুধিত বাঘের চেয়েও নিষ্ঠুর ও ভয়ানক।

আঠারো

"একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা।"

—রবীন্দ্রনাথ

জয়দেবের মনের গতি যে এই দিকে, এতদিন মাধবী তা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে-নি। জয়দেবের প্রস্তাবের উত্তরে সে প্রাণপণে সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে কথা কইছিল বটে, কিন্তু মনে মনে বাস্তবিকই যার-পর-নাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

তার বাবা যে জয়দেবের হাতেই তাকে সঁপে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, এ কথা কেউ তো তাকে এতদিন বলেনি! কথাটা কি সত্যি? হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে! সত্যি হলেও এতে সে মত্ দিতে পারবে না—প্রাণ গেলেও না!

জয়দেবকে সে ভালোবাসে না। আর, তার প্রতি জয়দেবের ভালবাসাও যে খাঁটি নয়—এ ভালোবাসা যে স্বার্থপর, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। মাধবী বেশ বুঝতে পারলে, জয়দেবের ঝোঁক তার সম্পত্তির দিকেই।

ভালোবাসা বোবা হ'লেও, গোপনে থাকলেও, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। ভাষায় না ফুটুক, —ভাবে ভঙ্গিতে ব্যবহারে বুকের ভালোবাসা মুখে চোখে ফুটে ওঠে। ভালোবাসা যে ফুলের গন্ধের মত! দেখা না গেলেও, তাকে লাভ ক'রে ইন্দ্রিয় পুলকাকিত হ'তে দেরি লাগে না! জয়দেব তাকে ভালোবাসলে সে কি এতদিনে তা টের পেত না... ... ...

বাগান থেকে ফিরে এসে, ঘরের কোণে একখানা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে ব'সে, মাধবী এই সব কথা ভাবছে।... ...ঘরের মাঝখানে, একটা মার্বেলের টেবিলের উপরে, ঘষা কাঁচের গোল ডোমওয়ালা কেরোসিনের আলোটা জ্বলছে। সেই আলোতে পালঙ্কের বার্ণিস, দেয়ালের ছবির গিল্টি-করা ফ্রেম, আলমারির বাঁধানো কেতাবের সোনালী হরফগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খোলা জানলা দিয়ে শীতের মলিন জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে ঢুকেও ল্যাম্পের আলোর সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাইরের হাওয়া মৃদু-গতিতে ঘরে এসে চুপিচুপি খবর দিয়ে যাচ্ছিল যে, বাগানে কোথায় হাস্নাহানার ঝোঁপে তাজা ফুলের ফসল ফলেছে!

মাধবী আজ বুঝতে পারলে, ললিতের সঙ্গে সে দেখা করলে বা কথা কইলে, জয়দেব কেন চটে যান, ললিতকে তাড়াবার জন্যে কেন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন! নিজের মনে সে হেসে ব'লে উঠল, "জয়দেববাবু, আপনি কি মনে করেন, ললিতবাবু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী?... ... আশ্চর্য্য!"

একথা মনে করবার তো কোন কারণ উপস্থিত হয় নি। ললিত একদিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সে তার বন্ধু, তার মহত্বকে সে শ্রদ্ধা করে—এইমাত্র। এর মধ্যে আপত্তিকর বা সন্দেহ করবার কি আছে? পুরুষ আর নারীতে বন্ধুত্ব হ'লেই লোকে কেন এমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে? কলকাতায় সে যখন থাকৃত, তখন ললিতের মতন আরো কত যুবকের সঙ্গে সে বন্ধুত্বের সম্পর্কে অবাধে মেলামেশা করেছে, আজ 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে', কাল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে' বা আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ব'সে সকলকে কত গান-বাজ্না শুনিয়েছে, তাতে তার মামা কোনদিন আপত্তি করেন নি, কিংবা সে বন্ধুত্ব কোনদিন সামান্য কারণেও কলঙ্কিত হবারও সম্ভাবনা হয়নি।...ললিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও সেই ধরণের;—তবে এ বন্ধুত্ব যে

আরো-একটু ঘনিষ্ঠ এবং তার অন্য অন্য সকল বন্ধুর উপরেই যে সে ললিতকে স্থান দিয়েছে, এতে আর ভুল করবার কিছু নেই বটে! জীবনে সে ললিতের মতন পুরুষের সম্পর্কেও আর কখনো আসে নি। এমন দেহে বলিষ্ঠ, অথচ মনে কুসুম-কোমল, এমন প্রাণে নির্ভীক, অথচ ব্যবহারে বিনয়ী, এমন কর্ত্তব্যে অটল অথচ ক্ষমায় মধুর চরিত্রও সে তো কখনো দেখেনি,—ললিতকে কাছে পেয়েও কে তাকে বান্ধব-রূপে লাভ না করতে চায়? ললিতের বন্ধুত্ব লাভ,—এ তো একটা পরম সৌভাগ্য! এমন লোককে সন্দেহ করাও মহাপাপ।... ...

এইখানে চিন্তা-স্রোত আবার ফিরে গেল,—মাধবীর মনে পড়্‌ল, আজ বিকালের ডাকে কল্‌কাতা থেকে তার মামার একখানি চিঠি এসেছে,—চিঠিখানি এখনো পড়া হয়নি, গোলেমালে সে ভুলে গিয়েছে।

টেবিলের সাম্‌নে গিয়ে, মাধবী মামার চিঠি খুলে পড়্‌তে বস্‌ল।...

"কল্যাণীয়াষু,

মা মাধবী, তোমার বুড়ো মামাকে তুমি যেন ক্রমেই ভুলে যাবার চেষ্টা করচ ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি এখন আর নিয়মিত ভাবে আমার খবর নাও না। যে-সব

চিঠি লেখ, তাও এত ছোট ছোট হয় যে, প'ড়ে তৃপ্তি পাই না। জানো তো মা, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছি। জমিদারী পেয়ে এ বুড়োকে যেন ভুলে যেও না।

আজ তোমাকে একটি কথা বলা দরকার মনে কর্‌ছি। কথাটি তোমাকে একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌তে চাই। তোমার বয়স হয়েছে—এবারে তোমাকে সংসারে ঢুক্‌তে হবে! এত-বড় জমিদারী নিয়ে এই তরুণ বয়সে আর তোমার পক্ষে একলা থাকা উচিত নয়। আমি যেভাবে তোমাকে মানুষ করেছি, তাতে তোমার স্বাধীনতা কখনো সঙ্কুচিত হবার অবসর পায়নি। এখনো তোমার স্বাধীনতাকে আমি বাধা দিতে চাই না—কেবল কর্ত্তব্য বোধে তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং আমার পরামর্শ শুন্‌লে বোধ করি তে'মাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে না।

আমার কাছে তোমার কোনই লজ্জা নেই—তোমার মতামত আমাকে জানাবে। কল্‌কাতায় তোমার যোগ্য পাত্রের অভাব নেই—আমি কি তোমার জন্য চেষ্টা করব?

আর-একটি কথা। কাল আমি একখানা চিঠি পেয়েছি, তাতে লেখকের নাম নেই।

উড়ো-চিঠিতে আমি বিশ্বাস করি না, তবু তোমাকে দুটো-একটা কথা জানানো উচিত মনে করি। শুনলুম, ললিত ব'লে একটি যুবকের সঙ্গে তুমি নাকি সর্ব্বদাই "অন্যায় রকম মেলামেশা" করচ আর তাই নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলচে। আর ললিত নাকি জাতে নমশূদ্র।

তুমি যে কারুর সঙ্গে "অন্যায় রকম মেলামেশা" করচ, এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ ললিতকে না চিনলেও তোমাকে আমি চিনি। তবে পাঁচজনকে পাঁচ কথা বলতে সুযোগ দেওয়া তো ঠিক নয়! কেননা, তুমি জমিদার-কন্যা।

ললিত নমশূদ্র ব'লে গ্রামের মধ্যে তার সঙ্গে তোমার মেলামেশায় ঘোট হচ্ছে শুনলুম। তুমি জানো, আমি নিজেকে হিন্দু ব'লে স্বীকার করি, কিন্তু জাত মানি না। কোন নমশূদ্র যদি সৎপাত্র হয়, তবে তাকে আমার জামাই করতেও আপত্তি নেই।

কিন্তু তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। তুমি থাকবে পল্লীগ্রামে, আর আমি আছি সহরে। সহরে যা চলে, পল্লীগ্রামে তা অচল। বিশেষ, গ্রামের মধ্যে তোমার যে বংশমর্য্যাদা, যে পদগৌরব, প্রজাদের মুখ চেয়ে তা রক্ষা না করা বোধ হয় ঠিক নয়। অতএব

ভবিষ্যতে সকল দিক বাঁচিয়ে ললিতের সঙ্গে মেলামেশা করলেই আমি খুসি হব।

উড়ো-চিঠিতে আরো অনেক কথা পড়লুম, সব কথা তোমাকে না জানালেও ক্ষতি নেই। পত্রের উত্তর পেলেই আমি তোমার কাছে যাব। আশা করি, তুমি ভালো আছ। আমার আশীর্ব্বাদ নাও। ইতি—

তোমার

মামা।"

মাধবী আনমনে আবার ভাবতে লাগল··· ···বিবাহ ······কাকে সে বিবাহ করবে?—পূরন্ত যৌবনে তার জীবন ভরা-বসন্তের ফুলের ডালার মতন সাজানো রয়েছে, সে ফুলগুলি মালা হয়ে কোন্ বাঞ্ছিত অতিথির গলায় গিয়ে উঠবে? আজও তো সে কোন নবীন অতিথিকে প্রাণের নিমন্ত্রণ পাঠায় নি!···

কিন্তু এই উড়োচিঠি! কে এই চিঠি লিখেছে?··· ঠিক! এ আর কারুর নয়—নিশ্চয় জয়দেব-বাবুরই কীর্ত্তি!—রাগের আগুনে মাধবীর মনের ভিতরটা জ্বলতে লাগল!

দাসী এসে খবর দিলে, "একটা মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

—"কে সে ?"

—"জানিনা। তার মুখ থেকে পা পর্য্যন্ত কাপড় মুড়ি দেওয়া।"

—"কোত্থেকে এসেচে ?"

—"বলচে, কলকাতা থেকে। আপনার সঙ্গে নাকি তার বিশেষ কি দরকারি কথা আছে।"

—"আচ্ছা, এখানে নিয়ে এস।"

মাধবী ভাবলে, বোধ হয় তার মামাই কোন লোক পাঠিয়েছেন। তাইত, এ আমার কি নতুন গোল বাধ্‌ল—সে এখন কি উত্তর দেবে ? বিবাহের কথা নিয়ে এখনো তো সে মাথা ঘামায় নি,—আর বিবাহ নিয়ে হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হবারও তো বিশেষ কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না।

উনিশ

"তার পরে ?   তার পরে !
চ'লে গেল !
তার পরে ?   তার পরে !
ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল —
সবি গেল—সবি গেল গো—"

—রবীন্দ্রনাথ

দাসী যাকে সঙ্গে ক'রে ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে গেল, একখানা নীল-রঙের আলোয়ান দিয়ে সে আপনার সর্ব্বাঙ্গ এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে আছে যে, সে যুবতী কি প্রৌঢ়া কিছুই বুঝবার যো নেই।

মাধবী অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর সে যখন মুখ খুললে, একটা অভাবিত বিস্ময়ে মাধবী একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। এ যে পরমা সুন্দরী এক যুবতী! সে বুঝলে, এ তার মামার বাড়ী থেকে আসে-নি।

যুবতী তার ভাসা-ভাসা চোখদুটি মাটির দিকে

নামিয়ে, দু-খানি সুডৌল হাত তুলে মাধবীকে প্রণাম করলে।

মাধবীও প্রতি-নমস্কার ক'রে বললে, "কে আপনি ?"

যুবতী মৃদু ব্যথিত স্বরে বললে, "আমি পোড়ারমুখী।"

উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে মাধবী আবার তার মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

যুবতী ধীরে ধীরে তেম্‌নি ব্যথিত স্বরেই বললে, "আমাকে আপনি চেনেন না। আমি কিন্তু দায়ে প'ড়ে তবু আপনার কাছেই এলুম। এ সংসারে আমার আর কারুর কাছে যাবার উপায় নেই।"

—"আমি আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারচি না। শুনলুম আপনি কলকাতা থেকে এসেচেন। এত লোক থাকতে আমাকে দিয়ে আপনার কি উপকার হবে ? আমাকে আপনি চিনলেন কি ক'রে ?"

যুবতী বললে, "হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আমি এসেচি বটে, কিন্তু এক সময় আমি এই গাঁয়েরই মেয়ে ছিলুম।"

—"কল্‌কাতায় কি আপনার শ্বশুর-বাড়ী ?"

—"না, কল্‌কাতায় আমার যমের বাড়ী।"

যুবতীর স্বর শুনে মাধবী চমকে উঠল। তার চোখের দিকে চেয়ে দেখলে, ধীরে ধীরে চোখদুটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে!

মাধবী তাড়াতাড়ি বললে, "আমি হয়ত না জেনে আপনাকে ব্যথা দিলুম, আমাকে ক্ষমা করুন।"

যুবতীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিলে—ঠিক যেন ধারা-শ্রাবণের কাজল-মেঘের ফাঁকে অল্প একটু সূর্য্য-করের ম্লান আভাস। তারপর সে বললে, "যন্ত্রণার চিতায় দিন-রাত আমি বাস করচি—নতুন ক'রে আর কেউ আমাকে ব্যথা দিতে পারবে না। আপনি আগে দয়া ক'রে আমার সকল কথা শুনুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। এই কথাগুলি বলবার জন্যেই আজ আমি আপনার কাছে এসেচি।"

মাধবী বললে, "আচ্ছা, আপনি আগে একটু স্থির হয়ে ব'সে বিশ্রাম করুন, শান্ত হোন, তারপরে আপনার সব কথা শুনব অখন।"

—"বিশ্রাম করব? শান্ত হব?—তাহলে এ জীবনে আপনাকে আর আমার কথা শোনানো হবে না। আপনি কল্পনা করতে পারচেন না—আমার দুর্ভাগ্য কি ভয়ানক!"

—"আচ্ছা, আপনি ঐ আসনে আগে বসুন তো।"

—"না, আমার ছোঁয়া লাগলে আপনার ও-আসনও অপবিত্র হয়ে যাবে।"—এই ব'লে যুবতী ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ল—মাধবীর কোন মানা মান্‌লে না।

যুবতী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললে, "আমার নাম লাবণ্য। এই গাঁয়ের ঘোষেদের বাড়ীর মেয়ে আমি। আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার বিবাহ হয়—তার সাত মাস পরেই আমার সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া ঘুচে যায়।"

মাধবীর বুক দরদে ভরে উঠল, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে, "কিন্তু আপনি আর বাপের কাছে না থেকে, কল্‌কাতায় থাকেন কেন?"

—"বল্লুম তো, কলকাতায় আমার যমের বাড়ী, সেখানে আমি জ্যান্তে নরক ভোগ করচি।... ...আপনি এখনো বুঝতে পারলেন না?... ...বাপের বাড়ীতে, শ্বশুর-বাড়ীতে আর আমার ঠাঁই নেই—আমি যে কলঙ্কিনী নাম কিনেচি!"

মাধবী স্তম্ভিতের মত বসে রইল।

লাবণ্য বিদীর্ণ স্বরে ব'লে উঠল, "এ কথা শুনে আপনিও কি আমার উপর বিমুখ হবেন ?…না—না—এর জন্যে প্রথমে আমি দায়ী ছিলুম না—নিজে আমি বেচে পাপের পসরা মাথায় তুলে নিই নি,—আগে আমার সকল কথা শুনুন, তার পর আমাকে ঘৃণা করবেন !"

মাধবী মৃদুস্বরে বললে, "বলুন।"

—"পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত বাপের আদর মায়ের স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত হই নি। বিয়ের ক'নে হয়ে স্বামীর সংসারে জীবনে একবার গিয়েছিলুম, তার পর বাপের বাড়ী ফিরে এসে স্বামীকে আর কখনো দেখি নি। আপনি শুনলে কি ভাববেন জানি না—কিন্তু স্বামীর মরণে দুঃখ আমার খুব বেশী হয় নি, আর বাপের বাড়ীতে থাকতেও স্বামীর অভাব তেমন করে আমি বুঝতে পারি নি।"

—"কিন্তু আপনার এ অবস্থা হোলো কেন ?"

—"একদিন সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চানন তলায় ঠাকুরের আরতি দেখে ফিরে আসছি,—হঠাৎ তিনজন লোক এসে আমাকে ধরে মুখ বেঁধে নিয়ে গেল। তারপর তারা আমাকে নিয়ে একখানা নৌকোয় গিয়ে উঠল।

তিনদিন নৌকোতে থাক্‌বার পর তারা আমাকে কি খাইয়ে অজ্ঞান করে দেয়। যখন জ্ঞান হোলো তখন দেখ্‌লুম আমি কল্‌কাতায় একখানা বাড়ীতে শুয়ে আছি, সে বাড়ীও ভদ্রলোকের বাড়ী নয়, সেখানে যারা থাকত তারা সবাই কুলটা।"

—"আপনাকে যারা ধরে নিয়ে যায়, তারা কারা?"

—"তাদের একজনকে চিনি। তার নাম ফটিক।"

—"ফটিক!"

—"হ্যাঁ। সে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে যেত, বাবাকে কাকা ব'লে ডাকৃত। সে আমাকে ধরে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজে আমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় যায়-নি। কল্‌কাতায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর একজনের হুকুমে। তিনিই ভয় আর লোভও দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেন।—প্রথমটা আমি শক্ত হয়ে ছিলুম,—কিন্তু যখন শুনলুম, আর আমার দেশে ফেরবার উপায় নেই, ফিরে গেলেও বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, তখন আমি বাধ্য হয়ে—থাক্‌, সে কথা আমি আর বল্‌তে পারব না—এখন মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা করাই ছিল আমার পক্ষে তখন উচিত কাজ।"

মাধবী গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "আপনার দুর্ভাগ্য যে কি

শোচনীয়, আমি তা বুঝতে পেরেচি। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার যে কি উপকার হবে, তা তো আমি আন্দাজ করতে পারচি নি।"

লাবণ্য বল্লে, "সমাজের দ্বার আমার সাম্নে বিনা দোষে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে দেখে, অনিচ্ছা থাক্লেও আমি পাপ-পথে নাম্তে বাধ্য হয়েচি। কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে আর-একটি কথা বল্ব। তাহ'লেই বুঝতে পারবেন, কেন আমি আপনার কাছে এসেচি।"

—"বলুন।".

একটু ইতস্তত ক'রে নতমুখে লাবণ্য বল্লে, "যাঁর হুকুমে আজ আমার এই দশা, তাঁকে আমি—আমি—ভালোবাসি। শুনেচি, সাপ তার চোখ দিয়ে শিকারের জীবকে জোর ক'রে বশ করে। তিনি আমাকে বোধ হয় তেম্নি কোন মায়ায় বশ ক'রেছিলেন। আপনারা আমাকে কুলটা ছাড়া আর কিছু ভাব্তে পারবেন না, আমি আর কিছু ভাব্তেও বলি না। তবু আমাকে বল্তেই হবে যে, তাঁকে আজও আমি স্বামী ব'লেই জানি, আমাদের বিবাহ না হ'লেও তাঁকে আমি স্বামীর মতই ভক্তি আর পূজা করি।—কিন্তু তিনি আমাকে

দেখেছেন, তাঁর লালসা মেটাবার একটা যন্ত্রের মত। কারণ, বৎসর না যেতেই তিনি আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। যে-বয়সে স্বামী হারাই, স্বামীকে চেনবার মত জ্ঞান তখন হয়-নি। কিন্তু আমার মন পাপী হয়েও যাঁকে স্বামী ব'লে মেনে নিয়েছিল, তিনিও আমার দিনকে রাত ক'রে, আমার চোখের জ্যোতি নিবিয়ে দিয়ে, আমার বুককে হাহাকারে ভরিয়ে চ'লে গেলেন। আমি প'ড়ে রইলুম পথের ধুলোয়, তিনি চ'লে গেলেন অনায়াসে!"

মাধবী ক্রুদ্ধস্বরে বল্লে, "চলে গেলেন?"

—"হ্যাঁ। সে অজ অনেকদিন আগেকার কথা। তবে এ ক' বৎসর দয়া ক'রে তিনি আমাকে কিছু কিছু মাসোহারা দিতেন, তাইতেই কায়ক্লেশে আমার দিন যাচ্ছিল। কিন্তু আজ ক' মাস হোলো, তিনি আমাকে একেবারে ভুলে গেছেন।"

—"আপনি কি আর মাসোহারাও পান না?"

—"না। এখন হয় আমাকে আত্মহত্যা, নয় আবার দেহ বিক্রী করতে হবে—না, না, আমি আত্মহত্যাই করব।" এই ব'লে লাবণ্য দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

মাধবী আস্তে আস্তে লাবণ্যের কাছে সরে গিয়ে দরদ-ভেজা স্বরে বললে, "আপনি শান্ত হোন। যে পাষণ্ড আপনার এই পতনের জন্যে দায়ী, সে আজ হাসিমুখে সমাজের বুকের ওপরে পা দিয়ে চ'লে বেড়াচ্ছে, পুরুষ বলে তার সব দোষ লোকে ভুলে গেছে, কিন্তু পুরুষের সমাজ আপনাকে ত্যাগ করলেও, আমি নারী,—আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।"

লাবণ্য চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না?"

মাধবী কোমল কণ্ঠে বললে, "না, আমি আপনাকে আশ্রয় দেব। আজ থেকে আপনি আমার কাছে থাকবেন।"

দু-হাতে মাধবীর পা চেপে ধ'রে আবেগে অবরুদ্ধ স্বরে লাবণ্য বললে, "এত বড় সৌভাগ্য আমি তো কল্পনাও করতে পারি-নি!"

তাড়াতাড়ি পা থেকে লাবণ্যের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাধবী বললে, "পাপের ওপরে আপনার যখন ঘৃণা আছে, তখন আপনাকে আশ্রয় দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি।"

লাবণ্য বল্‌লে, "আমি কিন্তু এখানে এসেছিলুম অন্য ভাবে আপনার সাহায্য চাইতে।"

জিজ্ঞাসু চোখে লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে মাধবী বল্‌লে, "আর কি ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

লাবণ্য বল্‌লে, "যিনি আমাকে পাপ-পথে নামিয়ে ত্যাগ ক'রে গেছেন, তাঁর সন্ধানেই আমি এখানে এসেছিলুম।"

মাধবী বিস্মিত স্বরে বললে, "আপনার কথার অর্থ কি?"

—"তিনি এখানেই থাকেন।"

—"এখানে থাকে? কে সে?"

—"তাঁর নাম জয়দেববাবু।"

বিদ্যুতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে মাধবী বল্‌লে, "অ্যাঁ! জয়দেব-বাবু!"

—"হ্যাঁ, কলকাতায় তিনি যখন পড়াশুনো করতেন, তখনই তাঁর হুকুমে আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়।"

বিশ

"এ পাপের কে হ'বে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যক্ত?
অনা'সে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কত দিন আর, হায় কত দিন আর!
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার!
... ...
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক
যে পড়িছে তাহ'কেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে,
নরকে নামায়ে দাও সিঁড়ি ধরে,ধ'রে।"

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

জয়দেব একগাল হাসি হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, "মাধবী, আমাকে তুমি ডেকেছ? সন্ধ্যার সময়ে তুমি যে-রকম রেগে আমার কাছ থেকে চ'লে এলে, আমার মনে হয়েছিল আর বুঝি তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইবে না!"

মাধবী বললে, "না আপনার সঙ্গে আবার কথা কইব না।"

জয়দেব বললেন, "আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এত রাতে হঠাৎ আমাকে ডাকলে কেন?"

আঙুল দিয়ে সাম্‌নের একখানা চেয়ার দেখিয়ে মাধবী বললে, "বসুন। বলচি।"

জয়দেব অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে চেয়ারের উপরে গিয়ে বসলেন। তিনি মনে মনে ঠাউরে নিলেন, সন্ধ্যার সময়ে তাঁর প্রস্তাবে মাধবী সায় দেয় নি, কিন্তু এতক্ষণে ভেবে-চিন্তে সে বোধ হয় নিজের মত বদ্‌লেছে।...... আর, না বদ্‌লাবেই বা কেন? তাঁর কৌলিন্য আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে—এবং নারীর মন কাড়বার সেরা অস্ত্র—রূপ আছে, তিনি কি আর এক-কথায় 'হ্যাক্‌-থুঃ' ক'রে ফ্যালনা জিনিষ? নিজের মনগড়া এই বিজয়-গর্ব্বে ডগমগ হয়ে, সাম্‌নের একখানা আয়নার দিকে চেয়ে, জয়দেব মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

মাধবীও জয়দেবের দিকে চেয়ে ভাবছে,—এই তো মানুষ! যেমন আমি, যেমন আর পাঁচজন, এই জয়দেবেরও তো তেমনি চোখ, তেমনি নাক, তেমনি মুখ,

তেমনি হাত, তেমনি পা! এর চোখে তো সয়তানের দৃষ্টি নেই, মুখে সাপের মত ফোঁশফোঁশানি নেই, হাতে-পায়ে বাঘের মত নখ নেই—তবু এত সয়তানি, এত বিশ্বাসঘাতকতা, এত হিংস্র-স্বভাব এর মাথা জাগল কেমন করে? রূপকথার রাক্ষসদের কথা কি সত্যি,—যারা মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দেয়? ওঃ, মানুষ চেনা কি শক্ত! সাপ কি বাঘ তো মানুষের চেয়ে ঢের উচ্চস্তরের জীব, কারণ তাদের দেখলেই চেনা যায়, ভেতরে বাইরে তাদের স্বর্গ-নরকের প্রভেদ নেই।

জয়দেব বললেন, "মাধবী, ক্রমেই রাত বাড়ছে, কি বলবে বল।"

—"বলচি" ব'লে মাধবী আবার চুপ ক'রে ব'সে রইল।

জয়দেব ভাবলেন মাধবী বোধ হয় লজ্জায় তার মনের কথা খুলে বলতে পারছে না। তার লজ্জাটা ভেঙে দেবার জন্যে তিনি নিজেই কথা সুরু করলেন,—"মাধবী, আমি বুঝেচি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ, তা সেজন্যে আর লজ্জা কি,—আমি তো—"

বাধা দিয়ে অধীর স্বরে মাধবী বললে, "চুপ করুন

[illegible]দেব-বাবু! আমি আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"কি কথা, বল।"

—"আমাদের গ্রামের তারিণী ঘোষকে আপনি চেনেন?"

—"তারিণী ঘোষ?… …হ্যাঁ, নাম শুনেচি। কিন্তু তারিণী ঘোষ তো অনেক দিন মারা গেছে!"

—"তাদের বাড়ীতে এখন কে আছে?"

—"কেউ নেই। তাদের পরিবারের শেষ পুরুষ আজ মাসকতক হোলো মারা পড়েচে।

—"তারিণী ঘোষের কোন মেয়ে আছে?"

—"না।"

—"কোন মেয়ে নেই?"

—"না থাকারই সামিল। তারিণী ঘোষের এক মেয়ে অনেক দিন আগে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে পাপিষ্ঠা বেঁচে আছে কি না জানিনা।"

—"আপনিও কি তাকে পাপিষ্ঠা ব'লে মনে করেন?"

—"নিশ্চয়! যে হতভাগী হিন্দু-নারীর পবিত্র সতীত্বের আদর্শ খর্ব্ব করে, তাকে আমি পাপিষ্ঠা ছাড়া আর কোন নামে ডাক্‌তে পারি না।"

—"কিন্তু যে হতভাগ্য পশুর মত হিন্দু-নারীকে পাপ-পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করে, তাকে আপনি কি ব'লে ডাক্‌তে চান?"

থতমত খেয়ে, তীক্ষ্ণনেত্রে মাধবীর দিকে চেয়ে জয়-দেব বল্‌লেন, "তুমি এ-কথা জিজ্ঞাসা করচ কেন?"

মাধবী হঠাৎ সে প্রসঙ্গ বদ্‌লে বললে, "জয়দেব-বাবু, আপনি কি সত্যি,ই আমাকে ভালোবাসেন?"

—"তাতে কি তুমি সন্দেহ কর?"

—"আপনি আর কারুকে ভালো বেসেচেন?"

—"না। জীবনে এই আমার প্রথম ভালোবাসা।"

—"আপনি লাবণ্যকে কখনো ভালোবাসেন নি?"

চম্‌কে উঠে, ত্রস্ত স্বরে জয়দেব বল্‌লেন, "লাবণ্য? কে লাবণ্য?"

—"তারিণী ঘোষের পাপিষ্ঠা মেয়ে লাবণ্য।"

ভয়-ভরা গলায় আম্‌তা আম্‌তা ক'রে জয়দেব বল্‌লেন, "মাধবী, তোমার এ-সব বাজে ঠাট্টা আমার ভালো লাগ্‌চে না।"

মাধবী গলা চড়িয়ে ডাকলে—"লাবণ্য!"

এ-ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজার পর্দাটা সরিয়ে, লাবণ্য মড়ার মতন সাদা মুখ নিয়ে বেরিয়ে

[illegible]। তার চোখদুটি ঠিক অন্ধের চোখের মতন দৃষ্টি-হীন, তার সারা দেহ ঠিক হিমেল বাতাসে কুসুম-লতার মতন থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্ছে, তার দুই চরণের গতি ঠিক দম-দেওয়া কলের পুতুলের চলনের মত।

জয়দেবের মাথার উপরে যেন বাজ্ ভেঙে পড়্ল। লাবণ্যের দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, নিস্পন্দ পাথরের মূর্ত্তির মতন তিনি বসে রইলেন। তাঁর মুখে আর রক্তের আঁচটুকু পর্য্যন্ত রইল না।

মাধবী ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লে, "এই পাপিষ্ঠাকে আপনি কি চেনেন জয়দেব-বাবু? হিন্দু-নারীর পবিত্র সতীত্বের আদর্শ এ খর্ব্ব করেচে বল্‌লেন না? তাকে কি শাস্তি দিলে আপনার মন বেশ খুসি হয়? মানুষের প্রাণ বধ করার শাস্তি—ফাঁশী। কিন্তু মানুষের আত্মাকে হত্যা করার শাস্তি কি?"

জয়দেব চোখ ফিরিয়ে মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মাধবীর মনে পড়্‌ল, একবার একটা মরন্ত কেউটের চোখে সে যে দৃষ্টি দেখেছিল, সেই দৃষ্টি যেন আজ মানুষ জয়দেবের চোখে অবিকল ফুটে উঠেছে।

আচম্বিতে জয়দেব একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

কর্কশ স্বরে, লাবণ্যের দিকে চেয়ে বললেন, "তুই এখানে কেন? এত-বড় স্পর্দ্ধা—"

লাবণ্যের দিকে দু' পা এগুতে না এগুতেই মাধবী দাঁড়িয়ে উঠে জয়দেবের সাম্‌নে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌লে, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

জয়দেব থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মাধবী ছুরির-মত-ধারালো স্বরে, প্রত্যেক কথায় জয়দেবের বুকের ভিতরটা যেন খান্‌-খান্‌ ক'রে দিয়ে বল্‌লে, "আপনার ছদ্মবেশ আর এখানে টিক্‌বে না, বুঝতে পেরেচেন জয়দেব-বাবু? এত-বড় কাপুরুষ আপনি, যে, এই অভাগীকে অকূলে ভাসিয়ে, বেঁচে থাক্‌বার শেষ উপায় থেকেও একে বঞ্চিত করেচেন? আপনার অত্যাচারে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও অনাহারে মরো-মরো হয়ে দিন-রাত এ চোখের জলে বুক ভাসাচ্চে, আর আপনি এখানে ব'সে, হিন্দু-সমাজের পাণ্ডা সেজে পরম সাধুর মত সকলের চোখে ধুলো দিচ্চেন! আপনার মত ধার্ম্মিক হিন্দু-সমাজে আরো কতগুলি আছে?"

জয়দেব প্রাণপণ চেষ্টায় কি বল্‌তে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে তবু কোন কথাই ফুট্‌ল না।

মাধবী বললে, "আপনাকে আর সাত দিন সময় দিলুম—এই সময়ের মধ্যে আপনাকে জমিদারীর সব হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় হ'তে হবে।"

জয়দেব কাতর কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "আমার কথা শোনো মাধবী—"

সবেগে মাথা নেড়ে মাধবী বল্লে, "না, না, আপনার কোন কথা শুনলেও পাপ। আপনি এখনি এখান থেকে চলে যান!"

—"মাধবী—"

—"জয়দেববাবু, আর একটা কথা কইলে আমি দরোয়ানকে ডাক্‌বো!"

জয়দেব হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে এবং লাবণ্যের দিকে আর-একবার অগ্নি-বর্ষী দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

লাবণ্যের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ-কোমল স্বরে মাধবী বললে, "বোন তোমার মুখ দেখে মনে হচ্চে, ওকে তাড়িয়ে দেওয়াতে তুমি যেন খুব দুঃখিত হয়েচ।"

লাবণ্য মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখ ছাপিয়ে প্রাণের কান্না ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরতে লাগল।

মাধবী বললে, "এত সহজে আর মুষড়ে পোড়ো না ভাই! আমরা—মেয়েরা এই জন্তেই তো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। আমাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই তো পুরুষরা এমন অত্যাচারের সুবিধে পায়! তুমি তো ঠেকে শিখেচ, এখনো তবু ওর জন্তে কাঁদচ!"

লাবণ্য অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললে, "আমি যে পাপিষ্ঠা, আমি যে এখনো ওঁকে ভুলতে পারি নি।"

—"না, ভুলে যাও ভাই, ভুলে যাও! তা ছাড়া তোমার ভিন্ন গতি নেই!"

—"উনি চলে গেলে আমার কি হবে?"

—"কেন, তুমি কি ভুলে গেলে যে, আমি তোমাকে আশ্রয় দেব? তুমি আমার কাছে থাকবে—আমার সখীর মত, বড় বোনের মত! মানুষ যে সজীব পদার্থ! সুপথে ফিরলেই সে আবার পবিত্র হয়! আজ থেকে তোমাকে আমি দিদি ব'লে ডাকবো।"

এই গভীর করুণা আর সহানুভূতিতে গ'লে গিয়ে, লাবণ্য আবার কেঁদে ফেলে মাধবীর কোলের ভিতরে মুখ লুকিয়ে প'ড়ে রইল। মাধবী তার মমতা-ভরা হাতখানি লাবণ্যের মাথার উপরে স্থাপন করলে।

একুশ

"কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানেনা মূঢ়, কি ঘটিবে পরে !"

—মাইকেল মধুসূদন

কাল থেকে মাধবীর মনটা ভারি হয়ে আছে। আজ বৈকালে সে তাই ঠিক করলে, একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আস্‌বে।

কল্‌কাতায় সে রোজ গড়ের মাঠে বেড়াতে যেত। কিন্তু এখানে খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর সুবিধা বেশী থাক্‌লেও তার ভাগ্যে সেটা বড়-একটা ঘটে ওঠে না। তাকে নব্য সাজগোছে বেরুতে দেখ্‌লে, গাঁয়ের লোকেরা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকত। জমিদার-কন্যার এই আচরণ যে তাদের চোখে বিসদৃশ লাগছে, মুখে তা প্রকাশ ক'রে না বললেও তাদের দৃষ্টিতে তা স্পষ্ট জাহির হয়ে পড়ত। সেই সচকিত ও কৌতূহলী দৃষ্টি মাধবীর অসহ্য ব'লে মনে হ'ত। তাই ইচ্ছা থাক্‌লেও সে নিয়মিত-রূপে বেড়াতে যেত না।

আজ বিকালে সে যখন মাঠের পারে গিয়ে দাঁড়াল,

তখন বেলা-শেষের রাঙা আলো নদীর ছুটে-চলা জলের উপরে ভাঙা হাসির করুণ রং মাখিয়ে দিচ্ছিল।

নদীর ধারে একটা ঘাসের উপরে পা ছড়িয়ে ব'সে মাধবী দেখতে লাগল, একখানা নৌকো ধবধবে সাদা পাল তুলে, রাজহাঁসের মতন সাঁতার দিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে চলে যাচ্ছে, আর নৌকোর ধারে ঝুঁকে প'ড়ে একটি তরুণী বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে আছে। মাধবীও নীরবে তার পানে তাকিয়ে রইল। তারপর, বাঁকের মুখে নদী যেখানে নর্ত্তকীর মত নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘুরে গেছে, নৌকো যখন সেখানে গিয়ে মোড় ফিরল, এই দুই অপরিচিতার চোখের ক্ষণিক পরিচয়ও হঠাৎ তখন ফুরিয়ে গেল।

মাধবী তারপর আনমনে দেখতে লাগ্‌ল, ওপারের সবুজ বনের পা ঘেঁসে একঝাঁক বক, পরীলোক-থেকে-খসা ফুলের মালার মতন কেমন মোহন ছাঁদে উড়ে যাচ্ছে! বকের ঝাঁকও মিলিয়ে গেল। মাধবীর চোখ তখন হাল্‌কা মেঘের ভেলাকে অবলম্বন ক'রে নীল-সাগরের অসীমতায় ভাস্‌তে লাগল! মেঘের সাদা ভেলাগুলি ভেসে ভেসে ভেসে কত দূর দূরান্তরে চ'লে গেল, মাধবীর চোখ তবু শ্রান্ত হোলো না।

মাধবী ভাবছে, ঐ পাল-তোলা নৌকা, ঐ বকের পাঁতি,—ঐ মেঘের ভেলা, ঐ আলো-বাচানো ঢেউ-দোলানো নদী যে কোথায়, কোন্ গোপন সুখ-নীড়ের সন্ধানে ছুটে চলেছে, তা সে জানে না। দেশে দেশে ফুলের বাগানে গন্ধ মেখে, বনে বনে শ্যামলতার কোমল মর্ম্মর তান তুলে, মাঠে মাঠে ধান-ক্ষেতে হিন্দোলা দুলিয়ে অশ্রান্ত বাতাস যে কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যাচ্ছে কিসের খোঁজে, তাও সে জানে না। চন্দ্র-সূর্য্য কোন্ রহস্যের অতলতায় অস্ত যায়? তারকারা কোন্ কল্পনার অন্তঃপুরে অদৃশ্য হয়ে ঘুমন্ত দিনের স্বপন দেখে? সে জানে না!… …তার নিজের গতি কোথায়? তার যাত্রা-পথে কোন্ ধ্রুব-তারার আলো পড়েছে? পথের কত দূরে গিয়ে এই সঙ্গীহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ হবে? কোন্ পথিকের হাত ধ'রে সে অগ্রসর হবে আঁধার রাতে, পিছল পথে? সে জানে না!

… … …সন্ধ্যা! মাধবীর অজান্তেই দিনের আলো বিশ্বের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চ'লে গেল, ছায়ার হাতের তিমির-তুলিকার আলিম্পনে প্রকৃতির উজ্জ্বল মুখ ক্রমেই মলিন হয়ে এল। ওপারের আর এপারের পল্লী থেকে গৃহলক্ষ্মীদের রক্তাধরের মধুর ফুৎকারে শঙ্খের

জড় বুকেও যখন জীবনের গভীর সাড়া জাগ্‌ল, তখন মাধবীর হুঁস হোলো যে, এবার বাড়ী ফির্‌তে হবে!

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ফিরেই সে দেখ্‌লে, তার সাম্‌নে আর-একটি মানুষের মূর্ত্তি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

চম্‌কে উঠে, সন্ধ্যার আবছায়াতে চোখ চালিয়ে তাকে সে চিনতে পার্‌লে। ঘৃণাভরে মাধবী বল্‌লে, "জয়দেব-বাবু?"

জয়দেব গভীর স্বরে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আমি।"

—"এখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

—"তোমার পিছনে পিছনে এসেচি।"

—"আমার পিছনে পিছনে এসেছেন! এতক্ষণ সাড়া দেন-নি কেন?"

—"অন্ধকারেই আমাদের আলাপ ভালো ক'রে জম্‌বে ব'লে।"

—"আলোতে মুখ দেখাতে আপনার লজ্জা হয় বুঝি?"

—"আমি পুরুষ। লজ্জা জিনিষটা তোমাদেরি একচেটে।"

—"তবে কি ভয়ে এতক্ষণ সাড়া দেন-নি?"

—"তোমাকে ভয়? তুমি হাসালে মাধবী!"

—"আমাকে আপনি ভয় করেন না ?"

—"না, তোমাকে আমি ভালোবাসি। যাকে ভালোবাসি,, তাকে আবার ভয় কি ?"

মাধবী জ্বলে উঠে ঝাঁঝালো গলায় বললে, "ভালোবাসার নাম আর মুখে আন্‌বেন না জয়দেব-বাবু! যান, এখান থেকে চ'লে যান !"

—"আমি এখন আর তোমার এলাকায় নেই। এখান থেকে চ'লে যাওয়া-না-যাওয়া আমার খুসির ওপরেই নির্ভর করে :"

কোনরকমে মনের রাগ দমন ক'রে মাধবী বল্‌লে, "তাহ'লে পথ ছাড়ুন। আপনি না যান, আমি যাচ্চি।"

জয়দেব হঠাৎ মাধবীর সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "আমার অতীতের জন্যে আমাকে ক্ষমা কর মাধবী! আকস্মিক উত্তেজনায়, যৌবনের খেয়ালে আমি যে অন্যায় ক'রে ফেলেচি, তার জন্যে অনুতাপে আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্চে !"

মাধবী কঠিন হাসি হেসে বল্‌লে, "আপনার অনুতাপে আমি বিশ্বাস করি না।"

—"বিশ্বাস কর না? কেন মাধবী?"

—"ধরলুম, হঠাৎ মনের ভুলে আপনি একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি সত্যিই অনুতপ্ত হতেন, তাহ'লে মাসকতক আগেই লাবণ্যের মাসোহোরা বন্ধ ক'রে দিতেন না।"

—"কাজে-কর্ম্মে আমি ভুলে গিয়েছিলুম।"

—"একটা নিষ্পাপ আত্মার সর্ব্বনাশ ক'রে যে তার কথা ভুলে যায়, তার অনুতাপ মৌখিক। পথ ছাড়ুন জয়দেব-বাবু!"

জয়দেব কাতর স্বরে আবেগভরে বল্লেন, "মাধবী, মাধবী, ভগবানের দোহাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি!"

মাধবী ক্রুদ্ধস্বরে বল্লে, "আবার আপনি ঐ কথা বলছেন?"

—"হ্যাঁ, বল্‌ব—বল্‌ব—বল্‌ব, যতদিন বাঁচব ততদিন বল্‌ব—আমি তোমাকে ভালোবাসি!"

—"রাত হচ্ছে, পথ ছাড়ুন!"

—"না, তুমি আমাকে ত্যাগ করলে আমি আত্ম-হত্যা করব মাধবী!"

—"সুসংবাদ! পৃথিবীর ভার কমবে।"

—"মাধবী, কি নিষ্ঠুর তুমি ! জীবনে কারুর কাছে আমি মাথা নত করি-নি, আজ আমি তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে এমন ভাবে আর্ত্তনাদ করচি, তবু তোমার মন নরম হচ্চে না ?"

—"জয়দেববাবু, আমি আপনার চেয়ে নিষ্ঠুর নই।"

—"বেশ মাধবী, তুমি আমার ভালোবাসা না নাও, কিন্তু আমাকে এত লোকের সাম্‌নে এমন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিওনা। যেমন আছি আমাকে তেমনি থাকতে দাও,—অন্তত এতটুকু দয়া দেখিয়ে আমার মুখরক্ষা কর।"

মাধবী রূঢ় স্বরে বল্‌লে, "না, তা অসম্ভব। ঘরের ভেতরে গোখ্‌রো সাপ ঢুকেচে জেনেও কেউ কি তাকে ঘরে থাক্‌তে দেয় ?"

জয়দেব আকুল স্বরে বললেন, "মাধবী, আমি আর যা হই, কিন্তু কখনো তোমার শত্রুতা করি নি—চিরদিন বন্ধুর মতই তোমাদের জমিদারীর উন্নতি-চিন্তা করেচি। তার কি কোন পুরস্কার নেই ?"

মাধবী অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "বেশ, আপনি যেদিন অবকাশ নেবেন, সেদিন আপনাকে হাজার কয়েক টাকা পুরস্কার দেব। আর এতদিন যে আপনি

আমাদের উন্নতি-চিন্তা করেছেন, সে তো নিজের স্বার্থের জন্তে! আপনি কি বিনা-মাহিনায় কাজ করেছেন?"

জয়দেব বললেন, "আমাকে এমন ভাবে অপদস্থ করতে তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না?"

তাচ্ছীল্যের সঙ্গে মাধবী বল্লে, "কষ্ট? কিছু না!"

—"এই তোমার শেষ কথা?"

—"এই আমার শেষ কথা। এখন পথ ছেড়ে স'রে যান।"

জয়দেব তীব্র বেগে দাঁড়িয়ে উঠে কঠিন স্বরে বল্লেন, "মাধবী! জয়দেবের মুখের সাম্নে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে বাচালতা করবার সাহস আর কারুর হয়-নি! তুমি আমার বন্ধুত্ব নিলে না—কিন্তু আমার শত্রুতা যে কি ভয়ানক, এইবার তারই পরিচয় পাবে।"

জয়দেবের ভাব-ভঙ্গি-ভাষার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হয়ে, মাধবী তাঁর মুখের দিকে সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে।… …জয়দেবের চোখ-দুটো সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে দুখণ্ড জলন্ত কয়লার মতন দপ্ দপ্ করছে!

মাধবী বললে, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

কঠোর অট্টহাস্য ক'রে জয়দেব চারিদিকের স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে তুলে বললেন, "আমার উদ্দেশ্য? দেখতেই পাবে!" এই ব'লে তিনি শীষ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঝোঁপ থেকে পাঁচ-ছয় জন লোক ছায়ামূর্তির মতন বেরিয়ে এসে, মাধবীর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

জয়দেব বললেন, "তোমরা একে কালিদহের পোড়োবাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখবে। সেখানে তিন ক্রোশের মধ্যে মানুষ হাঁটে না—চ্যাচালেও কেউ শুনতে পাবে না। তবু সাবধানের মার নেই--চ্যাচালেই এর মুখ বেঁধে ফেল্‌বে।"

মাধবীর বুকটা দুপ্‌ দুপ্‌ ক'রে উঠ্‌ল। কালিদহের পোড়ো-বাড়ী! সে অনেকের মুখে তার গল্প শুনেছে! সেখানে আগে ডাকাতের আড্ডা ছিল—এখনো মাঝে মাঝে সেখানে খুন-খারাপি হয়। প্রাণের ভয়ে রাতে তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও তার ত্রিসীমানার ভিতর দিয়ে কোন লোক পথ চলতে ভরসা পায় না।

মাধবী বল্‌লে, "জয়দেব-বাবু, আমাকে নিয়ে আপনি কি করতে চান?"

জয়দেব দু পা এগিয়ে এসে বললেন, "মাধবী, তুমি

কি মনে করেচ, আমার এতদিনের প্রভুত্ব, প্রতাপ, মানমর্য্যাদা তোমার মতন বালিকার কথায় অনায়াসে ছেড়ে চ'লে যাব? তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! আমি ডুবেচি না ডুবতে আছি,—তবু একবার শেষ চেষ্টা না করে ছাড়ব না। তাই আমি তৈরি হয়েই তোমার পিছনে পিছনে এখানে এসেচি। তুমি এখন আমার বন্দী।"

মাধবী সভয়ে বললে, "বন্দী?"

—"হ্যাঁ। আজ থেকে কাল পর্য্যন্ত তোমাকে ভাবতে সময় দিলুম। কাল এমনি সময়ে আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব। যদি তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি হও, তবে কালকেই পুরুত ডেকে পোড়োবাড়ীতেই তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে। নইলে—"বলতে বলতে জয়দেবের চোখ আবার জ্বলে উঠল—"নইলে কাছেই নদী…… আর তোমার দেহও ভারি নয়…… …বুঝলে?"

মাধবী শিউরে উঠে বললে, "আপনি আমাকে খুন করবেন?"

জয়দেব হা হা ক'রে হেসে উঠলেন—সে পৈশাচিক অট্টহাস্য শুনলে বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে যায়!

মাধবী বললে, "যখন চারদিকে সবাই আমার খোঁজ করবে, তখন আপনি কি বলবেন ?"

—"সে-সব না ভেবে আমি এত-বড় কাজে হাত দিই নি! আর আমি কি করব না করব তা নিয়ে তোমাকে একটুও মাথা ঘামাতে হবে না। এখন যেখানে যাচ্ছ, যাও,—আজ রাত্রেই আমাকে আবার একটা মস্ত কাজ করতে হবে!"

—"জয়দেববাবু!"

—"এই যে, এতক্ষণে তোমার গলার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, তুমি বেশ-একটু ভয় পেয়েচ!... ...হুঁ, পথে এস, এখনো ভালোয় ভালোয় আমার কথায় রাজি হও, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব।"

মাধবীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতা তখনি ছুটে গেল। মাটিতে পদাঘাত ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে সে বললে, "ভয়ে যদি আমি মরে যাই, তাহলেও তোমার মতন পাষণ্ডের কথায় রাজি হব না। আমাকে নিয়ে তুমি যা খুসি করতে পারো।"

দাঁতে দাঁতে ঘষে জয়দেব বললেন, "তোমার এ তেজ কাল আর থাকবে না! .. ...একে এখান থেকে নিয়ে যাও!"

জয়দেবের অনুচররা মাধবীকে ধরতে এল,—সে কিন্তু এক ধমক দিয়ে ব'লে উঠল—"খবরদার।…… আমাকে ধরতে হবে না—চল্, কোথায় যেতে হবে, আমি নিজেই তোদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

বাইশ

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল একলা চল,
একলা চল রে।
...   .
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চা'য়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে
একলা দল রে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

ললিতের এখন আর এক মুহূর্ত্ত ছুটি নেই। যতক্ষণ জেগে থাকে, খালি কাজ আর কাজ আর কাজ। স্বপনেও তার এই কর্ম্ম-জীবনের ব্যস্ততা আত্মপ্রকাশ করতে ছাড়ে না। সে যেন কর্ত্তব্যের শরীরী মূর্ত্তি।

সকালটা তার কেটে যেত ব্যায়ামাগারে গ্রামের যুবকদের সঙ্গে। দুপুর বেলায় সে ইস্কুলে ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকৃত। বিকালে কোন দিন ভিন্নগ্রামে নিম্নজাতিদের আহ্বানে যেত, কোনদিন বা আর পাঁচজন কর্ম্মীর সঙ্গে উপস্থিত নানা সমস্যার সমাধান বা অদূর-ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করতে বসত। গ্রামের মধ্যে সে একটি আলোচনা-সভাও স্থাপন করেছিল। রোজ সন্ধ্যায় ললিত সেখানে হয় বক্তৃতা দিত, নয় নানা উপকারী বিষয় নিয়ে সরল ও সরস ভাষায় আলোচনা করৃত। কোনদিন ছায়াবাজীর সাহায্যে দেশ-বিদেশের চিত্তাকর্ষক গল্প বলৃত, কোনদিন চাষ-বাস, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, নানা কালের প্রতিভাধর মহাপুরুষ-চরিত বা চিত্তোৎকর্ষ-সাধন-হয় এমন কোন বিষয় তার আলোচনার বস্তু হ'ত। এইভাবে গ্রামের সকল বয়সের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়কেই সে প্রস্তুত ক'রে তুলৃত বর্ত্তমান যুগের উন্নত ভাব-ধারা গ্রহণ করবার জন্যে।

আগে গ্রামের অধিকাংশ লোকের শরীরই ছিল ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য নানা রোগে জীর্ণশীর্ণ। ললিতের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সেই-সব অস্থি-মজ্জার দেহেও ক্রমেই স্বাস্থ্যের সবল সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

সে একটি সাধারণ অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করেছিল। তাতে সে নিজেও অনেক টাকা দিয়েছিল এবং আর সকলকেও নিয়মিত-রূপে সাধ্যমত কিছু-না কিছু সাহায্য দিতে হ'ত। আগে মড়কে, জলাভাবে বা অন্য-কোন দৈব-বিপাকে গ্রামবাসীরা জমিদারের দরজায় গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরত এবং বলা-বাহুল্য, প্রায়ই তাদের অরণ্যে রোদন সার্থক হ'ত না। কিন্তু ললিতের কথায় গ্রামবাসীরা এখন স্বাবলম্বী হ'তে শিখেছে। সাধারণ-অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্যে গ্রামের মধ্যে এখন অনায়াসে বা অল্লায়াসে দুষ্ট জল নিকাশের, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কারের বা নূতন পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা হচ্ছে। একটি হাসপাতাল ও দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়েছে।

ললিতের আশা আছে, শীঘ্রই সে আমেরিকা থেকে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়ে আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে কৃষিকার্য্যেরও ব্যবস্থা করবে। সে জান্‌ত, বাংলার মাটিতে যে সোনা ফলে, এটা কবির কাল্পনিক উক্তি নয়—এ হচ্ছে খাঁটি সত্য কথা। এত সহজে যেখানে মাটির প্রতি কণাটি কাজে লাগানো যায়, সেখানে ভূমি-কর্ষণের উপরেই জাতির উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে।

সেকেলে চাষ-বাসের পদ্ধতি সেকালেরই উপযোগী ছিল, কারণ দেশের লোকসংখ্যা তখন কম ছিল এবং তাদের মনও তখন এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। একালের বৃহত্তর জাতীয় আবশ্যক মেটাতে হ'লে কৃষিকার্য্যের পদ্ধতিও আধুনিক ক'রে তুল্‌তে হবে, অল্প পরিশ্রমে বেশী ফসল ফলাতে হবে এবং কেবল আকাশ ও ঋতুর অবস্থা বা দেবতার দয়ার উপরে নির্ভর ক'রে থাক্‌লেই চল্‌বে না। অনাবৃষ্টিতেও যাতে ফসল-ফলনের কাজ সমান চলে, সে চেষ্টাও করতে হবে।

এম্‌নি নানা দিক দিয়ে ললিত নিম্ন-জাতিদের মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করছে। সে বলত, যারা এই সব বিষয়ে উন্নত হয়ে গোড়াপত্তন করতে পারে, তাদের সামাজিক উন্নতি ঠেকিয়ে রাখে, পৃথিবীতে এমন বাধা নেই! যে-সব যুবা তার কথা মানত, তাদের সে উপদেশ দিত—"তোমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই দু-চারটি ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। আমাদের এই বিপুল স্বদেশে, বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হও। দেশের দিকে দিকে তোমরা অগ্রসর হও। যেখানে নিম্ন-জাতির আর্ত্তনাদ, সেখানেই তোমাদের কার্য্য।

আংশিক উন্নতিতে কি দু-এক জনের চেষ্টায় জাতির ঘুম ভাঙে না। সমগ্র জাতির দেহেই সাড়া জাগাতে হবে —তোমাদের সকলকেই সমান ভাবে চেষ্টা করতে হবে। কেবল একলা আমার কথামত চললে কাজ এগুবে না—তোমাদেরও প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। কারণ তোমাদের আমি বার বার বলেছি—একের যুগ চ'লে গেছে, একের প্রাধান্য এখন অতীতের কাহিনী—বর্তমান যুগ হচ্ছে বহু'র যুগ।"

সেদিন সন্ধ্যার পর আলোচনা-সভা থেকে ললিত নিজের বাড়ীর দিকে একলাটি ফিরে আসছে। শীতের শেষমুখে বাতাসে একটু একটু ফাগুনী আভাস জেগেছে, —আসন্ন বসন্তের সেই ইঙ্গিতটুকু ললিতের ভারি ভালো লাগছিল। দিনকতক পরেই প্রকৃতির মুখ থেকে কুয়াশার ঘোমটা খ'সে পড়বে, চল চল তরুণ শ্যাম-শ্রী চারিদিকে নব-যৌবনের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, বনে-উপবনে রং-বেরঙের বিচিত্র সমারোহ ফুটে উঠবে এবং আগে থাকতে যেন সেটা টের পেয়েই একটা বহুদর্শী কোকিল মাঝে মাঝে ডেকে উঠে, সকলের কাছে সেই সুসংবাদ রটনা ক'রে দিচ্ছিল।

ললিত বাতাসের মিষ্ট নূতনত্বটুকু উপভোগ করতে করতে পথ চলছে, এমন সময়ে পিছনে দ্রুত পদধ্বনি শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে দেখলে, একটা লোক বেগে ছুটতে ছুটতে চ'লে যাচ্ছে।

ললিত জিজ্ঞাসা করলে, "কে তুমি? অমন ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছ?"

লোকটা দাঁড়িয়ে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "কে, ললিতবাবু?"

—"হ্যাঁ।"

—"মশাই, সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমি লোক ডাকতে যাচ্চি!"

—"কি হয়েচে?"

—"আমাদের রাণী-মাকে জনকতক বদমায়েস ধ'রে নিয়ে যাচ্চে—"

"রাণী-মা!—মাধবী?"—ললিত রুদ্ধশ্বাসে বললে, "কোথায়?"

—"কালীদহের দিকে।"

—"তুমি আরো লোকজন নিয়ে শীগ্‌গির এস"—বলতে বলতে ললিত ফিরে নদীর পথ ধ'রে ঝড়ের মত ছুটে চলল।

খানিক পরেই ললিত নদীর ধারে এসে পড়্ল। কালীদহের পথ সে চিনত। ডানদিকের ঐ ছোট জঙ্গলটা পার হয়েই মাঠ—সেই মাঠের নাম 'ঠ্যাঙাড়ের মাঠ'। মাঠের পরেই কালীদহের গভীর অরণ্য।

ললিত বিনা-চিন্তায় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে—তার কোন সঙ্গী নেই, হাতে একগাছা লাঠি পর্য্যন্ত নেই, কী নিয়ে যে বদমাইসদের সঙ্গে যুঝবে, সে-কথা একবার ভেবেও দেখলে না।

জঙ্গলের বুকে ছ্যাঁদা ক'রে একটা সরু পথ। কতকগুলো নানা জাতের গাছপালা গায়ে-গায়ে ডালে-ডালে জড়িয়ে পথের উপরে এমন হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছে যে, দিনের বেলাতেও সেখানে আলো ঢুকতে পার না। অন্ধকারের ভিতরে ললিত আন্দাজে পথ চলছে—হঠাৎ এক জায়গায় কি-একটা শব্দ শুনে চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্ল! সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথার উপরে লাঠির মত কি-একটা এসে সজোরে লাগ্‌ল—অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে সে তখনি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল।

... ...

যখন জ্ঞান হোলো, ললিত আস্তে আস্তে চোখ চাইলে—কিন্তু তার দৃষ্টি তখনো ঝাপ্‌সা হ[illegible]।

চোখ পরিষ্কার করবার জন্যে সে হাত তুলতে গেল। কিন্তু পারলে না, কারণ তার হাতদুটো পিছমোড়া ক'রে বাঁধা রয়েছে।

তখনি তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কোথায় ?"

কে-একজন কর্কশ কণ্ঠে বললে, "যমালয়ে ?" সঙ্গে সঙ্গে আরো-চার-পাঁচজন লোক অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

প্রাণপণে চোখ মেলে ললিত চেয়ে দেখলে, ঠিক তার সামনেই জয়দেব হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন,—আশে-পাশে আরো জন-কয়েক অচেনা লোক।

ললিত একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "আঃ, বাঁচলুম! জয়দেববাবু, আপনিও তাহ'লে খবর পেয়েচেন? মাধবী দেবীকে উদ্ধার করতে পেরেচেন তো?"

জয়দেব হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "মাধবীকে আমি উদ্ধার করব কেন, তুমি হ'চ্ছ মস্ত 'রোম্যান্সে'র নায়ক, সে ভার তোমার ওপরেই রইল।"

ললিত বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়দেববাবু, আপনি এ কী বলচেন!"

—"বলচি ঠিক। মাধবীকে আমি ঐ পাশের ঘরে

বন্দী ক'রে রেখেছি। তুমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেও।"

—"মাধবী দেবীকে আপনি বন্দী ক'রে রেখেচেন! আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচেন?"

—"হুঁ, ঠাট্টাই বটে! কিন্তু এ সাংঘাতিক ঠাট্টার বহর কালকেই তুমি হাড়ে হাড়ে টের পাবে অখন।"

—"আমি শুনলুম মাধবী দেবীকে কা'রা কালীদহের দিকে ধ'রে নিয়ে গেছে!"

—"ঠিক শুনেচ। তুমিও কালীদহের পোড়োবাড়ীতে শুয়ে আছ!"

—"অ্যাঁ, এ কাজ তাহলে আপনারই?"

—"তা আর বলা বাহুল্য।"

—"জয়দেববাবু, আপনি না গোঁড়া হিন্দু—আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করেন না?"

—"চুপ ক'রে থাকো ললিত! তোমার সঙ্গে এখন আমার বাক্য-যুদ্ধ করবার অবকাশ নেই। যা বলি, শোনো। আমরা এখন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চললুম। এইখান থেকে তিন ক্রোশের মধ্যে লোকের বাস নেই—মিছিমিছি চেঁচিয়ে লোক ডাকবার চেষ্টা করে গলা ভেঙ না!"

—"আমার গলা ভাঙবার দরকার নেই। গাঁয়ের ভেতরে এতক্ষণে আপনার কীর্ত্তি জাহির হয়ে পড়েচে, তা জানেন ? আমি না চ্যাঁচালেও আপনি বাঁচবেন না !"

জয়দেব আবার অট্টহাস্য ক'রে বললেন, "ওরে নির্ব্বোধ, তুই কি ভাবচিস্, যে লোক তোকে খবর দিয়েচে, সে আমার শত্রু ?—তা নয়, সে আমারি লোক। তোকে ফাঁদে ফেলবার জন্যেই আমি তাকে পাঠিয়েছিলুম !"

ললিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "মাধবী দেবী আর আমাকে ধ'রে আপনার লাভ !"

—"তুই যদি নিতান্তই জান্‌তে চাস্, তবে কাল রাত্রে এসে তোকে ব'লে যাব,—আজ আর সময় নেই। তবু একটা কথা তোকে ব'লে যাই শোন্। তোকে আজকেই আমি খুন ক'রে ফেলতুম। কিন্তু বিনারক্তপাতে যদি কাজ হাঁসিল হয়, সেই আশায় আমি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব। কাল মাধবীর একটি মুখের কথার ওপরেই তোর আর তার জীবন-মরণ নির্ভর করবে। বুঝলি ?"—ব'লেই জয়দেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর পিছনে পিছনে আর সকলেও প্রস্থান করল।

ঘর অন্ধকার!—যাবার সময়ে তারা আলোটাও

নিয়ে গেল।··· ···অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ললিত শুন্‌লে, বাহির থেকে দরজায় কুলুপ দেওয়ার শব্দ হোলো।

ললিতের এখনো সন্দেহ হ'তে লাগল, যা দেখলে-শুন্‌লে, তা স্বপ্ন,—না তার আহত, বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা? পাশের ঘরে মাধবী, আর এ ঘরে সে বন্দী? আর এ কাজ হয়েছে জয়দেবের হুকুমে?··· ···এও কি সম্ভব? এত-বড় অঘটন কি সংসারে ঘট্‌তে পারে?

তেইশ

"মর যদি, মরা চাই মানুষের মত।
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।"

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

অতঃপর কি কর্ত্তব্য, ললিত তা ভাববার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় ক্রমাগত বাগ্‌ড়া পড়্‌তে লাগল। কারণ কালীদহের আনাচে-কানাচে ছোট বড় যত মশা ছিল, এতক্ষণে তারা সকলেই বিপুল উৎসাহে ঘরের মধ্যে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ললিত নিজের কথা ভাববে কি, তাদের দলবদ্ধ আক্রমণে ক্রমেই সে উদ্ভ্রান্তের মতন হয়ে উঠ্‌ল। অগুন্তি মশার হুল ঠিক করাতের মতন তার মুখে আর হাতে-পায়ে কেবলি ঢুক্‌ছে আর ঢুক্‌ছে, অথচ সে

নিবারণ করতে পারছে না—কারণ তার হাতও বাঁধা, পাও বাঁধা!

শেষটা ছটফট করতে করতে মরিয়া হয়ে ললিত চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে স্যাঙাতরা, তোমরা কেউ এসে হয় আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল, নয় এই মশাগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও!"

হঠাৎ ললিতের ঠিক পাশেই মেয়ে-গলায় কে আধ-চাপা স্বরে হেসে উঠল!

ললিত চম্‌কে পাশের দিকে চাইলে, কিন্তু কেউ তো সেখানে নেই! ঘরের ভিতরে খোলা জান্‌লা দিয়ে চাঁদের আলো এসে, অন্ধকারকে তখন অনেকটা পাত্‌লা ক'রে তুলেছে। ললিত ভালো ক'রে চেয়ে দেখতে পেলে, তার পাশেই দেওয়ালের গায়ে আর একটা দরজা রয়েছে, সেই দরজার ফাঁক দিয়ে একটা আলোর রেখাও এ ঘরে এসে পড়েছে, হাসিটা বোধ হয় সেই দরজার ওপাশ থেকেই এসেছে!

ললিত বললে "কে হাসলে?"

—"আমি, ললিতবাবু! মাধবী।"

—"তাহলে সত্যি সত্যিই আপনি বন্দী হয়েচেন?"

—"খুব সত্যি।"

—"এখন আপনার হাসি আস্‌চে ?"

—"সামান্য মশার কামড়ে আপনার ছটফটানি দেখে না হেসে থাকতে পারলুম না ললিতবাবু।"

—"আমার অবস্থায় পড়লে সামান্য সমস্যা যে কতটা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, আপনিও তা বুঝতেন।"

—"কেন ললিতবাবু, আমার অবস্থা তো আপনার চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়।"

—"আপনারও হাত পা বাঁধা নাকি ?"

—"না, তা নেই বটে।"

—"তাই হাসতে পারচেন।"

—"না ললিতবাবু, সত্যি বলচি, এতক্ষণ ভয়ে আর ভাবনায় আমি আড়ষ্ট হয়ে ছিলুম। কিন্তু এ ঘরে আপনার সাড়া পেয়ে আর আমার একটুও ভয় করচে না।"

—"আজ আর আমার ভরসা করবেন না। যার হাত-পা বাঁধা, সামান্য মশা তাড়াবারও ক্ষমতা নেই। হাত-পা খোলা থাকলে হয়ত উপায় করতে পারতুম।" —এই ব'লে ললিত দুঃখিত দৃষ্টিতে একটা জানলার দিকে তাকালে,—সেই জান্‌লার একটা গরাদে ভাঙা!

—"ললিতবাবু, আপনার হাত-পা যে বাঁধা, তা আমি দেখতে পাচ্চি।"

—"দেখতে পাচ্চেন? কি ক'রে?"

—"এই দরজার তলার দিকে বোধ হয় ইঁদুরেরা মস্ত-একটা ছ্যাঁদা করেচে! আপনিও এখানে মুখ আন্‌লে আমাকে দেখতে পাবেন।"

—"ও ছ্যাঁদা থাকা না থাকা দুইই সমান। ওখান দিয়ে তো আমাদের দেহ গলবে না!"

—"ওখান দিয়ে আমাদের দেহ গল্‌বে না বটে, কিন্তু আপনার বন্ধন মোচনের উপায় হ'তে পারে।"

—"কি করে?"

—"আমার ঘরে ওরা দয়া করে একটা জলন্ত কেরোসিনের ডিবে রেখে গেছে।"

—"তাতে লাভ?"

—"এই ছ্যাঁদা দিয়ে আমার একখানা হাত গলে—এই দেখুন, দেখতে পাচ্চেন?"

ললিত চেয়ে দেখলে, এ ঘরের আধা-আঁধারের আবছায়ার মধ্যে, ছিদ্রপথ দিয়ে মাধবীর শুভ্রসুন্দর হাতখানি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হতাশভাবে সে বল্‌লে, "কিন্তু আমার বাঁধন বড় শক্ত, একহাতে আপনি তো খুল্‌তে পারবেন না!"

—"তা পারব না। কিন্তু ঐ কেরোসিনের ডিবেটা আপনার পাশেই বসিয়ে দিতে পারব। তারপর—"

ললিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠল—"বুঝেচি, বুঝেচি। ডিবেটা গলিয়ে দিন!"

—"চুপ্‌! চেঁচিয়ে কথা কইবেন না—শুনতে পেলেই সর্ব্বনাশ।

ললিত নীরবে, আশান্বিত চোখে ছিদ্রের দিকে চেয়ে রইল।... ... অল্পক্ষণ পরেই মাধবী দরজার ওপাশ থেকে হাত গলিয়ে, কেরোসিনের ডিবেটা ললিতের পাশেই মেঝের উপরে বসিয়ে দিলে।

ললিত আর একটুও অপেক্ষা করলে না,—তখনি নিজের বাঁধা পা-দুটো সেই 'লম্পে'র শিখার উপরে তুলে ধরলে।... ... দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার পায়ের বাঁধন-দড়ি 'লম্পের' শিখায় পুড়ে গেল, ললিতের পায়েও সে আগুনের খানিক খানিক লাগ্‌ল বটে, কিন্তু মুক্তির আনন্দের কাছে সে যন্ত্রণা সামান্য! ... ...তারপর, সেই উপায়েই হাতের দড়ি খুল্‌তেও তার বেশী দেরি লাগ্‌ল না।

ললিত উঠে দাঁড়িয়ে একবার নিজের হাত-পা ভালো ক'রে ছড়িয়ে দিলে। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, স্বর্গে-মর্ত্তের আর কোন শক্তি এখানে আর তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে না! একবার গরাদে-ভাঙা জানলাটার কাছে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালে। দেখলে, সে দোতালার ঘরে আছে। জান্‌লার নীচেই জঙ্গল-ভরা জমি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে চুপি-চুপি মাধবীকে ডেকে বল্‌লে,—"দরজার ওদিকে ওরা নিশ্চয়ই তালাবন্ধ ক'রে গেছে?"

—"তা গেছে বৈকি!"

ললিত ভাবতে লাগ্‌ল। দরজার উপরে পিঠ রেখে একবার ধাক্কা মারলে, তার প্রবল দেহের কঠিন চাপে পুরাতন দরজার জীর্ণ কাঠ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল! একটু চেষ্টাতেই দরজাটা যে ভেঙে পড়্‌বে, তা সে বুঝতে পারলে। কিন্তু তাহ'লে যে ভয়ানক আওয়াজ হবে,—অন্য কেউ শুন্‌তে পেলেই বিপদ!

আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মতন ললিত বল্‌লে, "মাধবী দেবী, জয়দেব বাবু—"

রুদ্ধ ক্রোধে জ্বলে উঠে মাধবী বাধা দিয়ে বললে,

"জয়দেব বাবু বলবেন না—সে চামার, চামারেরও অধম।"

—"আচ্ছা, এই চামারের অধম জয়দেব আপনাকে বন্দী করলে কেন?"

—"কেন যে আমাকে বন্দী করেছে, আমি তা জানি। কিন্তু এখন সে গল্প বল্‌বার সময় নয়। আগে এখান থেকে পালাবার উপায় করুন।"

ললিত ভাবতে লাগ্‌ল। ভেবে ভেবে যখন কোনই সদুপায় পাচ্ছে না, তখন হঠাৎ তার চোখ প'ড়ে গেল কেরোসিনের ডিবেটার উপরে।... ...অম্‌নি তার মাথায় চট্‌ ক'রে একটা ফন্দি জুট্‌ল।

সে তখনি 'লম্পে'র মুখটা খুলে ফেল্‌লে। তারপর খানিকটা তেল দরজার গায়ে ঢেলে দিলে। তারপর 'লম্পে'র মুখ আবার যথাস্থানে লাগিয়ে, সেটা দরজার ছ্যাঁদার তলায় বসিয়ে রাখ্‌লে।... ...পর-মুহূর্ত্তে দরজার গায়ে দপ্‌ ক'রে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

ললিত বল্‌লে, "মাধবী দেবী, আগুন দেখে ভয় পাবেন না।"

মাধবী বল্‌লে, "আগুন যখন আপনি জ্বেলেচেন, তখন আমার ভয় কি?—এ আগুন আমার বন্ধু।"

ললিত একটুও সময় নষ্ট করলে না—তাড়াতাড়ি নিজের আলোয়ানখানা ছিঁড়ে দু-ভাগ ক'রে ফেললে। তারপর সেই ছেঁড়া আলোয়ান দুখানা লম্বালম্বি গেরো দিয়ে বাঁধলে। গরাদে-ভাঙা জানলা দিয়ে ছেঁড়া আলোয়ানখানা ঝুলিয়ে দেখলে, সেখানা নীচের জমির উপরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

*　　　*　　　*

দরজার মাঝখানটা পুড়ে যখন খ'সে পড়ল, ললিত তখন মাধবীকে বললে, "আপনার গায়ে কোন পুরু জিনিষ আছে?"

—"হ্যাঁ, একখানা শাল আছে।"

—"শালখানা বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে চট্ ক'রে যদি এদিকে আসতে পারেন, তাহ'লে আপনার গায়ে আর আগুন লাগবে না।"

—"তা আমি খুব পারব।"—শালখানা মুড়ি দিয়ে মাধবী একছুটে অগ্নিময় দ্বার পার হয়ে ললিতের কাছে এসে দাঁড়াল।

আগুনের লকলকে শিখা তখন দরজা ছাড়িয়ে উপরে উঠে দেয়ালকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। সারা ঘর আলোয় আলোময়, সেই উজ্জ্বল আলোকে ললিত আর

মাধবী পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে অল্পক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর মাধবী হেসে বল্‌লে, "ললিতবাবু, এ যে রীতিমত রোমহর্ষণকর উপন্যাস! দুরাত্মার সয়তানী, পোড়োবাড়ীতে বন্দী, হত্যার ষড়যন্ত্র, সুকৌশলে উদ্ধার লাভ!"

ললিত বল্‌লে, "এখনো আমরা উদ্ধার পাই-নি!"

মাধবী বল্‌লে, "এই-সব ঘটনার উত্তেজনা আমার ভারি ভালো লাগ্‌চে! জীবনে একটু বৈচিত্র এল!"

বাইরে, হঠাৎ নীচে থেকে কে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে ত্যাখ্‌ ত্যাখ্‌, ওপরের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দপ্‌দপে আগুন দেখা যাচ্চে!"

ললিত মুখ শুকিয়ে ব'লে উঠল, "সর্ব্বনাশ! ওরা আগুন দেখতে পেয়েচে, এখনি ওপরে ছুটে আস্‌বে!"

—"এতক্ষণ যে দেখতে পায়-নি, তাই আশ্চর্য্য!"

—"মাধবী দেবী, আর এক পলক দেরি করলে চলবে না। আপনার কোমরে আমি এই আলোয়ান-খানার এক মুখ বাঁধব। তারপর ঐ গরাদে-ভাঙা জানলা দিয়ে আপনাকে নীচে নামিয়ে দেব। তাছাড়া পালাবার আর কোন উপায় নেই।"

মাধবী খুসিমুখে ব'লে উঠল, "এই তো চাই! এত বড় 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র পরে সিঁড়ি দিয়ে গুটি গুটি নেমে উদ্ধারলাভ করলে সেটা যেন নিতান্তই হাল্‌কা হয়ে পড়বে! 'রোম্যান্স'টা ষোলআনাই বজায় রাখা উচিত!" ব'লে সে ললিতের হাত থেকে আলোয়ানের একটা মুখ টেনে নিয়ে, নিজের কোমরে নিজেই শক্ত ক'রে বাঁধলে। তারপর চট্‌পট্‌ এগিয়ে টপ্‌ ক'রে জান্‌লা দিয়ে গ'লে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল!

এত-বড় বিপদটা মাধবীকে এমন হাসিখুসির সঙ্গে সহজ ভাবে নিতে দেখে, ললিত ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে মুগ্ধের মতন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মাধবী বললে, "হাঁ ক'রে দেখছেন কি ললিতবাবু? আমি দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়তে প্রস্তুত হয়ে আছি!"

ললিত ধীরে ধীরে মাধবীকে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে।... ...

মাধবী যখন নিরাপদে নীচের জমিতে গিয়ে নেমেছে, তখন বাহির থেকে ললিতের ঘরের দরজায় শিকলি খোলার শব্দ হোলো। ললিত একলাফে জান্‌লা গ'লে বাইরে গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছয় জন লোক হুড়মুড় ক'রে

ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রথমটা ব্যাপার দেখে তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর একসঙ্গে দৌড়ে জান্‌লার কাছে এল।

ললিত কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষিপ্র-গতিতে আলোয়ান ধ'রে নীচে নেমে গেল।

জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন চেঁচিয়ে বললে, "ওরে, পালায় যে! যা, যা, শীগ্‌গির নীচে গিয়ে ধর্‌গে যা! ওরা পালালে আমাদের মাথা থাকবে না!"

ললিত বললে, "মাধবী, ছোটো!—যত জোরে পারো ছোটো! আমি পিছনে রইলুম!"

মাধবী প্রাণপণে দৌড়োতে লাগ্‌ল—পিছনে পিছনে ললিত!

জঙ্গল পার হয়ে পথের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েই ললিত শুন্‌তে পেলে, তাদের পিছনে অনেকগুলো লোক হৈ হৈ ক'রে ছুটে আস্‌ছে! হাজার হোক মাধবী রমণী বৈ তো নয়! সে যে এতগুলো বলবান পুরুষের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে পারবে না, ললিত তা বেশ বুঝতে পারলে।

কিন্তু মাধবীকে বেশী দূর দৌড়াতেও হোলো না—

খানিক দূর যাবার পরেই দামোদরের তরঙ্গ তার সামনে বিপুল এক বাধার মতন আত্মপ্রকাশ করলে।

ললিত পিছনের পথের দিকে সভয়ে চেয়ে, চাঁদের আলোতে দেখতে পেলে, একদল লোক ঝড়ের মতন বেগে তাদের পানে এগিয়ে আস্‌ছে।

মাধবী বললে, "ললিতবাবু, এখন উপায় ?"

ললিত বললে, "ভগবান জানেন! তবে, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ আপনার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।"

চব্বিশ

"কোমল তরল নীলিম আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ ফোটে,
থর থর থর ক্রমশঃ উজ্জ্বল !
কল কল নদী ছোটে !"

—অক্ষয়কুমার বড়াল

ললিত বেশ বুঝ্লে, তার গায়ে যতই জোর থাকুক, এতগুলো লোকের সঙ্গে সে একলা কিছুতেই যুঝে উঠ্তে পারবে না—বিশেষ, এরা যখন নিশ্চয়ই সুধু হাতে আস্‌ছে না !

সে একবার দামোদরের দিকে চাইলে। সর্ব্বাঙ্গে চাঁদের আলো মেখে দামোদরের সজল হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে। তার দেহ এখন শীর্ণতর হ'লেও সামান্য নয়।

ললিত বললে, "মাধবী দেবী, আপনি সাঁতার জানেন ?"

মাধবী বললে, "না।"

ললিতও এই উত্তরেরই প্রত্যাশা করছিল। এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "আমি যদি আপনাকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দি, তাহ'লে আপনি কি ভয় পাবেন ?"

মাধবী বললে, "না।"

ললিত গায়ের জামাটা একটানে খুলে ফেলে বললে, "আপনি পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরবেন—আর আপনাকে নিয়ে আমি সাঁৎরে যাব। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।"

মাধবীর মুখ প্রথমটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল! ... ... তারপরেই সে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বললে, "আপনি যা বলেন, তাই করব ললিতবাবু!"

পিছনের লোকগুলো তখন খুব কাছে এসে প'ড়েছিল।

ললিত দ্রুতপদে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

মাধবী ধীরে ধীরে নিজের শুভ্র-কোমল হাত-দুখানি দিয়ে, পিছন থেকে ললিতের দেহ জড়িয়ে ধরলে।... ... এমন মধুর, এমন বিচিত্র, এমন অপার্থিব স্পর্শ, ললিতের জীবনে এই প্রথম! সে শিউরে, কেঁপে উঠল। কত

জন্মের কত বসন্তের মধুস্মৃতি মাখানো আছে এ স্পর্শে ?... ...

কিন্তু সে-সব ভাববার সময় এখন নেই...; ...ললিত সামনের দিকে ঝুঁকে জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল !

দামোদরের স্রোতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে জ্যোৎস্নার রৌপ্য-স্রোত তর্ তর্ ক'রে বয়ে যাচ্ছে,—দেখলে ভ্রম হয়, সে জলস্রোত, না জ্যোৎস্না-স্রোত ? মাধবীকে পিঠের উপরে নিয়ে ললিত ভেসে চল্ল—দুহাতের তালে তালে সেই আলোর দোল-দোলানো উজ্জ্বল জলধারাকে আরো উচ্ছল আরো চঞ্চল ক'রে তুলে !... ...তার মনে হ'তে লাগল বার বার, এমন মোহন ফুল-প্রতিমার ভার বইবার অধিকার পেলে সারা-জীবন ধ'রে সে এম্নি সাঁতার কাট্‌তে পারে,—অনায়াসে, হাসিমুখে !

মাথার উপরে, নীলের কোলে চাঁদ অনিমেষ চোখে চেয়ে ছিল। নদীর অশ্রান্ত স্রোত যেন আকুল কলগান গেয়ে গেয়ে আকাশের চাঁদের কাছে প্রাণের নিমন্ত্রণ নিবেদন কর্‌ছিল।

মাধবী এতক্ষণে কথা কইলে। আস্তে আস্তে সুধোলে, "ললিতবাবু, আমার কি মনে পড়চে জানেন ?"

ললিত বললে, "কি মনে পড়ছে ?"

—" 'অগাধ জলে সাঁতার' দেওয়ার কথা।"

—"তার মানে ?"

—"শৈবলিনীর ভাষায় আমারও বলতে সাধ হচ্চে, এই মরা দামোদরে আজও চাঁদের আলো কেন ?"

—"বঙ্কিমচন্দ্র তো তার জবাব দিয়ে গেছেন। 'জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য' !"

—"খালি কি জড়-প্রকৃতি ললিতবাবু ? ঐ শুনুন !"

—"কি ?"

—"শীত না যেতেই কোকিলগুলো পর্য্যন্ত গোলমাল সুরু করেচে।"

—"কোকিল-পাপিয়া যে প্রকৃতির সভা-কবি। তারা না ডাকলে বসন্ত আস্‌বে কেন ?"

মাধবী আবার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর চাঁদের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এই চাঁদই একদিন মরা গঙ্গায় শৈবলিনীর প্রতিজ্ঞা শুনেছিল—"

—"কিন্তু আমিও প্রতাপ নই, আপনিও শৈবলিনী নন !"

—"হুঁ। আর আমাকেও বুড়ো চন্দ্রশেখরের পাল্লায় গিয়ে পড়তে হয় নি। বড্ড বেঁচে গেছি।"

—"আর নরেন্দ্র ক্ষষ্টর না থাকলেও, আমাদের পিছনে অন্য বিপদের অভাব নেই। চেয়ে দেখুন!"

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখলে, তাদের পিছনে সাঁতার দিয়ে তেড়ে আস্‌ছে পরে পরে তিনজন লোক!

মাধবীর উদ্দেশে ললিত মৃদুস্বরে বললে, "আপনার কোন ভয় নেই—আমাকে শক্ত ক'রে ধরে থাকুন।"—এই ব'লে সে সাঁতারের গতি কমিয়ে ফেল্‌লে!

সব-আগের লোকটা একেবারে ললিতের কাছে এসে পড়ল।·· ···ক্রমে আরো—আরো কাছে! তারপর সে ললিতকে ধরবার জন্যে সাগ্রহে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে!

ললিতও বিদ্যুতের মতন ফিরে তার দিকে মুখ করলে! লোকটা যেমন নাগালের ভিতরে এল, ললিতের অব্যর্থ লৌহ-মুষ্টি অম্‌নি চোখের নিমেষে তার মুখের উপরে বাজের মতন গিয়ে পড়ল!—সঙ্গে সঙ্গে সে জলের ভিতরে ডুবে গেল। মাধবীর চোখ তাকে অনেক খুঁজলে, সে কিন্তু আর উঠল না!

আর যে-দু'জন লোক আস্‌ছিল, তারা আবার ফিরে যে তীর থেকে এসেছে সেইদিকেই প্রাণপণে

সাঁতরে চলল। ললিতের ঘুসি খেয়ে এত অনায়াসে পাতালে তলিয়ে যেতে তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল!

ললিত একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "আর বোধ হয় ওরা আমাদের ধরতে আসবে না!"

মাথার উপরে চাঁদের পুলক-দৃষ্টি, পিঠের উপরে মাধবীর লঘু তনু, আর বুকের উপরে দুখানি নিটোল বাহুর পেলব বাঁধন নিয়ে ললিত আবার ভেসে চলল,—কোথায় যাচ্ছে আর কোথায় যাবে, সে কথা যেন সে একেবারেই ভুলে গেল, সে যেন আজ খালি ভেসে চলার অবাধ কৌতুকেই আকুল হয়ে অকূলে ভেসে চলেছে,—দামোদরের জ্যোৎস্না-রঞ্জিত তরল জল-বীণার কল-রাগিণীর ছন্দে ছন্দে, তার অন্তরের মাঝখানে আজ যেন কি-এক অজানা পুলক-বেদনা থেকে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে!

আজকের এই বিচিত্র বিস্ময় যে তার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল, মাধবী স্বপ্নেও কোন দিন তা মনে আনতে পারে নি! পুঁথি, গান, গল্প আর আদব-কায়দার ভিতর দিয়েই একঘেয়ে দিনগুলো তার একে একে কেটে গেছে,—জীবনের এই বন্য উচ্ছ্বাস, এই ঘাত-

প্রতিঘাত, এই অভাবিত রুদ্রতাল তার পক্ষে যেমন কাল্পনিক, তেম্‌নি আকস্মিক। অথচ এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এ-সবকে সে গ্রহণ করতে পারছে। তার সর্ব্বাঙ্গ আজ ললিতের দেহকে নিজের দেহের মতই স্পর্শ ক'রে আছে,—ললিতের বক্ষই আজ তার দুই বাহুর আলিঙ্গনকে পরিপূর্ণ ক'রে আছে—জীবন-মরণের এই সন্ধি-রেখায় ললিতই আজ তার একমাত্র অবলম্বন!... ...আজ সকালে, নিজের বাড়ীতে ব'সে এ-কথা ভাবলেও কি গভীর লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যেত না? ..মাধবীর এক-একবার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল ললিতকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে তার স্পর্শ থেকে মুক্ত ক'রে নেবার জন্যে!

নিজের পিঠের উপরে মাধবীর কোমল বক্ষের উত্থান-পতনের দ্রুত তাল অনুভব করতে করতে, আচ্ছন্নের মতন হঠাৎ ললিত ব'লে উঠল—"মাধবী!"

মাধবী! .....মাধবী চম্‌কে উঠ্‌ল! এ-ভাবে তো ললিত কখনো তাকে ডাকেনি! তার বুকের ভিতরটা যেন ধুক্‌পুক্‌ করতে লাগ্‌ল।

—"মাধবী! তোমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌ছি ব'লে রাগ কোরো না। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক

ক্রমেই এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌চে যে, আমি আর আদব কায়দা বজায় রাখতে পারচি না, আমাকে মাপ কর!"

মাধবী কোন কথা কইলে না।

—"তুমি কি রাগ কর্‌লে মাধবী ?"

—"না।"

—"তবে কি তোমার শীত কর্‌চে ?"

—"না।"—সত্যি কথা! প্রথম বসন্তের হিমে-ভিজা রাতে, এই শিরশিরে হাওয়ায় জলে ডুবেও মাধবীর আজ একটুও শীত কর্‌ছে না!

—"আমি কি অসভ্যতা করচি ?"

—"না। আজ থেকে আপনি আমার নাম ধরেই ডাক্‌বেন।"

দুজনে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। ললিত তখন একটানা স্রোতের মুখে গা ঢেলে দিয়েছিল। দামোদরের মাঝে মাঝে বালির চর জেগে আছে, চাঁদের আলোতে সেই সাদা সাদা চরগুলিকে রূপ-সাগরের ছোট ছোট স্বপ্ন-দ্বীপের মতন দেখাচ্ছে! এম্‌নি কয়েকটা চরের পর চর পার হয়ে যাবার পর মাধবী জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা কি ওপারে যাব ?"

—"না।"

—"তবে কোথায় যাব ?"

—"আর একটু এগিয়ে এপারেই উঠ্ব।"

—"তারপর ?"

—'তারপব তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্ব। রাত তো ফুরিয়ে এলো ব'লে।... ...মাধবী, চেয়ে দেখ! খুব দূরে, পিছনে ওটা কি বল দেখি ?"

মাধবী ফিরে দেখ্লে, দূরে আকাশের গায়ে আগুন ধ'রে গেছে! থেকে থেকে সাপের জলন্ত জিভের মতন টক্টকে আগুনের এক-একটা লক্লকে শিখা অনেক উঁচুতে শূন্যের মাঝে এঁকেবেঁকে খেলে যাচ্ছে!

মাধবী বিস্ময়-ভবে বল্লে, "ও কী ললিতবাবু ?"

—"কালীদহের পোড়ো-বাড়ীর অগ্নিসৎকার হচ্ছে, —আমরাই সেখানকার শেষ বন্দী।"

আরো খানিক ভেসে গিয়ে ললিত যখন দামোদরের তীরে এসে উঠ্ল—চাঁদে তখন শ্রান্ত হয়ে ওপারের কালীমাখা বন-রেখার উপরে ঢলে পড়েছে।

ললিত গাঢ় স্বরে বল্লে, "মাধবী, আজ্কের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

মাধবী মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, "হুঁ। আমারও মনে থাকবে।"

ললিত একটা জঙ্গলের পাশে এসে বললে, "এবার একটু জোরে জোরে পা ফেলে চলতে হবে—নইলে এখনি চাঁদ ডুবে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।... ...এস, এইদিকে পথ...আমার হাত ধর।"

পঁচিশ

"মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধূলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? এফি এ দুর্দ্দিন আজি।
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী! এরা সব
পথের কাঙাল।"

— রবীন্দ্রনাথ

কাছারি-বাড়ী আজ লোকে লোকারণ্য! আঙিনার ভিতরে আজ সকাল থেকেই লোকেব পব লোক এসে জড়ো হচ্ছে—সকলের মুখই আজ যেন কি বিষম দুর্ভাবনায় বিষণ্ণ, সকলেই যেন আজ কি জান্‌বার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে!

কাছারি-বাড়ীর নীচের বড় হল-ঘরটায় রাম ভট্‌চায, শিবরাম মুখুয্যে, যদু সরকার প্রমুখ গাঁয়ের যত-সব মাতব্বর ব'সে ব'সে চাপা-গলায় কি-এক গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

শিবরাম তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলছিলেন, "ঘোর কলি উপস্থিত! 'ভগবতি বসুধে

কথং বহসি !'—আমি তখনি জানি স্ত্রীলোক যেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, সেখানে এমনটি না হয়ে আর যায় না—'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' !"

রাম ভট্‌চায নাকে পরম উৎসাহে নস্য গুঁজে বললেন, "ছি ছি, এত-বড় বংশ, এত-বড় কুল-মর্য্যাদা, এর জন্যেও কি পাপিয়সীর প্রাণে একটু সঙ্কোচ হোলো না ?"

শিবরাম বললেন, "খালি তাকেই পাপিয়সী বললে তো চলবে না—'স পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ' ! স্ত্রীলোক যতই কেন লেখাপড়া শিখুক না, তবু সে বিদ্যা তার পক্ষে 'অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতং' বৈ তো আর কিছু হয় না ! এই ব্যাপারের জন্যে আসলে দায়ী কে জানো ? সেই পাজীর পা-ঝাড়া ললিতে ব্যাটা !"

যদু সরকার বললেন, "কিন্তু ললিতকে তোমরা তো আর মূর্খ বলতে পারবে না ! তার দ্বারা কি এমন কাজ কখনো হওয়া সম্ভব ? সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, জ্ঞানবানও বটে !"

শিবরাম মুখ ভেংচে বললেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের কথা ! 'তথাপি কাকো ন চ রাজহংস' ! নমশূদ্র কখনো পণ্ডিত্‌ হয় ?"

রাম ভট্‌চায ঢুলতে ঢুলতে সায় দিলেন—"যা বলেচ! কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না!"

যদু সরকার মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না, আমার কেমন বিশ্বাস হচ্চে না! ভেতরে কিছু গলদ আছে!"

শিবরাম খাপ্পা হয়ে বললেন, "ঘোর কলি উপস্থিত! এমন সহজ কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্চে না—তুমি তো ভারি অবিশ্বাসী হে!"

যদু সরকার অল্প হেসে বল্‌লেন, "ভায়া হে, অনেক দেখে-শুনে তবে আমি অবিশ্বাসী হয়ে পড়েচি। বয়স তো আমার বড় কম হোলো না, আর তোমাদেরও আমি বড় কম চিনি না!—পর-নিন্দায় তোমরা খালি পঞ্চমুখই হও না—সেই সঙ্গে পঞ্চমুখে পরম উৎসাহে মিথ্যা কথা বলতেও সুরু কর!"

রাম ভট্‌চায ফোঁশ্‌ ক'রে আবার একনাক নস্য টেনে নিয়ে, রেগে তিনটে হয়ে বল্‌লেন, "কী! আমরা মিথ্যেবাদী? মুখ সাম্‌লে কথা কও সরকার!"

যদু সরকার হেসে বললেন, "আমি বরাবরই মুখ সাম্‌লে কথা কয়ে থাকি, ওটা সাম্‌লে কথা কওয়া দরকার এখন তোমাদেরই। যার-তার নামে যা তা বলা ভালো নয়!"

শিবরাম বললেন, "'যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে'—ঘোর কলি উপস্থিত! তোমার মতন অবুঝকে না বোঝালেও চলত, তবে আমরা যে মিথ্যাবাদী নই, তা ঐ ফটিককে ডাকলেই বুঝতে পারবে।" এই ব'লে তিনি গলা তুলে হাঁকলেন, "ওহে ফটিক ভায়া, একটা কথা শুনে যাও তো!"

ফটিক বাইরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জনকতক লোকের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি কথা কইছিল।

শিবরামের ডাক শুনে ফটিক ঘরে ঢুকে বললে, "কেন শিবু-দা?"

শিবরাম বললেন, "ফটিক, আমাদের যদুনাথ হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে উঠেচেন—আমরা নাকি মিথ্যাবাদী! কাল রাত্তিরে তুমি স্বচক্ষে কি দেখেচ, সব খুলে বল তো!"

ফটিক আজ কিছুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা না ক'রেই বললে, "কাল আমি একটা কাজে মাণিকপুরে গিয়েছিলুম—ফিরতে একটু রাত হয়। নদীর পথ ধ'রে নিজের মনে হেঁটে চলেচি, এমন সময়ে চাঁদের আলোতে দেখতে পেলুম, দুজন লোক দূর থেকে আমার দিকেই হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে আসচে। মনে একটু ভয় হোলো। কাছেই

কালীদহের জঙ্গল, তায় রাত্তির বেলা, তায় আমি একলা। কি জানি বাবা, বলা তো যায় না—সাবধানের মার নেই। চট ক'রে জঙ্গলের মধ্যে একটু গা-ঢাকা দিলুম। খানিক বাদেই লোকদুটি আমার সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল। তারা কে জানেন? বল্‌লে মশাই পেত্যয় যাবেন না, কিন্তু এ আমার স্বচক্ষে দেখা!"

যদু সরকার কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ".ক তারা?"

—"ললিত আর আমাদের মাধবী ঠাক্‌রোণ! আমি তো মশাই একেবারে হতভম্ব! এত রাত্রে, এই নির্জ্জন পথে, পর-পুরুষের সঙ্গে মাধবী ঠাক্‌রোণ কোথায় যাচ্চেন? একবার মনে হোলো, ডেকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ভর্‌সা হোঁলো না। ললতে ছোঁড়াকে জানেন তো? সে গোঁয়ারের সঙ্গে লাগতে গিয়ে, শেষটা কি বাবা প্রাণটি খোয়াব? কাজেই মনের ইচ্ছে মনেই চেপে, ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে ফিরে এলুম। তারপর আপনারা সব জানেন।"

শিবরাম বল্‌লেন, "শুনলে তো যদুনাথ? এ-সব ফটিকের স্বচক্ষে দেখা!"

রাম ভট্‌চায্যি বললেন, "ছি, ছি, একটা নমশূদ্রের

ছেলে, তার সঙ্গে এমন রাজার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে কুলত্যাগ কর্তে লজ্জা হোলো না ?"

শিবরাম শিব-নেত্র হয়ে বল্লেন, "ঘোর কলি উপস্থিত !... ...কি হে যদুনাথ, এখন তুমি কি বল্তে চাও ?"

যদু সরকার কিছুই বল্লেন না—একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

ফটিক হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে, মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল।

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখ্লেন, দরজার কাছে পাংশু মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ,—তাঁর পিছনে জয়দেব।

এই বৃদ্ধ হচ্ছেন মাধবীর মাতুল কান্তিচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। কাল সন্ধ্যার সময়ে তিনি কলকাতা থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। এসেই এই ব্যাপার !

কান্তিবাবুর মুখের ভাব দেখে মনে হয়, ঘরের ভিতরে এতক্ষণ যে আলোচনা চলছিল, তার কতক-কতক তাঁর কাণেও প্রবেশলাভ করেছে।

সবাই শশব্যস্ত হয়ে এককোণে স'রে গেল, জয়দেব এগিয়ে এসে বল্লেন, "আসুন কান্তিবাবু, বসুন !"

কান্তিবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে চাদর-ঢাকা সতরঞ্চের উপরে গিয়ে বস্‌লেন। জয়দেব তাঁর দিকে একটা তাকিয়া এগিয়ে দিতেই, তিনি শুষ্ক স্বরে বললেন, "থাক্, আমি এখানে বিশ্রাম কর্‌তে আসি-নি!"

জয়দেব প্রাণপণে মুখের ভাবটা যতদূর সম্ভব বিষণ্ণ ক'রে বললেন, "বাস্তবিক, এতদিন পরে আপনি এখানে এলেন, আর আমরা যে হাসিমুখে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না, এ বড় দুর্ভাগ্যের কথা!"

কান্তিবাবু গভীর দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, "মাধবী আমার সোণার টুকরো মেয়ে, তার নামে আজ যার যা খুসি তাই বলচে! না, এ হ'তে পারে না—মাধবী একজন পরপুরুষের সঙ্গে দেশ ছেড়ে পালিয়েচে? অসম্ভব!"

যদু সরকার বললেন, "আমারও সেই বিশ্বাস। এ অসম্ভব!"

অন্যের মুখেও নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনে, কান্তিবাবু যেন একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। মশাই, আপনারা জানেন না, মাধবীকে আমি কি-ভাবে মানুষ করেছি,—সে শিক্ষার

কি কোনই মূল্য নেই? আমি বেশ বুঝ্‌চি, যা শুনচি সব বাজে কথা—মিছে কথা!"

যদু সরকার বল্‌লেন, "আমাদের গাঁয়ের লোকগুলির স্বভাবই এই—তিলকে তারা তাল কব্‌তে পারলে আর ছেড়ে কথা কয় না!"

জয়দেব রুষ্ট চক্ষে যদু সরকারের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি থামো সরকার। তুমি কি জানো যে, এঁকে স্তোকবাক্যে ভোলাতে চেষ্টা কর্‌চ?"—

জয়দেব এত মাথা খাটিয়ে যে চমৎকার ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রেছেন, যদু সরকার কিনা খামোকা মাঝে প'ড়ে তার গুরুত্ব হ্রাস ক'রে দিতে চায়? এতে কার না রাগ হয়?

যদু সবকার কিন্তু জয়দেবের রক্ত-নেত্র দেখেও ক্ষান্ত হ'লেন না, আবার বললেন, "আমি কারুকেই স্তোক-বাক্যে ভোলাতে চেষ্টা করচি না—আমি যা বলচি তা আমার খাঁটি মনের কথা!"

জয়দেব টিট্‌কিরি দিয়ে বললেন, "আর থাক্ সরকার, থাক্—যথেষ্ট হয়েচে! তোমার মনের কথা শোন্‌বার আগ্রহ এখন আমাদের একটুও নেই। এতই যখন ল্যাজ নাড়চ তখন বল দেখি বাপু, মাধবীর সঙ্গে

সঙ্গেই ললিতও এমন আশ্চর্য্য ভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে কোথায় গেল ?"

আচম্বিতে পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে উত্তর হোলো, "ললিত কোথাও যায়-নি, সে সশরীরে মশাইদের সাম্‌নেই হাজির আছে !"

সচমকে মুখ ফিরিয়ে জয়দেব আড়ষ্ট চোখে দেখ্‌লেন, দ্বারের কাছে মাধবীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়—ললিতই স্বয়ং !

ছাব্বিশ

"গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক্
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে।
সাথী ব'লে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জয়দেবের চোখের উপরে সারা-পৃথিবীর দিনের আলো যেন দপ্ ক'রে নিবে গেল!...ললিত?... মাধবী?... ...এদের যে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, পোড়ো-বাড়ীতে বন্দী ক'রে রেখে এসেছেন!...তবে? কি ক'রে এরা ছাড়ান্ পেলে? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!... ...

কান্তিবাবু প্রথমটা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে রইলেন, তারপরে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "আমি জানি মা মাধবী! তুই আবার ফিরে আসবি!"

মাধবী ছুটে গিয়ে মামার কোলের ভিতরে মুখ গুঁজ্ড়ে পড়ল।

কান্তিবাবু মাধবীর মাথায় হাত দিয়েই চম্‌কে ব'লে উঠলেন, "একি! তোর চুল যে ভিজে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করচে ;
...অ্যাঁ, তোর কাপড়ে, গায়ে, মুখে এত ধুলো-কাদা লাগল কি ক'রে? এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?"

বিপুল শ্রান্তিতে তখন মাধবীর দেহ এমন এলিয়ে পড়েছিল যে, সে কোন কথাই কইতে পারলে না।

ললিত এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আপনি যা জানতে চান, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন!"

এতক্ষণ পরে কান্তিবাবুর চোখ ললিতের মুখের উপর পড়ল। তাকে দেখেই তিনি চম্‌কে উঠলেন! এ সেই যুবকটি না, মাধবীকে যে ক... তায় ষাঁড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল?...হ্যাঁ, তা... !

আশ্চর্য্য হয়ে তিনি বললেন, "আপনি না কলকাতার ললিত বাবু?"

ললিত মৃদু হেসে বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমি এই কুসুমপুরের ললিত!"

—"বলেন কি! তবে কি এঁরা আপনার কথাই—" বলতে বলতে কান্তিবাবু থেমে পড়লেন।

ললিত বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, "এঁরা আমার কথা নিয়ে আপনার কাছেও মুখব্যথা করেচেন বুঝি?

এঁরা কি বলেচেন কান্তিবাবু? আমি নমশূদ্রের ছেলে? আমি বামুন-কায়েতের মান রাখি না? আমি 'ছোটলোক'দের ভদ্রলোক করতে চাই? হ্যাঁ, এ-সব সত্যিকথা।"

কান্তিবাবু বললেন, "না, আপনার সম্বন্ধে আমি আরো সব এমন কথা শুনেচি, যা মুখে আনতেও মাথা হেঁট হয়ে যায়।'

ললিত একটুও না বিচলিত হয়ে বল্‌লে, "সেগুলি নিশ্চয়ই মিছেকথা। কারণ আমার নিজের বাপায়ের মাথা হেঁট হ'তে পারে, আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কাজই আমি করি-নি।"

কান্তিবাবু বললেন, "আপনাকে দেখে এখন আমারো তাই মনে হচ্চে। আপনি যে কলকাতার ললিতবাবু, আমি তা জানতুম না।"

ললিত বল্‌লে, "না, আমি কলকাতার নই, আমি কুসুমপুরের ললিত।"

কান্তিবাবু বললেন, "কিন্তু এ-সব কি ব্যাপার? মাধবীর এমন চেহারা হোলো কি ক'রে? আপনার চেহারাও তো তাই দেখচি! মাধবী কাল সারারাত কোথায় ছিল?"

ললিত বিস্ময়ের ভাণ করে বললে, "কেন, সে কথা জয়দেববাবু কি আপনাকে জানান নি?"

—"জয়দেববাবু? মাধবী কোথায় ছিল, তা উনি কেমন করে জানবেন? মাধবীর জন্যে উনি তো সারাদেশ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েচেন!"

ললিত ধীরে ধীরে জয়দেবের সুমুখে গিয়ে কঠোর উপহাসের স্বরে বললে, "তাই নাকি জয়দেববাবু? আপনিও মাধবীকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েচেন? ধন্য আপনার দয়া!"

জয়দেব একবার মুখ তুলে ললিতের মুখের দিকে চেয়েই আবার মাথা হেঁট করলেন। তাঁর যে চোখ-দুটো এতক্ষণ আশার দীপের মতন জ্বলছিল, এখন তা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

কান্তিবাবু একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "ললিতবাবু, ব্যাপার কি বলুন দেখি? আমার মনে হচ্চে ভেতরে যেন কি রহস্য আছে!"

ললিত বললে, "রহস্য ব'লে রহস্য—এ রহস্যের কাছে বড় বড় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস খাটো হয়ে যায়!... সব কথা পরে শুনবেন, এখন কেবল এইটুকু শুনে রাখুন যে, মাধবী আর আমাকে জয়দেববাবু কালীদহের

পোড়ো-বাড়ীতে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। অনেক কষ্টে সেখান থেকে আমরা পালিয়ে আস্‌তে পেরেচি!"

কান্তিবাবু বজ্রাহতের মতন জয়দেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শিবরাম চুপি চুপি রাম ভট্‌চাযের কাণে কাণে বল্‌লেন, "ঘোর কলি উপস্থিত! ওহে ভট্‌চায, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ পশ্চাদ্দারধনানি চ'! আপাততঃ এখান থেকে পায়ে পায়ে স'রে পড়াই হচ্চে উচিত কার্য্য!"

রাম ভট্‌চাযেরও তাতে কিছুমাত্র আপত্তি হোলো না, দু-জনে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ফটিক অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছিল।

কান্তিবাবু বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন, "না, এ আমার বিশ্বাস হচ্চে না! জয়দেব বাবু ধার্ম্মিক লোক, তিনি কখনো এমন কাজ করতে পারেন? ললিতবাবু, আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করচেন!"

ললিত বললে, "কান্তিবাবু, পাপী যদি সাধুর মুখোস না পরে, তাহ'লে কি সে কখনো নিজের কাজ হাসিল করতে পাবে? ধর্ম্ম ছিল এই জয়দেবের

মুখোস, কিন্তু সে মুখোস এখন খুলে পড়েচে ব'লেই একে আজ চেনা যাচ্চে। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে জয়দেববাবুই তার প্রতিবাদ করুন না কেন ?"

কিন্তু জয়দেব একটিও কথা কইলেন না, যেমন ছিলেন, তেমনি কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

এতক্ষণ পরে মাধবী উঠে ব'সে বললে, "ও সয়তানকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে হবে না, ললিতবাবু সত্যি কথাই বল্‌চেন।"

কান্তিবাবু বললেন, "কিন্তু জয়দেব তোমাদের বন্দী করেছিলেন কেন ?"

মাধবী বললে, "খুন করবার জন্যে !"

কান্তিবাবু শিউরে উঠে বললেন, "খুন ? সে কি কথা ! তাতে জয়দেবের লাভ ?"

—"আমার জমিদারীতে উনি নিষ্কণ্টক হয়ে প্রভুত্ব করতেন।"

—"এ তো ছেলেখেলা নয়, তোমার অন্তর্ধানে পুলিশের সন্দেহ যে জয়দেবের ওপরেই পড়ত !"

—"পুলিশের মুখ-বন্ধের জন্যেই তো ললিতবাবুকেও ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের নামে যে

কুৎসিত কলঙ্ক দেওয়া হয়েচে, গ্রামে ঢুকেই আমরা তা শুনেচি। আমাদের দেখতে না পেলে সকলেই ভাবত, আমরা দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে গিয়েচি!"

—"কি ভয়ানক!"

ললিত বল্‌লে, "কিন্তু এত করেও জয়দেববাবু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না!"

যদু সরকার বল্‌লেন, "মাথার ওপরে যে এখনো ভগবান আছেন!"

ললিত বল্‌লে, "এখন জয়দেব বাবুর কি ব্যবস্থা করা যায়?"

জয়দেব প্রাণপণ চেষ্টায় অস্ফুট করুণ স্বরে বল্‌লেন, "আমাকে ছেড়ে দাও—আজই আমি গ্রাম থেকে চলে যাব!"

ললিত বল্‌লে, "আমার তাতে আপত্তি নেই।"

মাধবী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "কিন্তু আমার তাতে আপত্তি আছে।"

জয়দেবের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি মিনতির স্বরে বললেন, "আমার মান গেল, সম্ভ্রম গেল, উচ্চাকাঙ্খা গেল, সমস্ত আশা-ভরসায় আমি জলাঞ্জলি দিয়েচি। আর কেন মাধবী, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে।"

—"না, আপনার কোনই শিক্ষা হয় নি। এত সহজে আপনি মুক্তি পেতে পারেন না—আপনাকে খুব চিনেছি।"

—"আর একটিবার আমাকে সুযোগ দাও। এবার আমি নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করবার চেষ্টা করব।"

কান্তিবাবু বললেন, "মাধবী, তুমি কি জয়দেবকে পুলিসে দিতে চাও? কাজ কি আর এ কেলেঙ্কারি নিয়ে নাড়াচাড়া করে?"

মাধবী বললে, "না, আমি পুলিসে খবর দিতে চাই না।"

—"তবে?"

মাধবী এগিয়ে এসে বললে, "জয়দেববাবু, আপনি লাবণ্যকে বিবাহ করতে রাজি আছেন?"

জয়দেব সচকিত স্বরে বললেন, "লাবণ্যকে বিবাহ?"

—"হুঁ।"

কান্তিবাবু ও ললিত এই দুর্ব্বোধ প্রস্তাবের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে না-পেরে, অবাক হয়ে জয়দেব ও মাধবীর মুখের দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগলেন।

মাধবীর প্রস্তাব শুনে জয়দেবও যেন থ হয়ে গেলেন।

মাধবী আবার বললে, "আপনি লাবণ্যকে বিবাহ করতে পারবেন?"

জয়দেব কাতর কণ্ঠে বললেন, "সে কি ক'রে হয় মাধবী?"

—"কেন?"

—"প্রথমতঃ সে বিধবা। তার পর সে কায়স্থ… …বিশেষ—"

—"বিশেষ, কি?"

—"সে কুলটা।"

মাধবী গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠল, "কী! সে কুলটা! আর আপনি সাধু? জানেন, তার পতনের জন্যে কেবল আপনিই দায়ী? সে আপনাকে ছাড়া আর কারুকে জানে না?"

জয়দেব বাধো-বাধো গলায় বললেন, "কিন্তু সমাজ তো তা শুনবে না!"

—"কিসের সমাজ? সমাজ তো কেবল নামেই আছে! সমাজ যদি জ্যান্ত থাকৃত, তবে আপনার মত লক্ষ লক্ষ মানুষের ভার সয়েও সে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকৃত না! আর আপনাদের মত অমানুষকে যে সমাজ আশ্রয় দেয়, লাবণ্যের মত নির্দোষীও সেখানে

আশ্রয় পাবে না কেন? তাকে বিবাহ করলে পুরাণো সমাজ যদি আপনাকে ত্যাগ করে, তবে দেশে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠছে, সেখানে তো আপনি অনায়াসে ঠাঁই পাবেন। লাবণ্যকে বিবাহ করলে আপনার সমস্ত পাপ আমরা ভুলে যাব—নইলে আপনার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।"

—"কিন্তু লাবণ্য যে কায়স্থের মেয়ে,—তার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে কি ক'রে?"

মাধবী ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললে, "যখন সে অভাগীর সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেন, তখন এ কথা আপনার মনে হয় নি? আপনার জাত তো সেই দিনই গিয়েচে! ...আর বামুন-কায়েতে তফাৎ কোথায়? ভেদ তো কেবল ঐ গাছ-কতক সূতো নিয়ে—যে তুচ্ছ সূতো শুধু মনের জাঁক বাড়ায়, কিন্তু অমানুষকে মানুষ করতে পারে না। ও সূতো ছিঁড়ে ফেলুন, লাবণ্যকে বিবাহ করুন।"

—"কিন্তু কোন পুরোহিতই যে এ বিবাহে আস্‌বে না!"

—"পুরোহিত এখানে স্বয়ং ভগবান।"

—"মাধবী, তুমি মুখের কথায় আমাকে যা করতে

বলুক, কাজেই যে তা বে-আইনী হবে। আবার সন্তান হ'লে তারা যে বাপের নামও মুখে আনতে পারবে না।"

—"জয়দেববাবু, আপনি কি আমাকে মূর্খ স্ত্রীলোক পেয়েছেন যে, বাজে কথায় ভোলাতে চাইছেন? এ বিবাহ কিছুমাত্র বে-আইনী হবে না—আপনি অনায়াসে "অ্যাক্ট্ থ্রী" অনুসারে লাবণ্যকে বিবাহ করতে পারেন!"

—"কিন্তু"—

—"এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই—ধর্ম্মত এ বিবাহ করতে আপনি বাধ্য! এই আমার প্রস্তাব—এই আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই এক সর্ত্তে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি।"

—"যদি আমি এ সর্ত্তে রাজি না হই?"

—"তাহ'লে আমি এখনি থানায় খবর দেব। আপনি আমাকে আর ললিতবাবুকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন।... ...বলুন, আপনি কি করতে চান? লাবণ্যকে বিবাহ করবেন, না জেলখানায় যাবেন?"

জয়দেব মুখ তুলে দেখলেন, মাধবীর মুখ পাথরের

মতন কঠিন। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "আমি লাবণ্যকে বিবাহ করব।"

মাধবী উল্লসিত স্বরে বললে, "জয়দেববাবু, আপনার সব অপরাধ আমি ভুলে গেলুম!"

সাতাশ

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি—
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

* * * *
* * *
* *
*

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা' বলে' ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়ত রে ফল ফলবে না—
তা' বলে' ভাবনা করা চলবে না।"

—রবীন্দ্রনাথ

পরের দিন সকাল বেলায় মাধবী শুনলে, ললিত এসে তাকে ডাকছে। সে চাকরকে বললে, "বাবুকে আমার পড়বার ঘরে একটু বসতে বল্-গে। আমি এখনি যাচ্চি।"

ললিতকে নিয়ে চাকর লাইব্রেরী-ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল।

এই লাইব্রেরীটি অনেক কালের—মাধবীর পিতামহের আমল থেকে এখন পর্য্যন্ত এখানে বইএর পর বই জড়ো হয়ে আসছে। চুদিকের দেয়ালের গায়েই নানান্ রঙের অজস্র কেতাব থাকে থাকে তাকের উপর সাজানো রয়েছে—দেখলেই গ্রন্থকীটদের হৃদয় উপভোগের আনন্দে নেচে উঠতে চাইবে! বড় লম্বা ঘর—মাঝে মাঝে চেয়ার টেবিল ও স্বদেশী-বিদেশী অমর প্রতিভাবানদের পাথরের মূর্ত্তি ভিড় ক'রে আছে।

ললিত এককোণে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে, ব্যাবিলনের একখানা পুরাণো ইতিহাস টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল।

খানিক পরেই মাধবী এসে ঘরের ভিতরে ঢুকল। সেদিন ভোরের নরম আলোয় তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তখনি সে স্নান ক'রে এসেছে—রংটি তা শিশিরে-ধোয়া সবে-ফোটা গোলাপের মতন তাজা মাজা। দুটি গালে যে মধুর আভাটুকু ফুটে উঠেছে তা যেন রাঙা উষার প্রথম হাসির সমস্ত মাধুর্য্য ছেঁকে নিয়ে তৈরি। অল্প-ভিজে চিকণ চুলগুলো কতক পিঠের ও কতক দুই কাঁধের উপরে এলিয়ে ও ঢেউ-খেলিয়ে প'ড়ে আছে। পরোণে তার একখানি লালপেড়ে

মইকার শাড়ী, গায়ে একটি মইকার ব্লাউজ ও পায়ে এক-জোড়া হাতে-বোনা সাদা রেশমের চটি।

ম'ধবী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, "পরশু রাতের 'অ্যাডভেঞ্চারে'র ধাক্কা সামলে আজ যে আপনি বিছানাকে আশ্রয় করেন-নি, এ দেখে আমি সুখী হলুম।"

ললিত ব্যাবিলনের ইতিহাসখানা মুড়ে বললে, "আমার দেহ নন্দদুলাল ননিগোপালের আদর্শে তৈরি নয়—ঝড়-ঝাপটা সইবার শক্তি তার আছে, তা তো তুমি জানোই। কিন্তু তুমি যে আজ শক্ত হয়ে দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেচ, এই দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

মাধবী বললে, "এটা বোধ হয় আপনার সঙ্গগুণে। কিন্তু আজ যে এত সকালেই আমার এখানে পায়ের ধূলো দিয়েচেন?"

ললিত বললে, "নমশূদ্রের 'পায়ের ধূলো' মাধবী। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তোমার ঘর গঙ্গাজল আর গোবর-ছড়া দিয়ে পবিত্র করা দরকার!"

মাধবী টেবিলের অন্য পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে বললে, "গাঁয়ের সবাই বলে আমি নাকি

ক্রিশ্চানী ;—সুতরাং দুঃখমার্গের ভয় তো আমার থাকতে পারে না।"

ললিত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লে, "না মাধবী, আড়ালে কে কি বলে, সে কোন কাজের কথা নয়। আড়ালে নিন্দা করা লোকের চিরকেলে স্বভাব বটে, কিন্তু সাক্ষাতে সকলেই তোমার কাছ থেকে আশা করবে অনেকখানি।... ...তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, পবিত্র প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম, এই বিস্তৃত জমিদারীর সকলের কাছেই তুমি পূজনীয়। আর আমি কে? দেশের ও দেশের ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য নমশূদ্র পরিবারে আমার জন্ম, আমি তোমার দীন-হীন এক প্রজামাত্র, আমার সামাজিক সম্মান নেই একবিন্দুও! তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ—প্রাচীন বটের সঙ্গে যেমন তফাৎ ছোট একগাছা তৃণের। তোমাদের আওতায় আর ছায়াতেই চিরকাল আমাদের মানুষ হ'তে হবে—নইলে সমাজ-পতিদের মুখ হয়ে উঠ্‌বে হাঁড়ির মত, আর চীৎকার হবে গগনভেদী! তুমি ভদ্রতার খাতিরে মুখে আমাকে উচ্চাসন দিলেও, মনে মনে আমি তা মানব কেন? তোমাতে আমাতে তুলনা চলে না!"

মাধবী বল্লে, "আচ্ছা ললিতবাবু, আজ সকাল-

বেলাতেই আপনি আমাকে এমন চড়া আর কড়া বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেন কেন বলুন দেখি? মেজাজটা আজ বুঝি ভালো নেই? মার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন?"

ললিত বল্লে, "না মাধবী, আজ একটা কথা বলতেই আমি এখানে এসেচি।"

—"একটা মাত্র কথা বলতে এত সকালে ছুটে এসেচেন? কথাটা তবে নিশ্চয়ই গুরুতর?"

—"হুঁ। কিন্তু তুমি এমন ঠাট্টার সুর ধরলে, আমার কথার গুরুত্ব হাল্‌কা হয়ে যেতে পারে।"

—"তাই নাকি? আচ্ছা, অতঃপর গম্ভীর সুরই ধরব। আপনার গুরুতর কথা শুনিয়ে দিন।"

ললিত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রথমটা একটু ইতস্তত করলে। তারপর মনকে শক্ত ক'রে বললে, "আজ আমি এখানে এসেচি কেন জানো?"

—"আপনার মনের কথা আমি জান্‌ব কেমন ক'রে?"

—"আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেচি।"

—"এ তো খুব সহজ কথা! এ কথা এমন মুখ গম্ভীর করে বলচেন কেন? আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি?"

—"না। এই কুসুমপুরকে আমি ভালো বেসেছি, এই কুসুমপুর আমার আমরণের সাধন-পীঠ, এই কুসুমপুর এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ—কুসুমপুরকে ছেড়ে আমি আর কোথাও নড়্‌ব না।"

—"তবে আপনার বিদায় নেওয়ার অর্থ কি?"

—"আমি কুসুমপুরেই থাক্‌ব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমাদের এই দেখাই শেষ-দেখা।"

—"কারণ?"

—"কারণ, আমার মনে পাপ ঢুকেচে।"

—"পাপ ঢুকেচে?"

—"হ্যাঁ, পাপ ঢুকেচে!"

মাধবী অবাক হয়ে, স্থির-চোখে ললিতের দিকে চেয়ে রইল।

ললিত আবেগ-ভরে বিহ্বল স্বরে, বল্‌লে, "তুমি জাননা মাধবী, ইন্দ্রিয় বড় প্রবল, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, মনকে আমি আর বশে রাখতে পারচি না—মন আমার বামন হয়েও চাঁদ ধর্‌বার সাধ করেচে!... ...ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারি না!... ...আমি জানি, এ আমার অন্যায়, এ কথা তোমার কাছে বলাও

আমার পাপ—কারণ আমাদের সমাজে তোমাকে আশা করাও আমার পক্ষে উচিত কার্য্য নয়।…তাই আমি সাবধান 'হতে চাই, হয়ত এখনো চেষ্টা করলে বিদ্রোহী হৃদয়কে শাসন করতে পারব। তাই আজ থেকে তোমার ত্রিসীমানায় আমি আর আসব না, তুমিও আর কখনো আমাকে ডেক না—আমার দুর্ব্বল মনকে বিশ্বাস নেই!"—এই ব'লেই ললিত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

মাধবী প্রতিমার মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—তার মুখ বিবর্ণ।

ললিত করুণ স্বরে বল্‌লে, "বিদায় মাধবী, তোমার কাছ থেকে চির-বিদায়"—বল্‌তে বল্‌তে ললিতের স্বর বন্ধ হয়ে এল।

মাধবী অভিভূতের মতন ব'লে উঠ্‌ল—"একটু দাঁড়ান ললিতবাবু… …"

—"না মাধবী, আর আমাকে ডেক' না—শেষটা কি আমিও জয়দেবের মত কাপুরুষ হয়ে উঠ্‌ব? আমি তোমার কাছে আত্মপ্রকাশও করতুম না—কিন্তু কোন কারণ না ব'লে এখানে আসা বন্ধ করলে পাছে আমাকে অভদ্র ভেবে তুমি দুঃখিত হও—থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নেই—আমি চল্‌লুম!"

—"যাবেন না ললিতবাবু, যাবেন না!"

কিন্তু মাধবীর সে কাতর আহ্বান ললিত শুনেও শুনলে না—তাড়াতাড়ি দরজার দিকে অগ্রসর হোলো।

হঠাৎ ঘরের অন্য পাশ থেকে উচ্চস্বরে হাসির আওয়াজ এল—ললিত দরজার কাছে গিয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!… …সবিস্ময়ে দেখলে, ঘরের ও-কোণে একখানা সেকেলে প্রকাণ্ড আরাম-কেদারার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে একটি সাদা-চুল মাথা জেগে উঠছে … …পর-মুহূর্ত্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, কান্তিবাবু।

ললিত বিস্মিত ও সঙ্কুচিত স্বরে বললে, "আপনি এতক্ষণ এখানে ছিলেন?"

কান্তিবাবু সহাস্যে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমার [illegible] কথার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত, সব আমি [illegible] শুনেচি। তুমি যখন ঘরে ঢোকো, তখনো আমি [illegible] বর্ত্তমান ছিলুম, আর এখনো যে এখানেই আছি [illegible] হয় বলা বাহুল্য। কিন্তু তোমার গুরুতর ক[illegible] স্রোতে আমার অস্তিত্ব একেবারেই ভেসে গিয়েছিল!"

ললিতের অপ্রতিভ দৃষ্টি মাধবীর দিকে গেল—সে-বেচারীও গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে!

ললিত বললে, "আমি এখন আসি কান্তিবাবু, প্রণাম—"

—"তোমার প্রণাম নামঞ্জুর! তুমি আগে আমার কাছে এস, আমার কিছু বক্তব্য আছে।...মাধবী, তুমিও এখানে উঠে এস।"

ললিত ও মাধবী দোষীর মতন নত চোখে কান্তিবাবুর সুমুখে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল।

কান্তিবাবু বললেন, "ললিত, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।...আচ্ছা মাধবী, এখন ভালো ক'রে আমার আর ললিতের দিকে চেয়ে দেখ··কোন তফাৎ দেখতে পাচ্ছ কি? কতক তফাৎ অবশ্যই আছে,—আমি বুড়ো আর ললিত যুবা, আমার চুল সাদা আর ললিতের কালো, আমার দেহ খাটো আর ললিতের ঢ্যাঙা,—কিন্তু এ ছাড়া আমাদের দুজনের মধ্যে মানুষ হিসাবে আর কোন তফাৎ দেখতে পাচ্ছ?"

কান্তিবাবুর প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝতে না পেরে, মাধবী অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল।

কান্তিবাবু আবার বললেন, "আমারও যেমন নাক

চোখ-কাণ, ললিতের তাই। আমার মতন ললিতেরও দেহের রক্ত রাঙা। আমি ভদ্রলোক, ললিতেরও কথায়, ভাবে, ব্যবহারে অভদ্রতার লেশমাত্র নেই। যদি কেউ বলে না দেয়, তা'হলে কি বোঝা যায় যে, আমি বামুন আর ললিত নমশূদ্র? চুপ ক'রে থেকোনা—বল, বোঝা যায় কি?"

মাধবী ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

কান্তিবাবু বললেন, "আমাতে আর ললিতে যদি কোন ভেদ থাকে, তবে সে ভেদ ভগবানের সৃষ্টি নয়—স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি। এ ভেদের জন্ম মানুষের মনের দুর্ব্বলতায়, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায়। এ ভেদ আমেরিকায় নেই, ইউরোপে নেই, খৃষ্টানের মধ্যে নেই, বৌদ্ধের মধ্যে নেই, মুসলমানের মধ্যে নেই,—কেবল এক ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুর দেশে এই তুচ্ছ ভেদ থাক্‌বে কেন? এ ভেদ নিয়ে ভারত কি পৃথিবীর আর-সব দেশকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছে? না, তা পারে-নি,—বরং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জাতির বৃহত্তর অংশকে অস্পৃশ্য ক'রে পিছনে ঠেলে রেখে, তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শক্তিহীন হিন্দুজাতি ক্রমেই জীবন্মৃত হয়েই পড়ছে।"

ললিত বললে, "কান্তিবাবু, আপনি আমার মনের
[ভা]বকে প্রকাশ করছেন। কিন্তু আজ আমাকে বিদায়
[দি]ন, এ-সব কথা আলোচনা করবার মতন মনের অবস্থা
[এখ]ন আমার নয়।"

কান্তিবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, "তোমার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করছি না, তুমি বাপু ক্ষান্ত হও, আমাকে আর বাধা দিও না।......মাধবী, বল দেখি এই ভেদের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করবার সাহস তোমার আছে?"

মাধবী কিছু বলবার আগেই ললিত তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "কান্তিবাবু, আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি! কিন্তু দোহাই আপনার, মাধবীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন না!"

ভ্রূ-সঙ্কোচ ক'রে কান্তিবাবু বললেন, "কেন?"

—"মাধবী 'হাঁ' বললেও আমি তাতে সায় দিতে পারব না।"

—"সে পরে দেখা যাবে।"

—"না কান্তিবাবু, না—শিক্ষিতা হ'লেও মাধবী নারী ছাড়া আর কিছুই নন! যখন চারিদিক থেকে সমাজের নিষ্ঠুরতা মাথা তুলে জেগে উঠবে, লোকের

বসনা নিয়ে ধারা চালবে, আত্মীয়-স্বজনরা শত্রুর ব্যবহার করবে, তখন আপনি যা সহ্য করতে পারবে, আমি যা সহ্য করতে পারব, মাধবীও কি তা সহ্য করতে পারবে?"

হঠাৎ মাধবী ব'লে উঠল, "পারব!"

ললিত বললে, "না না, তুমি তা পারবে না। কল্পনায় যাকে তুমি সহজ ভাবছ, কাল বাস্তবে তাকে কঠিন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখবে। আমি স্বার্থপর নই মাধবী, নিজের তৃপ্তির জন্যে তোমাকে দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে যাব না, আজ তাই আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

মাধবী [illegible] অশ্রুনেত্রে [illegible] বললে, "আপনাকে আমি [illegible] ছেড়ে দিতে পারব না!"

কান্তিবাবু বললেন, "ব্যাস—এই কথাই শেষ কথা! ললিত, আজ থেকে এই বাড়ীতে তুমি মনের সুখে বন্দী হয়ে থাক—তোমাদের দুজনের জীবন সুদীর্ঘ হোক, শান্তিময় হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করে আপাতত আমার প্রস্থান"—বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঝড়ের

যাত্রী

পাকা লিখিয়ে,

খাঁটি আর্টিষ্ট

ওস্তাদ ঔপন্যাসিক,

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বর বন্ধুবরেষু

"জাতির পাঁতি" নামে এই উপন্যাসখানি গে
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকা
নাম বদলে বর্ত্তমান নামকরণ হোলো
জাতিভেদের বিরোধী। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই
বিশেষত্ব, আমি তা মানি না। আমি
জাতীয়তাকে পল্‌কা ক'রে ফেলছে,
আল্‌গা ক'রে দিচ্ছে। জাতিভেদের কাঁটা
আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে—এই "মহ
উদারতার অনাহত ভেরী না বাজলে সে মু
ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রধান কারণ—
জাতিভেদ-সমস্যার উপরেই "ঝড়ের যাত্রীর" ক...
করানো হয়েছে। বইখানি প'ড়ে, গোবর-ভক্ত গোবর-গণেশের দল গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে, টিকি নেড়ে আমাকে যে অসাধু ভাষায় বিশেষরূপে আপ্যায়িত করবেন, আমি তা বিলক্ষণই জানি। কেউ কেউ যে পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেবেন না, এমন কথাও জোর ক'রে বল্‌তে পারি না। কিন্তু সত্যগোপন ক'রে হাততালি পাবার লোভ আমার একটুকুও নেই। আমি নিশ্চিন্ত প্রাণে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় রইলুম—কারণ আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, পঞ্চাশ বৎসর পরে আর কেউ আমার মতকে গালাগালি দেবে না!...ভারতে তখন হিন্দু থাক্‌বে, কিন্তু জাতিভেদ থাক্‌বে না। ইতি—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২১ নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা। আষাঢ়, তেরশো-তিরিশ সাল।